সচিত্র

তবলা শিক্ষা

ভারত-যশস্বী এবং সঙ্গীত একাডেমীর সম্মান প্রাপ্ত
ওস্তাদ মসীদ খান সাহেবের কৃতী ছাত্র
শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু (তবলাতত্ত্ব বিশারদ)

রাজেন্দ্র লাইব্রেরী
১৩২, বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোড
[ক্যানিং স্ট্রীট (দ্বিতল)]
কলিকাতা-৭০০ ০০১
১৯৫৭

প্রকাশক :
রাজেন্দ্র লাইব্রেরী
১৩২, বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোড
[ক্যানিং স্ট্রীট (দ্বিতল)]
কলিকাতা ৭০০০০১

মুদ্রাকর :
শ্রীমহেন্দ্র গুপ্ত
মা তারা প্রিন্টিং প্রেস
৪৬, পার্বতী ঘোষ লেন
কলিকাতা-৭০০০০৭

ভূমিকা

খেয়াল গানের সঙ্গে সঙ্গত করবার জন্যই সর্বপ্রথম তবলার প্রয়োজন হয় এবং ক্রমশঃ তবলা খেয়াল গানের সঙ্গে সঙ্গত করবার জন্য ব্যবহার হ'তে থাকে। মুসলমান রাজত্বের প্রারম্ভে যখন বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রাম্যগীতি রূপে কাবালী বা কাওয়ালী, সাহনার প্রচলন ছিল, তখনই তবলা ও বাঁয়ার অপরিণত রূপের সৃষ্টি হয়েছিল।

আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ১৭৩৮ সালে, দিল্লীর মুঘল বাদশা মহম্মদ শা'র শাসনকালে, তানসেনের কন্যার বংশের নিয়ামৎ খাঁ ছিলেন তৎকালের শ্রেষ্ঠ যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পী। তানসেনের জামাতা ছিলেন মিশ্রী সিংজী। এঁর সঙ্গে তানসেনের কন্যা সরস্বতীর বিবাহ হয়। মিশ্রী সিংজী ছিলেন অদ্বিতীয় বীণকার। সম্রাট আকবর শা' নিজ রাজদরবারে তাঁকে বহু সাধ্যসাধনা করে তানসেনের ধ্রুপদ গানের সঙ্গে বীণায় সহযোগিতা করবার ব্যবস্থা করেছিলেন। মিশ্রী সিংজী ছিলেন রাজপুত। অত্যন্ত ধার্মিক এবং সাধক। নিয়ামৎ খাঁ ছিলেন এই মিশ্রী সিংজীর বংশধর। নিয়ামৎ খাঁ ছিলেন মহম্মদ শা'র রাজদরবারের অন্যতম বীণ-বাদক।

কিন্তু সে সময় যন্ত্রের কদর কন্ঠসঙ্গীতের মতো ছিল না। নবাব মহম্মদ শা' কন্ঠসঙ্গীতের অতিশয় ভক্ত ছিলেন। কাজেই, নিয়ামৎ খাঁ তাঁর রাজদরবারে একরকম অনাদৃত শিল্পীরূপেই ছিলেন। মহম্মদ শা' তাঁকে যথোচিত সম্মান না দেওয়ায় তিনি মর্মাহত হয়ে একদিন রাজদরবার পরিত্যাগ করে বেরিয়ে এলেন।

নিয়ামৎ খাঁ কঠোর সাধনা করতে লাগলেন কন্ঠসঙ্গীতের।

কয়েকটা বছর পেরিয়ে গেলো।

একদিন দিল্লীর রাজপথ দিয়ে নিয়ামৎ খাঁ হেঁটে চলেছেন। সহসা এক স্থানে দেখতে পেলেন—দুটি ভিখারী বালক (জানি রসুল ও গোলাম রসুল) অপূর্ব মিষ্টি গলায় গান গেয়ে ভিক্ষা করছে। ওদের কন্ঠ শুনে নিয়ামৎ খাঁ মুগ্ধ হলেন। সংকল্প করলেন, ঐ দুটি ভিখারী বালককে নিজের গৃহে প্রতিপালিত করে কন্ঠসঙ্গীতে তালিম দেবেন।

যেমন সংকল্প, তেমনি কাজ।

নিয়ামৎ খাঁ সেইদিনই ঐ দুটি ভিখারী বালককে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন নিজগৃহে। ওদের প্রতিপালন করতে লাগলেন আর সেই সঙ্গে কন্ঠসঙ্গীতে শিক্ষা দিতে লাগলেন। সুদীর্ঘ এক যুগ, মানে ১২টা বছর ওদের কন্ঠসঙ্গীতে শিক্ষা দিলেন। সুলতান আলাউদ্দীনের রাজদরবারের অদ্বিতীয় সঙ্গীতবিদ্ এবং পণ্ডিত ও কবি আমীর খসরু ও পরবর্তীকালে সুলতান হুসেন শাহ্ প্রবর্তিত কাওয়ালী গানের রীতি পদ্ধতিতে আলাপ এবং ধ্রুপদ গানের একটা মিলনসেতু রচনা ক'রে এক অভিনব খেয়াল গান (খ্যাল) পরিবেশনের পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন। বর্তমানকালে আমরা যে খেয়াল গানের চাল-চলনের সঙ্গে পরিচিত, তার আবিষ্কর্তা হলেন নিয়ামৎ খাঁ। দিল্লীর অদ্বিতীয় গায়ক ফিরোজ খাঁ (অদারঙ্গ) এবং ভূপৎ খাঁ ও ইন্দোরের আমীর হোসেন খাঁ (জীবিত) এই নিয়ামৎ খাঁর-ই বংশধর।

যাহোক, ঐ বালক দুটিকে ১২ বছর শিক্ষা সমাপনান্তে একদিন নিয়ামৎ খাঁ মহম্মদ শা'র রাজ-

দরবারে পাঠিয়ে দিলেন কণ্ঠসঙ্গীত পরিবেশন করতে। ঐ বালক দুটি জানি রসুল আর গোলাম রসুল তখন বয়সে তরুণ।

ওরা রাজদরবারে কণ্ঠসঙ্গীত পরিবেশন করবার অনুমতি পেল স্বয়ং নবাবের কাছ থেকে।

ওরা সঙ্গীত পরিবেশন করলো রাজদরবারে।

নবাব মহম্মদ শা' সাতিশয় মুগ্ধ হলেন ওদের কণ্ঠের অপূর্ব খেয়াল গান শুনে। জিজ্ঞাসা করলেন :—

—কে তোমাদের সঙ্গীত শিক্ষার গুরু?

জবাব এলো ওদের মুখ থেকে :—

—নিয়ামৎ খাঁ সাহেব।

শুনে নবাবের দুঃখ আর অনুশোচনার অন্ত রইল না। তিনি নিজেকে সহস্র ধিক্কার দিলেন—গুণীর কদর না বুঝে তিনি নিয়ামৎ খাঁকে অবজ্ঞা করেছিলেন।

মহম্মদ শা' তৎক্ষণাৎ তাঁর লোক-লস্করদের আদেশ করলেন—এখুনি নিয়ামৎ খাঁ সাহেবকে আমার দরবারে নিয়ে এসো।

আদেশ পাওয়া মাত্রেই লোক লস্কর ছুটলো নিয়ামৎ খাঁ সাহেবের বাড়িতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁকে তারা সঙ্গে করে নিয়ে হাজির করলো নবাবের কাছে। নবাব তখন এই মহাসঙ্গীতগুণীকে দু'হাতে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে তাঁর সিংহাসনের পাশে সাদরে বসালেন। তারপর ক্ষমা প্রার্থনা করলেন তাঁর কাছে। শুধু এই নয়। নবাব মহম্মদ শা' নিয়ামৎ খাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন এক লক্ষ মোহর প্রণামী দিয়ে। আর নিয়ামৎ খাঁকে 'শা' সদারঙ্গ' উপাধিতে অলংকৃত করলেন।

নিয়ামৎ খাঁ আবার নবাব মহম্মদ শার রাজদরবারে প্রতিষ্ঠিত হলেন।

এই শা' সদারঙ্গ নিয়ামৎ খাঁ-ই আধুনিক খেয়াল গানের জন্মদাতা। আজীবন নবাবের দরবারে থেকে তিনি অসংখ্য খেয়াল গান সৃষ্টি করে গেছেন। এই সব খেয়াল গান উত্তরোত্তর প্রসিদ্ধি লাভ করতে থাকলে, এর সঙ্গে সূক্ষ্ম কাজে সঙ্গত করবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এদিকে রহমন খাঁ নামে সেকালে একজন বিখ্যাত পাখোয়াজী ছিলেন। তাঁর এক পুত্রের নাম ছিল—আমীর খসরু। (ইনি আলাউদ্দীনের সময়ের আমীর খসরু নন) রহমন খাঁর পুত্র আমীর খসরু শা' সদারঙ্গ নিয়ামৎ খাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে খেয়াল গান শিক্ষা করতে লাগলেন। অনেকে বলেন, এই আমীর খসরুই নিয়ামৎ খাঁর শিক্ষা দেওয়া খেয়াল গানের সঙ্গে তালযন্ত্রে সঙ্গত করবার জন্য পাখোয়াজের অনুকরণে তবলা বাদ্যযন্ত্র আবিষ্কার করেন।

বিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধ কণ্ঠসঙ্গীত শিল্পী গদাধর চক্রবর্তীর ছোট ভাই—মুরলীধর চক্রবর্তী দিল্লীতে গিয়ে শা' সদারঙ্গ নিয়ামৎ খাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে খেয়াল গান শিক্ষা করেন। শিক্ষা সমাপনে তিনি (মুরলীধর) যখন দিল্লীতে ফিরে আসেন, তখন বিষ্ণুপুরের প্রখ্যাত গায়ক অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে (সঙ্গীত নায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা) অবহিত করেন। শা' সদারঙ্গ নিয়ামৎ খাঁ যখন খেয়াল গানের প্রবর্ত্তন করলেন, তখন, খেয়ালের সঙ্গে পাখোয়াজ বাজিয়ে সঙ্গত করা হ'ত। কিন্তু পরে খেয়ালগানের আরো উন্নতি হ'লে শা' সদারঙ্গ নিয়ামৎ খাঁই পাখোয়াজকে খেয়ালগানের সঙ্গে সঙ্গত করা

অনুপযোগী বলে ঘোষণা করলেন। অতঃপর খেয়ালগানের সঙ্গে মৃদু আওয়াজে সঙ্গত করবার জন্য ভিন্ন তাল-যন্ত্রের প্রয়োজন হওয়ায় শা' সদারঙ্গ নিয়ামৎ খাঁরই অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিষ্য আমীর খসরু (রহমন খাঁর পুত্র) খেয়ালগানের সঙ্গে মৃদু আওয়াজে সঙ্গত করবার উপযোগী একটি তাল-যন্ত্র আবিষ্কার করলেন, এবং সেই তাল-যন্ত্রটি আধুনিক তবলা। তবলার প্রয়োজনীয়তা বেশী ক'রে দেখা দেয় মধ্যযুগের নিয়ামৎ খাঁ'র সময় থেকে।

একথা অনস্বীকার্য যে, প্রত্যেক বস্তুই অনুশীলনের দ্বারা উন্নতি এবং প্রসারতা লাভ করে। তবলা বাদ্যযন্ত্রটির ক্ষেত্রেও অবশ্য এটা ঘটেছে।

তবলার আকর্ষণীয় বাদনশৈলীর মধুর রূপ দেন দিল্লীর প্রসিদ্ধ ওস্তাদ সিদ্দার বা সিধার খাঁ। দিল্লী ঘরাণার উৎপত্তি এই সিদ্দার বা সিধার খাঁ থেকেই হয়, এটা বলা যায় নিঃসন্দেহে। তিনি পাখোয়াজের কঠিন ও বড় বড় বোল-বাণী ভেঙ্গে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর এবং সূক্ষ্মতর থেকে সূক্ষ্মতম করলেন। কঠিন থেকে সহজ এবং শ্রুতিমধুর ক'রে তবলার এক বিশেষ ধরনের হাত প্রচলন করলেন। সৃষ্টির দিক দিয়ে ওস্তাদ সিদ্দার খাঁ বা সিধার খাঁর তবলা জগতে অবদানের আর তুলনা নেই। সম্ভবতঃ ইংরাজীর ১৭০০ সালের মধ্যবর্তী সময় থেকে তবলার সমধিক প্রচলন হয়। সিদ্দার খাঁ বা সিধার খাঁর বংশপরম্পরায় ও শিষ্যবর্গ থেকে তবলার সমধিক প্রচলন এবং উন্নততর বাদনশৈলীর পরিচয় পাওয়া যায়। এখন এই তবলার বইখানি সম্বন্ধে আলোচনায় আসা যাক্।

অনেকে প্রশ্ন করেন তবলা শিক্ষা করতে গেলে দৈনিক কত ঘন্টা করে রেওয়াজ করা দরকার? এ প্রশ্নের জবাবে বলতে হয়—এর তেমন কোনো সঠিক ঘড়ি ঘন্টার নির্দেশনামা নেই। যার যেমন ক্ষমতা, যার যেমন সময় তার সেইমতো তবলা রেওয়াজ করা উচিত। তবে ভোরের দিকে দু'ঘন্টা, এবং রাত্রে দশটার পর রেওয়াজ করতে পারলে ভালো হয়। এর কারণ আর কিছুই নয়—ভোরবেলায় এবং রাত্রের দিকটা সব নিরিবিলি থাকে। এই সময় তাই মনও ভালো বসে। একটা নিয়ম অবশ্য পালন করা দরকার। যতটুকুই রেওয়াজ করা হোক না কেন, তার মধ্যে সত্যিকারের নিয়মনিষ্ঠা এবং প্রয়োজনমতো আত্মপ্রত্যয় থাকা চাই। এই আত্মপ্রত্যয় না থাকলে কোনো দিনই কোনো মহৎ কাজ বা কোনো মহৎ সাধনা ফলপ্রসূ হ'তে পারে না।

যে কোনো বোল তবলায় রেওয়াজ করার সময় প্রথমে একহারা লয়ে (ঢিমা) ধীরে ধীরে হাত বসিয়ে বাজানো দরকার। রেওয়াজ করার সময় তবলা ও বাঁয়ার আওয়াজ যাতে ঠিকমত ওঠে সে চেষ্টা করা উচিত। তবে এটা মনে রাখতে হবে, তাল রেওয়াজ করার হাত এক, আর তা পরিবেশন বা সঙ্গত করার হাত আর এক। সেখানে শব্দকে সংযত করা দরকার। হাতকে পরিবেশনকালীন সংযত করতে না পারলে, সেটা বাজনার মধ্যে গিয়ে পড়বে। অনেকে এই সজোরে রেওয়াজ করার অভ্যাসটা সঙ্গতেও প্রয়োগ করে বসেন। এতে গায়ক বা যন্ত্রশিল্পীর এবং শ্রোতাদের মন অস্থির করে তোলে। হাতের দাপট্ মানে এই নয় যে, খুব জোরে শব্দ করে তাল বাজাতে হবে। হা দাপট মানে তবলা ও বাঁয়ায় হাতের যথোপযুক্ত 'কস্'। আর একটা কথা, 'ত্রিতাল' হলো সেরা তাল। এই তালের আর জুড়ী নেই। যিনি এই তালটি রপ্ত করতে পারবেন, তাঁ তাল রপ্ত করতে সময় লাগবে না। তবলা শাস্ত্রে ও বাদ্যে যত সব উৎকৃষ্ট ধরনের বোল-

১৪
১৫
১৫
১৬
১৬
১৬

তার অধিকাংশই ১৬ বা ৮ বা ৪ বা ২ মাত্রার ভাগে গঠিত। এই তালের বোল-বাণী অন্যান্য তালেও ব্যবহার করা যায়। শুধু কিঞ্চিৎ মননশীলতা এবং বুদ্ধির দরকার।

আমার এই গ্রন্থখানির মধ্যে যে-যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি, তা অবশ্যই প্রথম শিক্ষার্থী থেকে আরম্ভ ক'রে অগ্রসর শিক্ষার্থীদের পক্ষেও উপযুক্ত। তবলার 'জন্মকথা', 'তাল ও লয়', 'তালের জাতি বিভাগ', 'ছন্দ বৈচিত্র্য', 'তাল ও মাত্রাসহ বিভিন্ন তালের ঠেকা', 'সমপদী ও বিসমপদী তালের ঠেকা', 'তবলায় উত্থিত বোল-বাণী বা শব্দ', 'তবলার হস্তপাড়', 'তবলার বাণীর পরিভাষা', 'তবলা বাঁধার সাধারণ নিয়ম', 'হস্ত সাধনার সাধারণ নিয়ম বা পদ্ধতি', 'হস্ত সাধনায় বোল-বাণী' 'তাল ও মাত্রাসহ বিভিন্ন বোল-বাণী'—(কায়দা, রেলা, পেশকার, গৎ, মুখেরা, পাল্লাদার গৎ, চলন, টুকরা ও চক্রদার প্রভৃতি), কণ্ঠ এবং যন্ত্রসঙ্গীত 'তবলায় সঙ্গত করার সাধারণ নিয়ম', 'একক বা তবলা লহরা বাজাবার নিয়ম', 'তবলা রেওয়াজ করার সাধারণ নিয়ম' এবং তবলিয়াদের নানারকম মুদ্রাদোষ সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আশা করছি—শিক্ষার্থী এবং তবলা সম্বন্ধে উৎসুক ব্যক্তি মাত্রেরই এই সচিত্র 'তবলা শিক্ষা' পুস্তকখানি বিশেষ কাজে লাগবে।

—গ্রন্থকার

৮.

গানের

খেয়াল

সূচীপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

বিষয়			পৃষ্ঠা

—: সূচীপত্র সমাপ্ত :—

॥ সূচনা ॥

তবলা ও বাঁয়ায় উত্থিত বোল-বাণীর রেখা-চিত্র

তবলার উত্থিত বোল-বাণী সম্পর্কে, অর্থাৎ তবলা ও বাঁয়ার কোন্ স্থানে কিভাবে আঘাত করলে কি শব্দ উত্থিত হয়, এই পুস্তকে সে বিষয়ে যথাসাধ্য বিবরণ দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য এখানে বিভিন্ন প্রকার রেখাচিত্রের মাধ্যমে বিষয়টি বিশদভাবে বোঝানো হলো।

প্রথমতঃ নিচের চিত্রে তবলার আকৃতি ও কোন্ স্থানের কি নাম বুঝিয়ে দেওয়া হলো ঃ

বাঁয়া
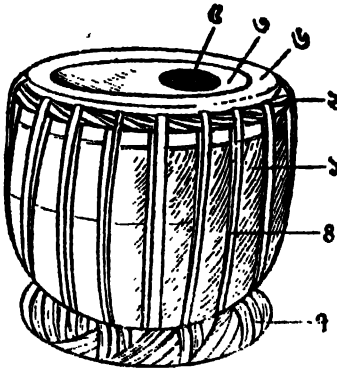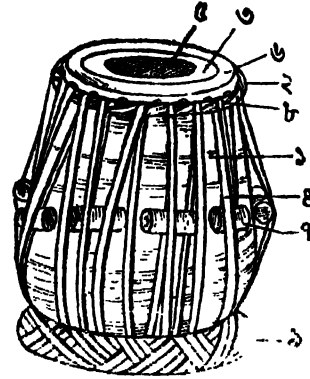
১—মাটি বা তামার তৈরী খোল
২—বিড় বা পাগড়ী
৩—ছাউনী বা তালা
৪—ছোটা বা দোয়ালী
৫—গাব বা খিরণ
৬—টাকী বা কানী
৭—বিঁড়ে

তবলা বা ডাহিনা

১—কাঠের তৈরী খোল
২—বিড় বা পাগড়ী
৩—ছাউনী বা তালা
৪—ছোটা বা দোয়ালী
৫—গাব বা খিরণ
৬—কানী বা টাকী ৭—গুলি
৮—বিড় বা পাগড়ী ৯—বিঁড়ে

আঙুলের পরিচিতি—বুড়ো আঙুলের নাম অঙ্গুষ্ঠ তার পরেরটি তর্জনী। তার পরেরটি মধ্যমা। তারপর অনামিকা, শেষেরটিকে কনিষ্ঠা বলা হয়।

নিচের চিত্রগুলিতে তবলার উপর কোন্ স্থানে আঘাত করলে কি শব্দ উত্থিত হয় চিত্র দ্বারা বোঝানো হলো।
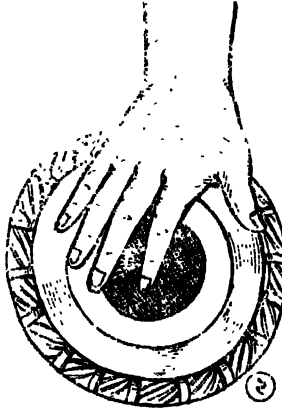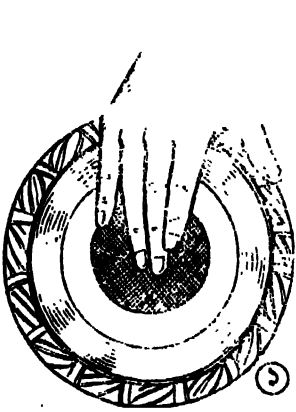
দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা ও অনামিকার সংযোগে তবলার গাবে আঘাতের ফলে 'তে' শব্দ উত্থিত হয়। (১নং চিত্র দেখুন)।

দক্ষিণ হস্তের তর্জনী দ্বারা তবলার গাবের মধ্যস্থলে আঘাতের ফলে 'রে' শব্দ উত্থিত হয়। (২নং চিত্র দেখুন)

দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা ও অনামিকার সংযোগে তবলার গাবের মধ্যস্থলে আঘাতের ফলে 'টে' শব্দ উত্থিত হয়। (৩ নং চিত্র দেখুন)।
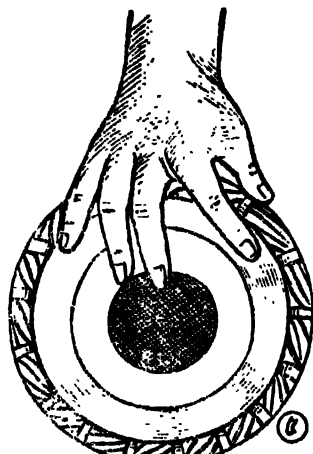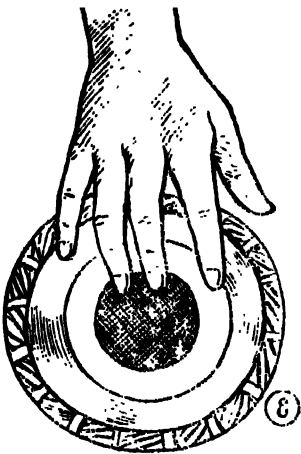
দক্ষিণ হস্তের তর্জনীর দ্বারা তবলার কানিতে স্বল্প আঘাত করলে 'না' শব্দ উত্থিত হয় (৪ নং চিত্র দেখুন)।

ঐরূপে দক্ষিণ হস্তের তর্জনী দ্বারা তবলার কানীতে সামান্য জোরে আঘাত করলে 'তা' শব্দ উত্থিত হয়। (খ পৃষ্ঠার ৫ নং চিত্র দেখুন)।

দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠা গাবের কিনারায় রেখে তর্জনী দ্বারা ছাউনী ও কানীর মাঝে আঘাত করলে 'তিন্' শব্দ উত্থিত হয়। (খ পৃষ্ঠার ৬নং চিত্র দেখুন)

কে ও ক্রে

বাঁয়া　　তবলা

বাম হাতের সমস্ত অঙ্গুলি দ্বারা বাঁয়ার গাবের উপর চাপা আঘাতে 'কে' এবং একই সঙ্গে ডান হাতের মধ্যমা অনামিকা ও কনিষ্ঠা দ্বারা তবলার গাবে বাঁয়া ও তবলায় একযোগে আঘাতে 'ক্রে' শব্দ উত্থিত হয়। (৭ ও ৮ নং চিত্র দেখুন)।

কতা
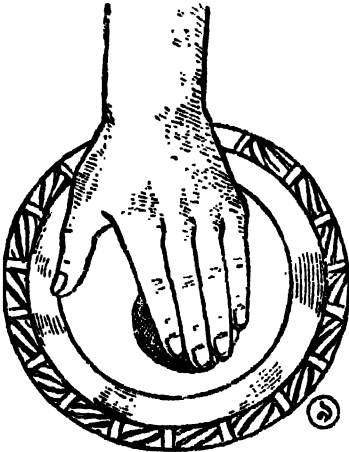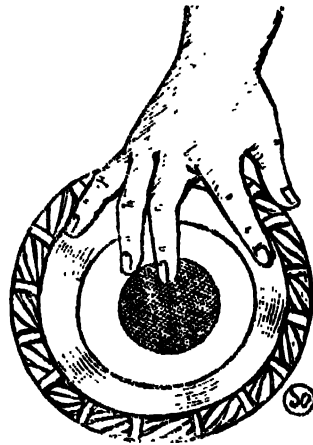
বাঁয়া　　তবলা

বাম হাতের তর্জনী হতে কনিষ্ঠা পর্যন্ত সমস্ত আঙ্গুল একত্রিত করে বাঁয়ার গাবে চাপা আঘাতে 'ক' এবং ডান হাতের মধ্যমা ও অনামিকা তবলার গাবে রেখে তর্জনী দ্বারা কানীতে আঘাতে 'তা' শব্দ উত্থিত হয়। (৯ ও ১০ নং চিত্র দেখুন)।
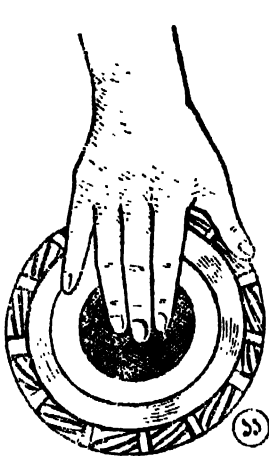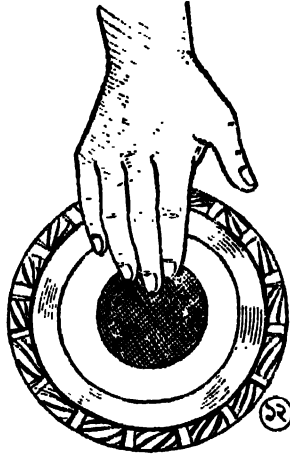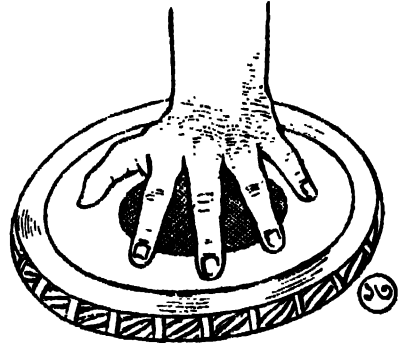
দক্ষিণ হস্তের তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা একত্র করে তবলার গাবের এক তৃতীয়াংশ মত স্থানে মৃদু চাপা আঘাতে 'তেৎ' ও 'দেৎ' শব্দ উত্থিত হয়। (১১নং চিত্র দেখুন)

ডান হাতের তর্জনী, মধ্যমা, অনামিকা একসঙ্গে করে তবলার গাবের এক চতুর্থাংশ স্থানের উপর খোলা আঘাতে 'থুন' ও 'দিন্' শব্দ উত্থিত হয়। (১২ নং চিত্র দেখুন)।

বাম হাতের করতল বাঁয়ার পেছনে রেখে আঙ্গুলগুলি উঁচু করে রেখে অর্থাৎ সাপের ফণার আকার করে মধ্যমার অগ্রভাগ দ্বারা গাব ও কানীর মধ্যেকার সাদা জায়গায় আঘাতে 'গে' শব্দ উত্থিত হয়। (১৩ নং চিত্র দেখুন)।
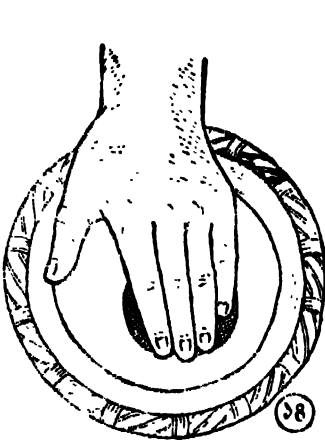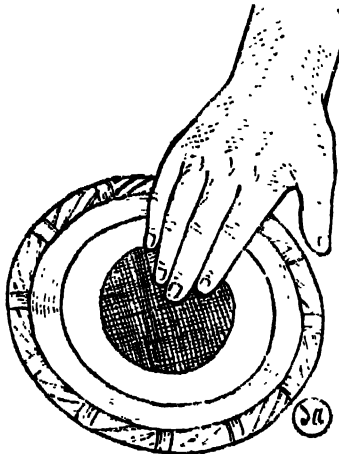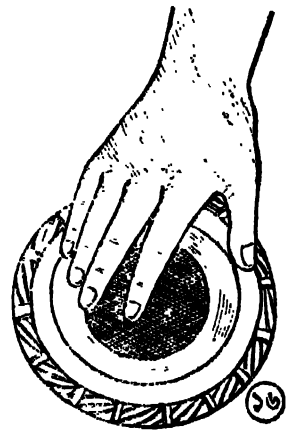
বাম হাতের আঙ্গুলগুলি অসংলগ্ন অবস্থায় রেখে এবং করতল বাঁয়ার উপর না রেখেই আঙ্গুলগুলির দ্বারা গাবের উপর চাপা আঘাতে 'কৎ' এই শব্দ উত্থিত হবে। (১৪ নং চিত্র দেখুন)।

ডান হাতের তর্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা একত্র করে সোজাভাবে রেখে তবলার গাবের উপর খোলা আঘাতে 'দিং' শব্দ উত্থিত হবে। 'দিন্', 'দেন্', 'ধুম' বাণীও এইরূপে বাহির হয়। (ঘ পৃষ্ঠায় ১৫নং চিত্র দেখুন)।

শুধুমাত্র ডানহাতের তর্জনী দ্বারা 'দিং' বাণীর মত তবলার উপর খোলা আঘাতে 'দেং' বাণী উত্থিত হয়। তেং' বাণীটিও 'দেং' বাণীর ন্যায় হবে। তবে 'তেং' বাণী বাজাতে আঘাতটি একটু চাপা হবে। (ঘ পৃষ্ঠায় ১৬ নং চিত্র দেখুন)।

ছোট ধা

বাঁয়া তবলা
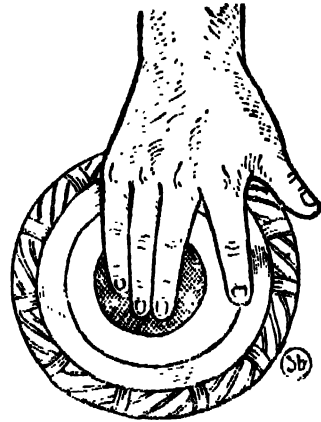
বামহাতের করতল বাঁয়ার গাবের পিছনে রেখে, 'গে' বাণীর মত আঙ্গুলগুলি উঁচু করে সাপের ফণার মত রেখে, মধ্যমার অগ্রভাগ দ্বারা গাবের অপর প্রান্তে আঘাত এবং সেই সঙ্গে ডান হাতের মধ্যমা ও অনামিকা তবলার গাবের কিনারে রেখে তর্জনী দ্বারা তবলার কানীতে আঘাত করলে ছোট 'ধা' শব্দ উত্থিত হবে। বাঁয়া এবং তবলার উপর একই সঙ্গে আঘাত করতে হবে। (১৭ ও ১৮ নং চিত্র দেখুন)।

ঘে ঘেন্

বাঁয়া বাঁয়া তবলা
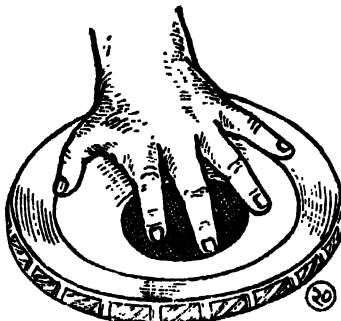
বামহাতের করতল বাঁয়ার গাবের পিছনে রেখে, আঙ্গুলগুলি সাপের ফণার ন্যায় আকৃতি করে

উঁচু করে রেখে, শুধুমাত্র কব্জি দ্বারা গাবের পেছনে অল্প চাপ দিয়ে সেই সঙ্গে মধ্যমার অগ্রভাগ দ্বারা গাবের অপর প্রান্তে কানী ও গাবের মাঝের সাদা অংশে আঘাত করলে 'ঘে' শব্দ উত্থিত হবে। (৬ পৃষ্ঠার ১৯ নং চিত্র দেখুন)।

'ঘে' এবং 'গে' শব্দ একই রকম ভাবে হাতের অবস্থান ভঙ্গীতে বাজাতে হয়। কিন্তু 'ঘে' শব্দে ডান হাতের কব্জিতে বাঁয়ার সাদা জায়গায় অর্থাৎ যেখানে কব্জির অবস্থান সেখানে স্বল্প চাপ দিতে হবে।

উপরোক্ত নিয়মে বাঁয়ার উপর হাত রেখে চাপ না দিয়ে মধ্যমার অগ্রভাগ দ্বারা গাবের অপর প্রান্তে কানী ও গাবের মাঝের সাদা অংশে আঘাত করতে হবে এবং সেই সঙ্গে ডান হাতের মধ্যমা ও অনামিকা তবলার কানীর একপাশে রেখে অপর পার্শ্বে তর্জনী দ্বারা গাব ও কানীর মাঝের সাদা অংশে খোলা আঘাত করলে 'ঘেন্' শব্দ উত্থিত হবে। (৬ পৃষ্ঠার ২০ ও ২১ নং চিত্র দেখুন)।

'ধে'
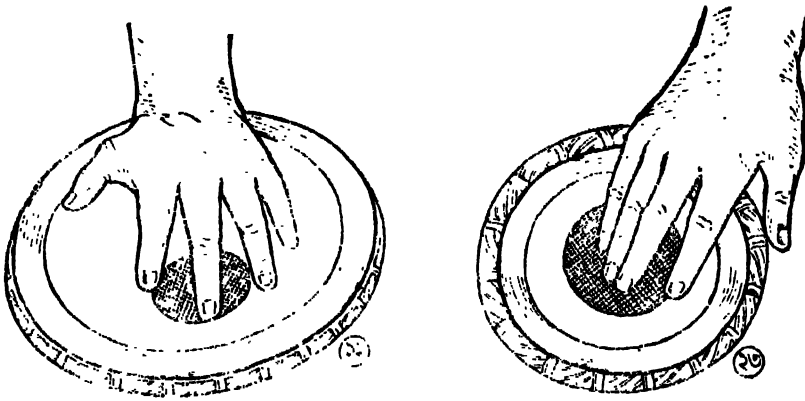
বাঁয়া তবলা

'ধে' বোল-বাণীটি উভয় হাতের অর্থাৎ ডাহিনা বা তবলা এবং বাঁয়া উভয়ের সাহায্যে বাজানো হয়।

প্রথমতঃ বামহাতে বাঁয়ার গাবের যে প্রান্তে বেশী স্থান আছে, ঐ প্রান্তে রেখে, আঙ্গুলগুলি সাপের ফণার মত করে তুলে ধরবে, এরূপ করলে স্বভাবতঃই শুধুমাত্র হাতের কব্জি বাঁয়ার উপরে থাকবে। এইবার শুধুমাত্র মধ্যমা আঙ্গুল বাঁকিয়ে অগ্রভাগ দ্বারা বাঁয়ার গাবের অপর প্রান্তে আঘাত করবে। আঘাতের সময় বাঁয়ার উপর সামান্য কব্জির চাপ দিতে হবে।

এই সঙ্গে ডান হাত দিয়ে তবলার মধ্যস্থলে অনামিকা, মধ্যমা ও কনিষ্ঠা দ্বারা চাপা আঘাত করলেই 'ধে' শব্দ উত্থিত হয়। তবে উভয় হাতের আঘাত যেন একই সঙ্গে হয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। (২২ ও ২৩ নং চিত্র দেখুন)।

গ্রান্ বা তাড়ান্

বাঁয়া তবলা

বামহাতের করতল বাঁয়ার গাবের অপর প্রান্তে রেখে, কনিষ্ঠা আঙ্গুল তুলে তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকার প্রথম পর্ব দ্বারা বাঁয়ার গাবের উপর চাপা আঘাত করতে হবে। আঘাতের সময় আঙ্গুলগুলি মধ্যম পর্ব হতে অঙ্গুষ্ঠার শেষপর্ব পর্যন্তযাতে বাঁয়ার উপর চেপে না থাকে তারপ্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

একই সঙ্গে ডান হাতের মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা তবলার গাবের প্রান্তদেশ স্পর্শ করে তর্জনী দ্বারা গাব ও কানীর মাঝের সাদা অংশে 'না' শব্দের ন্যায় আঘাতে 'গ্রান্' বা 'তাড়ান্' শব্দ হয়। (২৪ ও ২৫ নং চিত্র দেখুন)।

অনেকের মতে 'গ্রান্' শব্দটি শুধুমাত্র ডানহাতে তবলাতেই বাজানো হয়। এইভাবে একহাতে অর্থাৎ শুধুমাত্র ডান হাতে বাজাতে হলে, ডানহাত দ্বারা মধ্যমা ও অনামিকা সহযোগে তবলার গাবের কিনারায় আঘাত ও তর্জনী দ্বারা কানী ও গাবের মধ্যেকার সাদা অংশে আঘাত করতে হবে।

ধেরেধেরে

এই শব্দটি বেশ অভ্যাস সাপেক্ষ। তবে মনোযোগ সহকারে অভ্যাস করলে আয়ত্ত করা দুঃসাধ্য নয়। এটা একবার অভ্যাস হয়ে গেলে শ্রুতিমধুর হয়।
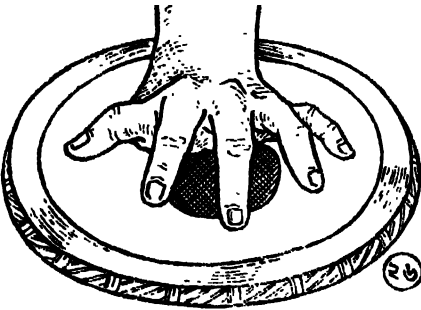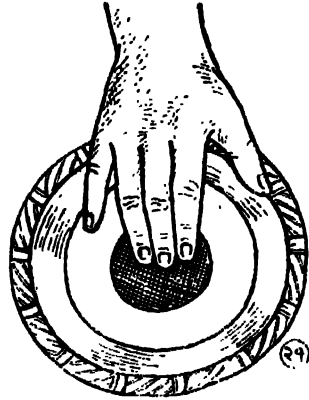
বাঁয়া তবলা

প্রথমতঃ বাঁয়ার গাবের অপর প্রান্তে করতল রেখে আঙ্গুলগুলি তুলে সাপের ফণার মত করে

একমাত্র মধ্যমার অগ্রভাগ দ্বারা গাবের অপর প্রান্তে আঘাত করতে হবে। সেই সঙ্গে ডানহাতের করতলের কনিষ্ঠা আঙ্গুলের শেষ পর্বের নিম্নভাগ থেকে কব্জি পর্যন্ত অংশ দ্বারা আঘাতে 'ধে' শব্দ উত্থিত হবে এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের শেষাংশ দ্বারা আঘাতে 'রে' শব্দ উত্থিত হবে। উক্তরূপে দু'বার বাজালেই 'ধেরেধেরে' শব্দ হবে। (ছ পৃষ্ঠার ২৬ ও ২৭ নং চিত্র দেখুন)।

ধেরেধেরে বোল বাণীটি ভালভাবে নিত্য অভ্যাস করতে পারলে বাদকের হাত বেশ খোলে এবং বোলটিতে হাত সাধাও চলে।

ধিনি, তিনি ও কিনি

বামহাতের করতল বাঁয়ার গাবের একপ্রান্তে অর্থাৎ যে প্রান্তে বেশী সাদা স্থান আছে, সেখানে রেখে, আঙ্গুলগুলি তুলে রেখে কেবলমাত্র মধ্যমার অগ্রভাগ দ্বারা গাবের অপর প্রান্তে কানী ও গাবের মধ্যস্থলে আঘাত করতে হবে। আঘাতকালীন মধ্যমার ডগাটি যেন কোলের দিকে টানা হয় এইভাবে আঘাত করতে হবে। একই সঙ্গে ডানহাতের তর্জনী দ্বারা তবলার গাব ও কানীর মধ্যকার সাদা অংশে

বাঁয়া (২৮) — তবলা (২৯) — তবলা (৩০)
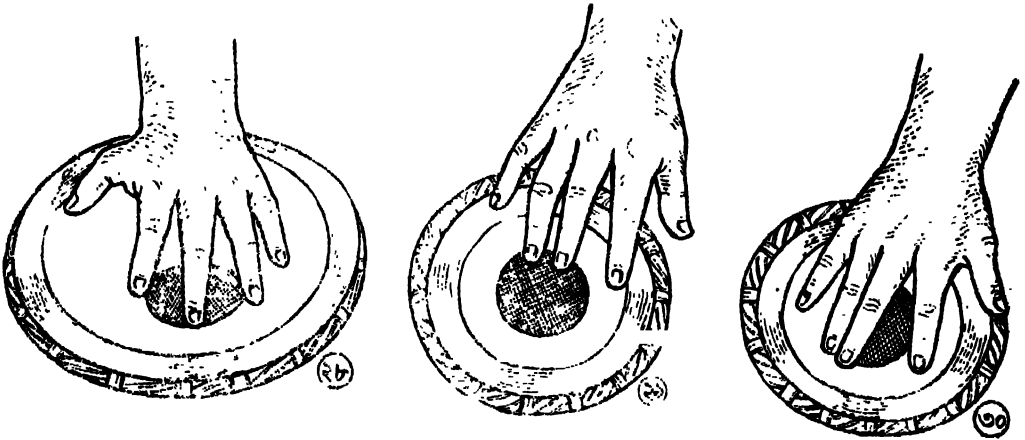
স্বল্প আঘাত করতে হবে, অনামিকা আঙ্গুলটি গাবের পার্শ্বে কিঞ্চিৎ স্পর্শ করে রাখতে হবে। এইভাবে উভয় হাতের শব্দ একসঙ্গে হবে, সঙ্গে সঙ্গে হাতের তর্জনী দ্বারাই তবলার কানীতে 'তা' শব্দের ন্যায় আঘাত করতে হবে। তাহলে 'ধিনি' শব্দ উত্থিত হবে। ধিনি শব্দ 'ধিনা' শব্দের ন্যায় একইরূপে বাজাতে হয়। (২৮ ও ২৯ নং চিত্র দেখুন)।

'তিনি' শব্দ বাজাতে হলে ডানহাতের মধ্যমা ও অনামিকা তবলার গাবের একপাশের কিনারায় রেখে, তর্জনী দ্বারা গাবের এবং কানীর মাঝের সাদা অংশে আঘাত করলে 'তি' শব্দ উত্থিত হবে। আবার উক্ত তর্জনীর দ্বারা তবলার কানীতে আঘাত করলে 'নি' শব্দ উত্থিত হবে। এইভাবে তিনি শব্দ বাজাতে হয়। (৩০ নং চিত্র দেখুন)।

'কিনি' শব্দ বাজাতে হলে বামহাতের মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা দ্বারা বাঁয়ার গাবের উপর আঘাতে 'কি' শব্দ হবে তবলার উপর উপরোক্ত নিয়মে 'নি' শব্দ বাজাতে হবে।

তিক্

বাঁয়া

তবলা
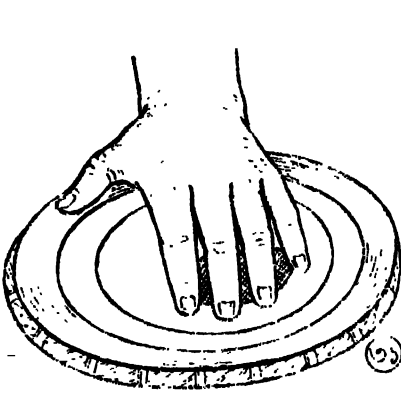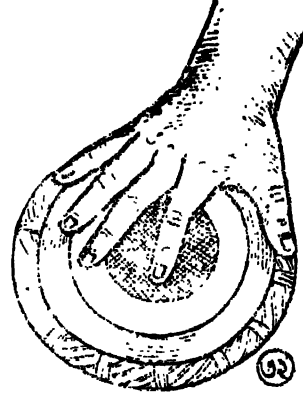
'তিক্' শব্দ উভয় হস্তের সহযোগিতায়, অর্থাৎ তবলা ও বাঁয়া উভয়ের মধ্যে একযোগে আঘাতে বাজে। কারণ 'তি' শব্দটি ডানহাতের বা তবলায়। এবং 'ক্' শব্দটি বামহাতের বা বাঁয়ার এই দুটি শব্দ একযোগে 'তি' ও 'ক্' বাজালে 'তিক্' শব্দ হয়।

'তিক্' শব্দ বাজাতে হলে, ডানহাতের তর্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা তবলার গাবের উপর আঘাতে 'তি' শব্দ এবং বামহাতের তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকার অগ্রভাগ দ্বারা বাঁয়ার গাবের উপর আঘাতে 'ক্' শব্দ উৎপন্ন হবে (৩১ ও ৩২ নং চিত্র দেখুন)।

ধু ও ম্মা এবং ধুম্মা
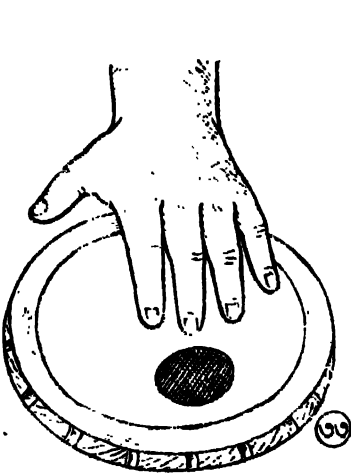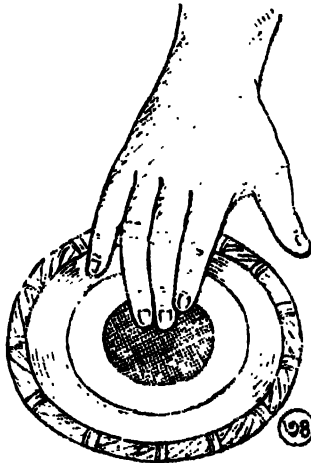
বাঁয়া তবলা তবলা
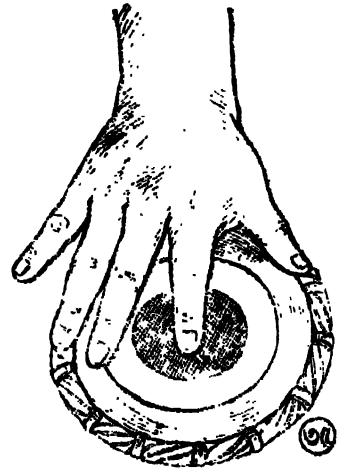
'ধ্' শব্দ বাজাতে হলে বাঁয়ার পাগড়ী বা বেড়ীর উপর আঙ্গুলগুলির মূলভাগ রেখে, এরূপ অবস্থায় খোলা আঘাত এবং সেই সঙ্গে তবলার গাবের উপর ডান হাতের মধ্যমা ও অনামিকার অগ্রভাগ

দ্বারা আঘাতে 'ধ্' শব্দ হবে। উভয় হাতের আঘাত একই সঙ্গে করতে হবে। নচেৎ বাণী অশুদ্ধ হবে। (ঝ পৃষ্ঠার ৩৩ ও ৩৪ নং চিত্র দেখুন)।

শুধুমাত্র তবলার গাবের উপর তর্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা স্বল্প আঘাতে 'মা' শব্দ উত্থিত হয়। (ঝ পৃষ্ঠার ৩৫ নং চিত্র দেখুন)।

এইরূপে উপরোক্ত নিয়মে 'ধুমা' (ঝ পৃষ্ঠার ৩৩ ও ৩৫ নং চিত্র দেখুন) শব্দ বাজাতে হবে। 'ধুমাকেটে' একসঙ্গে বাজাতে হলে (ঝ পৃষ্ঠার ৩৩ ও ৩৫ নং এবং গ পৃষ্ঠার ৭ নং ও খ পৃষ্ঠার ৩ নং চিত্র দেখুন) উপরোক্ত চিত্রগুলির মত 'ধুমাকেটে' শব্দ বাজানো হবে।

ধো।
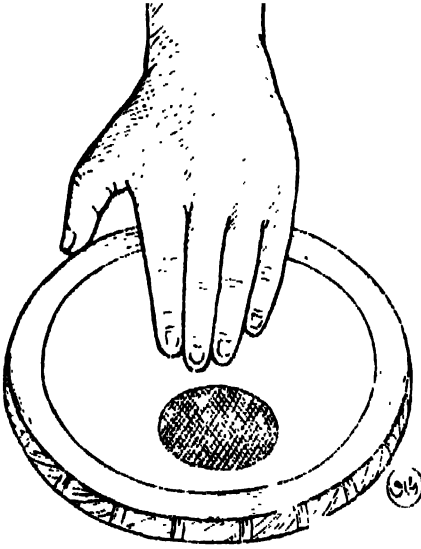
বাঁয়া তবলা
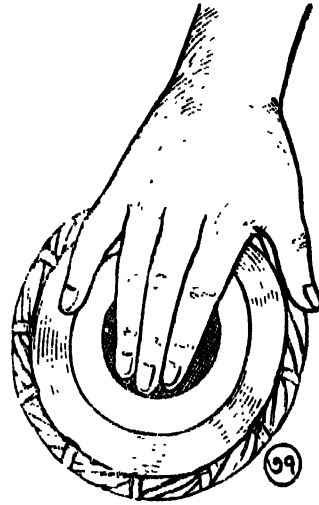
'ধো' শব্দ বাজাতে হলে বাঁয়ার উপর সমস্ত আঙ্গুলগুলি দ্বারা এমনভাবে খোলা আঘাত করতে হবে যাতে আঙ্গুলের মূলপর্বগুলি বাঁয়ার পাগড়ীর বা বেড়ীর উপর থাকে। সেই সঙ্গে ডানহাতের তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকার প্রথম ও মধ্যপর্ব দ্বারা তবলার গাবের উপর খোলা আঘাত করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে উভয় হস্তের আঙ্গুলের মূল পর্বগুলি তবলা বা বাঁয়ার উপর উঠে না যায়। এইভাবে একসঙ্গে তবলা ও বাঁয়ায় আঘাত করলে 'ধো' শব্দ উত্থিত হবে। (৩৬ ও ৩৭ নং চিত্র দেখুন)।

তবলার বিভিন্ন প্রকার বোল-বাণী রেখাচিত্র দ্বারা বোঝানো সম্ভব নয়। তবুও রেখাচিত্র দ্বারা বিভিন্ন প্রকার বোল-বাণী বাজাবার কায়দা এবং হাতের বিভিন্ন প্রকার অবস্থিতি সাধ্যমত দেখানো হলো। একটু বিশেষভাবে রেখাচিত্রগুলি অনুধাবন করে বাজালে আশা করি শিক্ষার্থীগণের অনেক সুবিধা হবে।

॥ এক ॥

তবলার জন্ম-কথা

তবলার জন্মরহস্য নিয়ে তীব্র মতভেদ ও নানাপ্রকার গাল-গল্পের আজও শেষ নেই। অনেক সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তির মতে,—আমীর খসরু সেতার ও তবলা আবিষ্কার করেছিলেন, মৃদঙ্গকে (পরবর্তীকালে মুসলমান আমলে পাখোয়াজ) দু'ভাগে ভাগ ক'রে ভারতীয় সঙ্গীত সমাজে তবলার প্রবর্তন হয়। এই মতবাদের মধ্যে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। হিন্দু ও বৌদ্ধ যুগের শেষে এবং মুসলমান যুগের অবসানের কিছু আগে ধারক হিসেবে গীত ও বাদ্যের অনুশীলনকে তৎকালীন মুসলমান ও হিন্দু সমাজ বাঁচিয়ে রাখলেও ঐতিহ্য এবং শাস্ত্র-আলোচনা আর সঠিক আদর্শরক্ষার দিকটা কিছুটা অবহেলিত ও উপেক্ষিত হয়েছিল, একথা ঐতিহাসিক মাত্রেই স্বীকার করবেন।

খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে নাট্যশাস্ত্রে মুনি ভরত পুষ্কর ও মৃদঙ্গের কথা বলেছেন। আবার ওদিকে আচার্য অভিনব গুপ্ত নাট্যশাস্ত্রের ভূমিকায় বলেছেন—'স্বাতি' নামে একজন ঋষি পুষ্করবাদ্য আবিষ্কার করেন। পুষ্কর মৃদঙ্গজাতীয় বাদ্য এবং তার শব্দ মেঘগর্জন ও মেঘবর্ষণের মতোই শোনাতো। মুনি ভরত নাট্যশাস্ত্রে বলেছেন—মৃদঙ্গ ও পুষ্কর মৃত্তিকা নির্মিত। আবার খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শার্ঙ্গদেব তাঁর মহামূল্যবান গ্রন্থ 'সঙ্গীত-রত্নাকরে' বলেছেন যে, মৃদঙ্গ খয়ের, রক্তচন্দন প্রভৃতি কাঠ দিয়ে তৈরী হ'ত। সুতরাং মুনি ভরত ও ঋষি শার্ঙ্গদেবের বর্ণনা থেকে অনুমান করা যায় যে, 'মৃদঙ্গ' ও 'পুষ্কর' সূচনায় মৃত্তিকা দিয়েই তৈরী হ'ত। তবে পরবর্তীকালে এর ব্যতিক্রম ঘটেছিল।

অতি প্রাচীনকালে বৃন্দবাদ্যে (অর্কেষ্ট্রা) মৃদঙ্গ ও পুষ্কর বাজানো হ'ত। এগুলি চর্মজাতীয় বাদ্যযন্ত্র এবং চর্মজাতীয় বাদ্যযন্ত্রগুলিকে বলা হয় অবনদ্ধ। চর্মজাতীয় বাদ্যযন্ত্র বলতে এই বুঝতে হবে যে, এগুলির অগ্রভাগ বা মুখ চর্মদ্বারা আবরিত।

নৃত্য, কণ্ঠসঙ্গীত, বৃন্দগায়ক ও বৃন্দবাদ্যে একের অধিক পুষ্কর বা মৃদঙ্গ বাজানো হ'ত। এইসব অনুষ্ঠানে একসঙ্গে তিনটি পর্যন্ত পুষ্কর বাজানো হ'ত। তিনটি পুষ্করের মধ্যে দু'টি সমান আকারের (বর্তমান পাখোয়াজের মতো) এবং একটি অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের থাকত। বড় পুষ্কর দুটি সোজাভাবে দাঁড় করানো আর ছোট পুষ্করটি থাকত শায়িত।

তথ্য অনুসন্ধান করে জানা যায় যে, 'খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ থেকে সপ্তম শতকে ভুবনেশ্বরের মুক্তেশ্বর-মন্দিরে, বম্বে নগরীর বাদামী-মন্দিরে নৃত্যশীল নটরাজের পাশে পুষ্কর বাদ্যগুলির চিত্র খোদাই করা আছে।' অনেকে মনে করেন 'দুটি সোজাভাবে দাঁড়ানো এবং একটি শোয়ানো পুষ্কর বা মৃদঙ্গের অনুকরণেই পরবর্তীকালে (মুসলমান যুগে) তবলা বা তলমৃদঙ্গ ও বাঁয়া বা বামমৃদঙ্গের প্রবর্তন হয়।' খ্রীষ্টীয় ১৩শ থেকে ১৭শ শতক সময়ের মধ্যে খেয়াল-গানের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তবলা ও বাঁয়ার ক্রমোন্নতি ও বহুল প্রয়োগের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

একথা স্বীকার করতেই হবে যে, খেয়াল-গানের সঙ্গে সঙ্গত করবার জন্যই সর্বপ্রথম তবলার প্রয়োজন হয় এবং ধীরে ধীরে তবলা খেয়াল-গানের সঙ্গে সঙ্গত করবার জন্য ব্যবহার হতে থাকে। মুসলমান রাজত্বের শুরুতে যখন আঞ্চলিক গ্রাম্যনীতিরূপে কাবালী (কাওয়ালী)-সহেলার প্রচলন ছিল, তখনই তবলা-বাঁয়ার অপরিণত রূপের সৃষ্টি হয়েছিল, একথা অনেকেই মনে করে থাকেন। তালরক্ষার জন্যই তবলা ও মৃদঙ্গবাদ্যের অবশ্য প্রয়োজন। এইজন্য তবলা ও পাখোয়াজকে 'তাল' যন্ত্র বলা হয়।

ভারতবিখ্যাত ওস্তাদ মসীদ খান সাহেবের (আমার তবলার গুরু) তবলার ক্রিয়াত্মক (Practical Demonstration) এবং ঔপপত্তিক (Theoretical) জ্ঞান অসাধারণ। তবলার সমুদ্র বললেও বোধকরি বেশী বলা হয় না। তিনি বিভিন্ন দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করে তবলার বহু গূঢ় তথ্য সংগ্রহ করেছেন কঠোর পরিশ্রম করে। তবলার জন্ম-ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর অভিমত হলো :—

'পুরাকালে বিদ্যাদেবী ভারতী নারিকেলের ওপরটা চামড়ায় আচ্ছাদিত করে একরকম বাজনা তৈরি করেন। এই বাজনাটার নাম ছিল—তাল-তরঙ্গ। তারপর গৌতম-বুদ্ধ পাথর কুঁদিয়ে তা থেকে একরকম বাদ্যযন্ত্র তৈরি করলেন—নাম দিলেন তবল-জাং। পাঞ্জাব প্রদেশে এর এখনো প্রচলন আছে এবং সেখানকার লোকে এ-জাতীয় বাদ্যযন্ত্রটাকে বলে—'ধামা' বা 'দুক্কড়'।

এর পর আরবদেশের লোকেরা এর অনেক পরিবর্তন করেন। চন্দ্রপাল এবং আনন্দপালের সময়ে যখন তাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্য করবার জন্য কম্বোজে এলেন, তখন তাঁরা 'তবল-জাং'কে কাঠের রূপ দিলেন—নাম দিলেন 'তবলা'। তাঁরাই বাঁয়ার প্রচলন করেন। পূর্বে বাঁয়ার প্রচলন ছিল না। 'তবলা' আরবী নাম।

সুতরাং তবলার ক্রমপরিবর্তিত রূপ হলো তিনটি :

(১) তাল-তরঙ্গ (পুরাকালে)

(২) তবল-জাং (বৌদ্ধযুগে)

(৩) তবলা (আরবযুগে)।

তাল ও লক্ষ্য :

'তাল' ধাতু + স্বার্থে অন্ প্রত্যয় ক'রে তাল-শব্দ নিষ্পন্ন। সঙ্গীতে 'তাল'-শব্দের অর্থ হলো—কাল পরিমাণ, অর্থাৎ সময়ের মাপ। নৃত্য, গীত ও বাদ্যে কাল ও ক্রিয়ার পরিমাণকে 'তাল' বলে। করতাল বা করাঘাত থেকেই 'তাল' শব্দটির সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রে নৃত্য ও বাদ্যযন্ত্রকে উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের প্রধান অঙ্গের মধ্যে একটা অঙ্গ বলেই স্বীকার করা হয়েছে। তাছাড়া, নৃত্যই হলো তালের সৃষ্টিকর্তা। নৃত্য থেকেই তালের উৎপত্তি বা সৃষ্টি।

কথিত আছে, অমরনগরে সুরপতিসভায় দেবদেবীর নৃত্যের সময় তালের সৃষ্টি হয়। পুরুষদের নৃত্যকে 'তাল' নামে অভিহিত করা হয়। আর স্ত্রীলোকদের নৃত্যকে 'লাস্য' বলা হয়। এই 'তাল' আর 'লাস্য' শব্দ দুটির আদ্যক্ষর নিয়ে 'তাল' শব্দের উৎপত্তি বা সৃষ্টি। পুরুষদের নৃত্য—তাণ্ডব-নৃত্য। তাণ্ডবের 'তা' এবং 'লাস্যের' 'লা' নিয়ে যে শব্দটা হয়, সেটা হলো—'তালা'। এই 'তালা' থেকেই 'তাল'। নৃত্য থেকেই তালের সৃষ্টি। স্বর্গের দেবদেবীরা নৃত্যের অত্যন্ত প্রিয়। নৃত্যের জন্য সেখানকার অপ্সরাগণ বিখ্যাত। তালের নৃত্যের সঙ্গে বাদ্যের সমন্বয়তা রক্ষার জন্য মহাদেব অসংখ্য তালের সৃষ্টি করেন।

ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রে মার্গ ও দেশী এই দু'রকম তালের কথা জানা যায়। 'মার্গ তাল' স্বর্গে এবং 'দেশী তাল' মর্ত্যে প্রচলিত। মার্গ তাল আবার পাঁচটি ভাগে বিভক্ত। যথা : (১) চর্চপুট, (২) চাচপুট, (৩) ষটপিতাপুত্রক, (৪) সম্পর্কোষ্টক ও (৫) উদ্ঘট্ট। কথিত আছে—এই পাঁচটি মার্গ তাল মহাদেবের পঞ্চমুখ থেকে নির্গত হয়। 'মার্গ তাল' এখন কীর্তনেই প্রচলিত। 'দেশী তাল' বহু প্রকারের। ভারতীয়শাস্ত্রে যা পাওয়া যায়, তা থেকে বলা যায় যে, দেশী তালের অন্তর্গত প্রায় ৩৬০-এরও বেশী তাল আছে। এই তালগুলির মধ্যে কতকগুলি তাল তবলায় এবং কতকগুলি তাল পাখোয়াজের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে।

নাট্যশাস্ত্রে তালকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এই দুটি ভাগ হলো—নিঃশব্দ ও সশব্দ। তালের ভেদ বা গতি-প্রগতি আছে। এই ভেদ বা গতি-প্রগতিই হলো গায়ক বা বাদকের নিয়ম-শৃঙ্খলানুযায়ী কণ্ঠে বা যন্ত্রে চলাফেরা করা। যেমন—বিলম্বিত, মধ্য, দ্রুন ও পরদ্রুন।

আমরা আঙ্গুলে যে মাত্রা গণনা করি, তাকে সঙ্গীতশাস্ত্রে 'কলা' বলে। এই 'কলা' বা মাত্রা গণনা নিঃশব্দেই সম্পাদিত হয়। আর হাতের তালুতে বা হাতের আঙ্গুলের টোকাতে যখন তাল দেওয়া হয় তখন তাকে সশব্দ তাল বলে। তালের মধ্যে মাত্রার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। কারণ, তালের ভাগ সম হোক আর অসম হোক, সমপদী হোক বা বিষমপদী হোক,

মাত্রার সমন্বয়কে বিস্মিত করার উপায় নেই। তালের সমান অংশ বা ভাগকে মাত্রা বলে। কতকগুলি মাত্রার সমষ্টি নিয়ে আবার তাল গঠিত হয়। ফলতঃ দেখা যায়—মাত্রা, লয় আর তাল এই তিনটি অঙ্গাঙ্গীভাবেই জড়িত। একটাকে ছেড়ে অপরটা চলতে পারে না। তাল, লয় আর মাত্রা এই তিনটি হলো উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অপরিহার্য অঙ্গ। তাল সার্থক এবং প্রাণবন্ত হয় তখন, যখন লয় থাকে ঠিক। লয় ব্যতিরেকে তাল নিরর্থক ও পঙ্গু। সেইজন্য লয়ে প্রতিষ্ঠিত না হলে বেতালা হ'তে হয়। আবার লয়ের ডোরা বা গতি ঠিক থাকলেও গায়ক বা বাদকেরা বেতালা হন, অর্থাৎ তাঁরা তখন তালের হিসেব মাথায় রাখতে পারেন না। কণ্ঠসঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত, নৃত্যের গতি অনুযায়ী তবলা বা পাখোয়াজের গতি হওয়া উচিত। তখন এই সামঞ্জস্যপূর্ণ সমগতিই বাদ্যের (চর্মজাতীয়) লয়কে পরিস্ফুট করে তোলে এবং সেইজন্য বাদ্যের অপর নাম 'সংগত' অর্থাৎ সমগত।

তালের জাতিবিভাগ আছে। পাঁচটি জাতিতে তাল বিভক্ত; যথা—

(১) চতস্র (৪ মাত্রা + ২ মাত্রা) অর্থাৎ মাত্রার ভাগ ৪ মাত্রা এবং ২ মাত্রায় মিশ্রিত।
(২) তিস্র (৩ মাত্রা + ২ মাত্রা) অর্থাৎ মাত্রার ভাগ ৩ মাত্রা এবং ২ মাত্রায় মিশ্রিত।
(৩) মিশ্র (৫ মাত্রা + ২ মাত্রা) অর্থাৎ মাত্রার ভাগ ৫ মাত্রা এবং ২ মাত্রায় মিশ্রিত।
(৪) খণ্ড (৭ মাত্রা + ২ মাত্রা) অর্থাৎ মাত্রার ভাগ ৭ মাত্রা এবং ২ মাত্রায় মিশ্রিত।
(৫) সঙ্কীর্ণ (৯ মাত্রা + ২ মাত্রা) অর্থাৎ মাত্রার ভাগ ৯ মাত্রা এবং ২ মাত্রায় মিশ্রিত।

লয়ের শ্রেণীবিভাগ :

সঙ্গীতশাস্ত্রে লয়কে মোটামুটি দশটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা :

(১) সম (বিরাম—"ধা" ২য় তাল থেকে ঘুরে ২য় তালে পড়ে।)
(২) বিসম (ফাঁকে সম ফেলা। অর্থাৎ ১৬ মাত্রা ত্রিতালের ঠেকায় ৯ মাত্রায় সম ফেলা।)
(৩) অতীত ("ধা" একটা সম ঘুরে ২য় মাত্রায় পড়ে।)
(৪) অনাঘাত (বোলের "ধা"র ওপর কোনো মাত্রা পড়ে না।)
(৫) আড় (আড়ি)
(৬) বড়াড় (বড় আড়ি—দেড়িও বলা যায়।)
(৭) কুয়াড় (আড়ি ও বড় আড়ি মিশ্রিত।)
(৮) আকাল (১৬ মাত্রার ওপর "ধা" ফেলা।)
(৯) আচাঞ্চক (সোয়াইয়া—১০ মাত্রার বোল ১৬ মাত্রায় ব্যবহার করা।)
(১০) রঙ্গ (পাল্লাদার গৎ —ত্রিপল্লী, চৌপল্লী ইত্যাদি।)

ছন্দ ঃ

আমরা যখন কথা বলি, তখন তারও একটা ছন্দ থাকে। ঝড়ে গাছের পাতা নড়ে, তারও একটা ছন্দ থাকে। বৃষ্টি টিপটিপ করে পড়ে, তারও একটা ছন্দ থাকে। টেবিলের ওপর টেবিল পাখা যখন ঘোরে তখনও তার একটা ছন্দ থাকে। তুমুল ঝড় যখন ওঠে, তখনও তার একটা ছন্দ থাকে। সমুদ্রের ঢেউ যখন বহে, তখনও তার একটা ছন্দ থাকে। মোট কথা, ছন্দ বলতে সাধারণতঃ আমরা বুঝি—অভিপ্রায়, বশ্যতা বা স্বাচ্ছন্দ্যভাব। কবিতায় নানা প্রকার ছন্দ আছে। অনুষ্টুপ ছন্দ, পয়ার ছন্দ, অমিত্রাক্ষর ছন্দ ইত্যাদি। এক-এক প্রকার ছন্দের এক-এক প্রকার অনুভূতি এবং মাদকতা আছে। সঙ্গীতশাস্ত্রে ক্রিয়াত্মক ক্ষেত্রে ছন্দের মূল্য সবচেয়ে বেশী। নানা-রকম ছন্দ করে যে গায়ক বা বাদক গান গাইতে বা বাজনা বাজাতে পারেন, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব অনায়াসে প্রমাণিত হয়।

বলতে বাধা নেই যে, তবলা ও পাখোয়াজে যেসব বোল-বাণী ব্যবহার করা হয়, তা নানাপ্রকার ছন্দের দ্বারা তৈরী। সব বোল-বাণীর ছন্দের নাম জানা ও তাকে আয়ত্ত করা কোনো গায়ক বা বাদকের পক্ষেই সম্ভব নয়। ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রের তাৎপর্য এতই গভীর যে, তাকে সমগ্র এবং সুষ্ঠুভাবে অনুধাবন করা কোন ব্যক্তির পক্ষেই এক বা দু'জন্মের সাধনায় সম্ভব নয়। মানুষের জীবনের পরমায়ুই বা কতটুকু। এই অল্প সময়ের সাধনায় ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রের গূঢ়তত্ত্ব জানা সম্ভব নয়। তবু ছন্দ সম্বন্ধে যতটুকু না জানলে কোনো তবলাবাদকের চলে না, ততটুকু এখানে আলোচনা করছি।

কণ্ঠসঙ্গীত এবং যন্ত্রসঙ্গীতে ব্যবহৃত প্রতিটি তাল এক বা একাধিক ছন্দের দ্বারা গঠিত। ছন্দ সাধারণতঃ দু' রকম—সমছন্দ এবং বিষমছন্দ। যে ছন্দের গতির মিল আছে, তাকে বলে সমছন্দ। অর্থাৎ যে-সব ছন্দের মাত্রার সন্নিবেশ একগুণ, দ্বিগুণ বা চতুর্গুণ বা যে ছন্দের তালকে দুই দিয়ে ভাগ করে মিলে যায়, সে ছন্দ হলো সমছন্দ। সমপদী তালের (ত্রিতালা, তেলোআড়া, আড়াঠেকা, যৎ, কাহারবা প্রভৃতি তাল) ছন্দগুলি হলো সমছন্দ। অর্থাৎ ছন্দের পরিবর্তন নেই। একই গতিতে সেই ছন্দ চলাফেরা করে।

কিন্তু মুস্কিল হলো বিষমছন্দকে নিয়ে। এই ছন্দের গতিধারা একরকম থাকে না। বিষমছন্দকে অনেকে আবার কূটছন্দও বলেন। এই ছন্দের গতিধারার মিল নেই। সোজা যেতে যেতে হঠাৎ বাঁকা পথ ধরে। পূর্বে যে লয়ের পাঁচ রকম জাতিবিভাগ দেখিয়েছি, এই বিষমছন্দ লয়ের চতস্র জাতি ছাড়া, বাকি চারটি জাতির অন্তর্গত। কখন কখনও বিষমছন্দের প্রথম দিকটা লয়ের চতস্র জাতির ছন্দের মধ্যে। বিষমছন্দের মধ্যে পড়ে—সোয়াগুণ ছন্দ, দেড়গুণ ছন্দ, আড়াইগুণ ছন্দ, তিনগুণ ছন্দ প্রভৃতি। এই ছন্দগুলি

আড়ি ছন্দ। আড়ি ছন্দ আবার পাঁচ রকমের। যথা - আড়ি, কুআড়ী, বড়াড়, জম ও খম। সমছন্দের মধ্যে বিষমছন্দের যখন আড়িছন্দের ক্রিয়াকলাপ থাকে, তখন তাকে বলে ছন্দবৈচিত্র্য। এগুলি হলো পুরোপুরি লয়কারী ব্যাপার। মোটকথা, ছন্দ বলতে সাধারণতঃ আমরা বুঝি—সৌন্দর্যবিকাশ। যে গায়ক বা বাদক নানারকম ছন্দের কাজ লয় এবং তালের ঐতিহ্য বজায় রেখে দেখাতে পারেন, সেই গায়ক বা বাদকের প্রশংসা এবং স্তুতির সীমা থাকে না।

তবে একটা কথা, তবলা ও পাখোয়াজে যতরকম বিষমছন্দের কাজ করা সম্ভব, কণ্ঠসঙ্গীতে বা যন্ত্রসঙ্গীতে ততরকম সম্ভব নয়। যন্ত্রসঙ্গীত মানে সেতার, সরোদে বিচক্ষণ ও লয়দার শিল্পী বিলক্ষণ লয়কারী করেন। তবে তবলা ও পাখোয়াজের মতো নয়। আমি জানি, বহু নামকরা ওস্তাদ সেতার ও সরোদশিল্পী তবলা ও পাখোয়াজ উত্তমরূপে শিক্ষা করে তবলা ও পাখোয়াজের ছন্দবৈচিত্র্যের বোল-বাণী, সেতার ও সরোদে তাঁদের রাগ-রাগিণী অনুযায়ী খাপিয়ে নিয়েছেন।

নিম্নে কয়েকপ্রকার ছন্দের উদাহরণ দিচ্ছি তবলার বাণীর মাধ্যমে—

(১) তোটক্ ছন্দ—

। । । । । । । । । । । । । । । । । । ॥ । ॥ । ।
ধা ধা না আ ধা না ধা আ ধা ধা ধা আ ধা ধা নাধা ধা ধা না ধা ধা ধা ধা

। ॥ ॥ । । ॥ । । ॥ । । । । । ॥ । ॥ । । । ॥
ধিনধা ধা ধা না ধা ধা ধা না ধা তা তা তিন তা তা তা না তা তা তা না তা

(২) ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দ:

। ॥ ॥ । ॥ ॥ । ॥ ॥ ॥ ॥ । । ॥ ॥ । ।
ধা ধা না ধা না ধা ধা ধা নাধা ধাধা নাধা ধিন ধা ধাধা নাধা ধিন ধা
॥ ॥
ধাধা তানা।

(৩) মধুমতী ছন্দ:

॥ । ॥ ॥ ॥ । ॥ । । ॥ ॥ । ॥ ॥ ॥ । ॥ ।
ধি ধি নানা ধিনা ধি ধি নানা ধি না ধি না তি তি নানা তিনা তি না ধিধি না
॥ । ।
ধি না ধিনা।

(৪) গজপতি ছন্দ :

| | | ‖ | | | | | | | | | | | | ‖
ধি ধি না ধা ধি না ধি না না ধি ধি নাৎ ধি না ধি না।

(৫) মৃগী ছন্দ :

‖ | ‖ ‖ | | ‖ ‖ ‖ ‖
ঘে ঘে না ঘে ঘে না কেকে না ঘেঘে না।

(৬) কন্যা ছন্দ :

‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖
ঘে ঘে ঘে ঘে কে কে ঘে ঘে।

(৭) প্রিয়া ছন্দ :

| | ‖ | ‖ | | ‖ | | ‖ | ‖ | | ‖
ঘে ঘে না ঘে না ঘে ঘে না কে কে না কে না ঘে ঘে না।

(৮) লক্ষী ছন্দ :

| | | | | | | | | | | | | | | |
তা দিৎ থুন্ না তা দিৎ থুন্ না ধা তিৎ থুন্ না তা দিৎ থুন্ না।

দুই

তাল ও মাত্রাসহ বিভিন্ন তালের ঠেকা

বিভিন্ন তালের ঠেকা লিপিবদ্ধ করবার আগে, এখানে মাত্রা এবং ঠেকা সম্বন্ধে কিছু বলে নেওয়া ভালো। আগের অধ্যায়ের প্রথমেই তাল-লয় সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। তবলার বোল ইত্যাদি পড়বার সময় বা লেখবার সময় কোন্ বাণীর কতটুকু কাল স্থায়ী হয়, সেটা প্রকাশ করবার জন্য বাণীর মাথায় যে চিহ্ন থাকে লম্বাকারে 'দাঁড়ির' মতো, তাই হলো মাত্রা। মাত্রার চিহ্ন তিন রকম। যেমন—'চন্দ্রবিন্দু' চিহ্নিত (ঁ) মাত্রার তাৎপর্য হলো—আধামাত্রা। গুণের চিহ্নিত (×) মাত্রার তাৎপর্য হলো—সিকিমাত্রা। আর মাথায় 'দাঁড়ি' চিহ্নিত (।) মাত্রার তাৎপর্য হলো একমাত্রা। এছাড়া আর একটা মাত্রা-সঙ্কেতও আছে। সেটা বোলের উচ্চারণের আগে পড়ে। আড়, বড়াড় এবং কুয়াড় বোলের মাত্রা বসাবার সময় এরকম হয়। তখন মাত্রাটা আগে দিয়ে বোল পড়তে হয়। তবলার বা পাখোয়াজের বোল পড়া প্রত্যেকেরই প্রথম থেকে অভ্যাস করা উচিত। কারণ ঠিক ঠিক ঝোঁক এবং ছন্দের সঙ্গে বোল পড়তে না পারলে, তবলায়ও বোল ঠিকমতো উঠবে না। বিলম্বিত, মধ্যগতি, দ্রুত এবং অধিকতর দ্রুত লয়ে বোল পড়া অভ্যাস করা দরকার। একথা বলাই বাহুল্য যে, জিবের আড় না ভাঙলে তবলার বোল সুষ্ঠু এবং সুন্দরভাবে পড়া যায় না। যাঁরা তোত্‌লা, তাঁদের পক্ষে এটা অসম্ভব।

এখন ঠেকার সম্বন্ধে কিছু বলছি। সাধারণতঃ যা সামনে রাখা যায়, তাই ঠেকা। আর এক কথায় বলা যায়—অবলম্বন। যাকে অবলম্বন করে গায়ক বাদক তালে গান গাইতে পারেন, বাজনা বাজাতে পারেন, তাকেও ঠেকা বলা যায়। ঠেকার বাণী সাধারণতঃ নির্দিষ্ট তালের মাত্রা অনুযায়ী এক-একটা করে হয়। অবশ্য কায়দার ঠেকা বলে একটা ঠেকা তবলায় বাজে। সে ঠেকার বাণীগুলি এক-একটা মাত্রার অন্তর্গত হয়। একটা মাত্রার মধ্যে অনেকগুলি অণুবাণী থাকে। এইরূপ ঠেকার সঙ্গে গান গাইলে বা সেতার-সরোদ বাজালে অনেক সময়ে শিল্পীকে বেকায়দায় ফেলে। শিল্পীদের বেকায়দায় ফেলা কোনো শিল্পীরই উচিত না। তবে হ্যাঁ, একক (লহরা) তবলা বাজাবার সময় তবলাশিল্পী তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী দুরূহ বোলবাণী ব্যবহার করতে অবশ্যই পারেন।

তবলায় প্রচলিত ঠেকাসমূহ বিভিন্ন 'পদ'-এ বিভক্ত। তালের চালকে 'পদ' বা 'পদক্ষেপ' বলা হয়। নাট্যশাস্ত্রে মুনি ভরত এই পদকে 'অঙ্গ' বলেছেন। সমপদী ও বিষমপদী, এই দুটি ভাগে তবলায় প্রচলিত ঠেকাগুলি ভাগ করা হয়েছে। যে তালের ভাগ বা অংশ সমান মাত্রায় গঠিত, তাহাকে বলা হয় সমপদী। যে ঠেকার মাত্রার ভাগ

সমান, সেই ঠেকাকে বলা হয় সমপদী ঠেকা। ত্রিতাল (১৬ মাত্রা), একতাল (১২ মাত্রা), আড়াঠেকা (১৬ মাত্রা), তিলোআড়া (১৬ মাত্রা), মধ্যমান (১৬ মাত্রা), ঠুংরী (১৬ বা ৮ মাত্রা), প্রভৃতি। বিসমপদী ঠেকার মাত্রা সমান নয়। যেমন: আড়া চৌতালা (১৪ মাত্রা), যৎ (দীপচন্দ্রিকা) (১৪ মাত্রা), ধামার (১৪ মাত্রা), ঝুমরা (১৪ মাত্রা) প্রভৃতি।

নিম্নে সমপদী ও বিসমপদী তালের ঠেকার বিশদ বিবরণ দেওয়া হলো :—

(১) সমপদী।

(২) বিসমপদী।

(১) সমপদী তালের ঠেকাগুলিকে চতুর্মাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

(ক) ত্রিতাল ১৬ মাত্রা (চতুর্মাত্রিক)
(খ) আড়াঠেকা „ („)
(গ) তিলোআড়া „ („)
(ঘ) মধ্যমান „ („)
(ঙ) কাহারবা ৮বা ৪ „ („)
(চ) ঠুংরী ১৬ বা ৮ „ („)
(ছ) যৎ ৮ „ („)
(জ) একতালা ১২ „ (ত্রিমাত্রিক)
(ঝ) চৌতালা ১২ „ (ত্রিমাত্রিক)
(ঞ) দাদ্‌রা ৬ „ (ত্রিমাত্রিক)

(২) বিসমপদী তালের ঠেকার মাত্রার ভাগ সমান নয়। এই ঠেকাগুলি মিশ্রজাতির ঠেকার অন্তর্গত।

বিসমপদী তালের ঠেকা

(ক) আড়া চৌতালা (১৪ মাত্রা)—ঢিমা, মধ্য এবং দ্রুত লয়ে বাজানো হয়।
(খ) ধামার (১৪ মাত্রা)—মধ্য লয়ে বাজানো হয়।
(গ) যৎ (দীপচন্দ্রিকা) (১৪ মাত্রা)—ঢিমা এবং মধ্য লয়ে বাজানো হয়।
(ঘ) ঝুমরা (১৪ মাত্রা)—ঢিমা লয়ে বাজানো হয়।
(ঙ) ফেরদস্ত (১৪ মাত্রা)—মধ্য লয়ে বাজানো হয়। কখনো বা ঢিমা লয়ে বাজানো হয়ে থাকে।

(চ) **সোয়ারী** (১৪ মাত্রা)—মধ্য লয়ে বাজানো হয়।
(**সোয়ারী তাল**—১৩ মাত্রা, ১৪ মাত্রা, ১৫ মাত্রার হয়)।

(ছ) **ঝাঁপতাল** (১০ মাত্রা) –মধ্য এবং দ্রুত লয়ে বাজানো হয়।

(জ) **সুরফাঁক্তা** (১০ মাত্রা)—মধ্য এবং দ্রুত লয়ে বাজানো হয়।

(ঝ) **জোন্দ** (১১ মাত্রা)—ঢিমা এবং দ্রুত লয়ে বাজানো হয়।

(ঞ) **নবতাল** (৯ মাত্রা)—মধ্য লয়ে বাজানো হয়।

(ট) **রূপক** (৭ মাত্রা)—ঢিমা ও মধ্য লয়ে বাজানো হয়।

(ঠ) **পোস্তা** (৫ বা ৭ মাত্রা)—মধ্য লয়ে বাজানো হয়।

(ড) **তেওরা বা তেওট্** (৭ মাত্রা)—মধ্য লয়ে বাজানো হয়।

(ঢ) **লছমী তাল** (১৮ মাত্রা)—মধ্য লয়ে বাজানো হয়।

(ণ) **আড়া পঞ্চম** („)—ঢিমা ও মধ্য লয়ে বাজানো হয়।

সমপদী তালের ঠেকার বাণী

(১) **ঢিমা বা বিলম্বিত ত্রিতাল** :—(১৬ মাত্রা, ৩টি তাল, ১টি ফাঁক। ৪টি করে মাত্রা নিয়ে এক-একটি তাল)

	+				
	|	|	|	|	
(ক)	ধা	আ	ধাগে	ধিন	
	৩				
	|	|	|	|	
	ধা	আ	ধাগে	ধিন	
	০				
	|	|	|	|	
	ধা	আ	ধাগে	তিন	
	১				
	|	|	|	|	+
	তা	আ	ধাগে	ধিন	ধা ॥

	+			
	|	|	|	|
(খ)	ধা	ধিন	ধিন	ধা

৩
। ধিন । ধাগে । তেরেকেটে । ধিন

০
। না । তিন । তিন । তা

১
। ধিন । ধাগে । তেরেকেটে । ধিন | + ধা ॥

+
(গ) । ধাগে । ধিন । ধিন । ধা

৩
। ধাগে । ধিন । ধিন । ধা

০
। ধাগে । তিন । তিন । তা

১
। তাগেতেটে । ধিন । ধিন । ধা | + ধা ॥

(২) **মধ্যলয় ও দুনী ত্রিতাল :**—(১৬ মাত্রা—৩টি তাল ও ১টি ফাঁক। ৪টি করে মাত্রা নিয়ে এক-একটি তাল)

+
(ক) । ধা । ধিন । ধিন । ধা

৩
। ধা । ধিন । ধিন । ধা

	।	।	।
না	তিন	তিন	তা
১			
।	।	।	। +
না	ধিন	ধিন	ধা | ধা ॥

	+			
	।	।	।	।
(খ)	ধা	ধিন	ধিন	ধা
	৩			
	।	।	।	।
	ত্রেকে	ধিন	ধিন	ধা
	০			
	।	।	।	।
	না	তিন	তিন	তা
	১			
	।	।	।	। +
	ত্রেকে	ধিন	ধিন	ধা | ধা

	+			
	।	।	।	।
(গ)	ধা	ত্রেকে	ধিন	ধা
	৩			
	।	।	।	।
	ত্রেকে	ধিন	ধিন	ধা
	০			
	।	।	।	।
	না	ত্রেকে	তিন	তা
	১			
	।	।	।	। +
	ত্রেকে	ধিন	ধিন	ধা | ধা ॥

দ্রষ্টব্য :– বিলম্বিত, ঢিমা ও মধ্যলয় এবং দ্রুতলয়ের ত্রিতালের ঠেকা মোট ১৬টা মাত্রায় পর্যবসিত। 'সম' নিয়ে ১৭ মাত্রা। সমের আঘাত বা সঙ্কেত হলো 'ধা'। ৪টা মাত্রা নিয়ে এক-একটি তাল গঠিত। সমের চিহ্ন হলো "+"। পাঁচ মাত্রায় ৩য় তাল। নয়

মাত্রায় ফাঁক বা অনাঘাত, চিহ্ন "০" এবং তেরো মাত্রায় ১ম তাল। নিয়ে একটা Diagram-এর সাহায্যে বোঝাবার চেষ্টা করা হলো :—

(ঘ) আড়াঠেকা : —(১৬ মাত্রা, ৩টি তাল, ১টি ফাঁক—মধ্যলয়ে বাজানো হয়।)

+			
।	।	।	।
ধা—	আ	ক্রেধিন	ধা
৩			
।			
ঘে	ধা	ক্রেধিন—	ইন
০			
।	।		
তা-	আ	ক্রেধিন	ধা
১			
।	।		। +
ঘে	ধা	ক্রেত্তিন-	ইন । ধা ॥

(ঙ) **তিলোআড়া**ঃ—(১৬ মাত্রা, ৩টি তাল ১টি ফাঁক, ঢিমালয়ে এবং মধ্যলয়ে বাজানো হয়)

+
। । । ।
ধা, তেরেকেটে ধিন ধিন
৩
। । । ।
ধা, ধা তিন তিন
০
। । । ।
তা, তেরেকেটে ধিন ধিন
১
। । । । +
ধা, ধা ধিন ধিন | ধা ॥

(চ) **মধ্যমান**ঃ—(১৬ মাত্রা, ৩টি তাল, ১টি ফাঁক—ঢিমালয়ে বাজানো হয়)

+
। । । ।
ধা ক্রেধিন ধিন ধা
৩
। । । ।
ধা, তিন তিন তা—
০
। । । ।
ক্রেধিন ধিন ধিন ধা
১
। । । । +
ধা ধিন ধিন ধা | ধা।

(ছ) **কাহারবা**ঃ—(৮ মাত্রা বা ৪ মাত্রা। একটি তাল বা আঘাত। একটি অনাঘাত বা ফাঁক ঃ মধ্য ও দ্রুতলয়ে বাজানো হয়।)

+
। । ০ । +
ধাঘে নাতি তাকধিন নানা কতা | ধা ॥
বা
+ ০
। । । । । । । +
ধা ঘে না তি তা তা ঘে না | ধা

(জ) ঠুংরী :—(১৬ বা ৮ মাত্রা। ৩টি তাল বা আঘাত। ১টি অনাঘাত বা ফাঁক—ঢিমা, মধ্য ও দ্রুতলয়ে বাজানো হয়)

+					
ধা	ধা	গে	ধিন		
৩					
ধা	ধা	গে	ধিন		
০					
তা	তা	গে	তিন		
১				+	
ধা	ধা	গে	ধিন	ধা ॥	(১৬ মাত্রা)

(ঝ) ঠুংরী সেতারখানী :—(১৬ মাত্রা বা ৮ মাত্রা। ৩টি তাল, একটি ফাঁক। মধ্য ও দ্রুতলয়ে বাজানো হয়)

+				৩				
ধা	ধিন	—	ধা	ধা	ধিন	—	ধা	
৪				১				+
ধা	তিন	—	তা	তা	ধিন	—	ধা	ধা ॥

(ঞ) যৎ :—(৮ মাত্রা। ৩টি তাল, ১টি ফাঁক। ২টি করে মাত্রা নিয়ে এক-একটি তাল। ঢিমা ও মধ্যলয়ে বাজানো হয়।)

+		৩		
ধা	ধিন	ধাধা	তিন	
০		১		+
তা	তিন	ধাধা	ধিন	ধা ॥

(ট) **একতাল : ঢিমা বা বিলম্বিত :**—(৪টা তাল, ফাঁক নেই। ১২টি মাত্রায় গঠিত।)

+ ৩ ৪
। । । । । । । । ।
ধিন ধিন ধাগে তেরেকেটে থুন্ না-না না না কৎ তে। ধাগে
১
। । । +
তেরেকেটে ধিন ধা ধা | ধিন ॥

এবং

মধ্যগতি একতালা—(৩টি তাল, ১টি ফাঁক। ১২টি মাত্রায় গঠিত। তিন তিন ছন্দ।)

+ ৩ ০ ১
। । । । । । । । । । । । +
(১) ধিন ধিন ধা ধা থুন্ না কৎ তে ধা ত্রেকে ধেনা ঘেনা | ধা ॥

+ ৩ ০ ১
। । । । । । । । । । । । +
(২) ধা ধিন ধা ধা থুন্ না কৎ তে ধা তেটে ধিন ধা | ধা

দুনী একতাল (৩টি তাল, ১টি ফাঁক। ১২ মাত্রায় গঠিত।)

+ ৩ ০ ১
। । । । । । । । । । । ।
(১) ধিন ধিন ধা ধা থুন্ না কৎ তে ধা ত্রেকে ধিন ধা
+ +
ধা ॥ বা ধিন ॥ (তিন + তিন ভাগ)

+ ৩ ০ ১
। । । । । । । । । । ।
(২) ধি ধি না ধা থু না কৎ তে ধা তেটে ধিন
। +
ধা। ধা ॥

+ ৩ ০ ১
। । । । । । । । । । ।
(৩) ধিন ধিন ধা তেটে থুন্ না কৎ তে ধা তেটে ধিন
। + +
ধা | ধা বা ধিন ॥

(ঠ) **চৌতালা :**—(৪টি তাল বা আঘাত, ২টি অনাঘাত বা ফাঁক। ১২ মাত্রায় গঠিত। সাধারণতঃ মধ্যলয়ে বাজানো হয়।)

+ ০ ৩ ০ ৪ ৫
। । । । । । । । । । । । +
ধা ধা দেন্ তা কৎ তাগে দেন্ তা তেটে কতা গদী ঘেনে | ধা ॥

(ড) দাদ্রা :—(১টি তাল বা আঘাত। ১টি অনাঘাত বা ফাঁক। ৬ মাত্রায় গঠিত।)

```
+             ৩
|    |    |    |    |    |    +
ধা   ধিন  ধা   ধা   থুনা  কতা | ধা।
```

বিসমপদী তালের ঠেকার বাণী

(ক) আড়া চৌতাল :—(৪টি তাল বা আঘাত। ২টি অনাঘাত বা ফাঁক। ১৪টি মাত্রায় গঠিত।)

```
+           ৩   ০   ৪   ০        ৫
|  |        |   |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |
ধিন তেরেকেটে ধি না ধি না কৎ তা তেরেকেটে ধি না ধি ধি না |
+          +
ধা    বা    ধিন ॥
```

(খ) ধামার :—(৩টি তাল বা আঘাত। ৩টি অনাঘাত বা ফাঁক। ১৪টি মাত্রায় গঠিত।)

```
+        ০           ০        ৪        ০
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   +
ক ধে টে ধে টে ধা- আ গ দী নে তেটে কতা গদি ঘেনে | কৎ ॥
```

(গ) ঝুমরা :—(৩টি আঘাত। ২টি অনাঘাত বা ফাঁক। ১৪টি মাত্রায় গঠিত।)

```
+                    ৩                       ০
|    |    |          |    |    |    |        |    |    |
ধিন  ধাগে তেরেকেটে   ধিন   ধিন ধাগে তেরেকেটে  তিন- তাগে তেরেকেটে
|   |   |   |              +       +
ধিন ধিন ধাগে  তেরেকেটে    | ধা  বা  ধিন ॥
```

(ঙ) ফোরদস্ত :—(৫টি আঘাত। ২টি অনাঘাত বা ফাঁক। ১৪টি মাত্রায় গঠিত।)

```
+              ৩            ৪          ৫
|    |         |    |       |    |      |    |
তাগে তেরেকেটে তাগে তেরেকেটে কৎতা তেরেকেটে ধিন  ধা,
০        ৬         ০
|    |    |    |    |    |    +
ধেনা  ঘেনা  ধা,  ঘেঘে  নাগে  ধিন | ধা ॥
```

(চ) সোয়ারী :—(৪টা আঘাত। ফাঁক নেই। ১৪টা মাত্রায় গঠিত।)

+ ৩

ধেন্ ‐ তেরেকেটে ধিনা ধা ; ধিন ধাগে নাগে

৪ ৫

তিন তেরেকেটে তিনা তিনা কৎতা তেরেকেটে

+

ধিনা ধি ধি না | ধা ॥

(ছ) সোয়ারী :—(১৫টা মাত্রায় গঠিত। ৪টা আঘাত। ৪টা ফাঁক।)

+ ০ ৩ ০

ধিন—ধা, ধিন — ধা ; কৎতা ধিন ধিন ধা ধিন ধিন ধা

৪ ০ ৫ ০ +

তিঁ ত্রেকে তিঁনা তিঁনা কৎতা ত্রেকে ধিনা ধি ধি না | ধা ॥

(ছ)* জোড্ তাল :—(২টা তাল বা আঘাত। ৩টা অনাঘাত বা ফাঁক। ১১টা মাত্রায় গঠিত)

+ ০ ৩ ০

ধিন ধা ঘেড়েনাগ তাক ধা কৎ ধাগে তেরেকেটে

০ + +

ধেনা ঘেনা | ধা বা ধিন ॥

(জ) ঝাপতাল বা পাতরা :—(৩টা তাল বা আঘাত। ১টা অনাঘাত বা ফাঁক। ১০টা মাত্রায় গঠিত) :—

+ ৩

ধিন না ধিন ধিন না

০ ১ + +

তিন না ধিন ধিন না | ধা বা ধিন ॥

ঝাঁপতাল : দ্বিতীয় প্রকার :

```
+       ৩
|   |   |   |  |
ধিন  ধা  ধিন ধিন ধা

০      ১
| |  |  |  |    +    |
কৎ তা ধিন ধিন ধা  | ধা বা ধিন ॥
```

(ঝ) সুরফাঁক্তা :—(৩টা তাল বা আঘাত। ২টা ফাঁক বা অনাঘাত। ১০টা মাত্রায় গঠিত) :—

```
+         ০         ৩          ৪        ০
|    |    |      |    |    |     |    |    |   |      +
ধিন  ধা  ত্রেকে  ধিন  ধা  ত্রেকে ধিন  ধা  কৎ তা  | ধা ॥
```

(ঞ) রূপক : —(৭টা মাত্রায় গঠিত। প্রথমেই অর্থাৎ সমের ঘরে ফাঁক। ১টা ফাঁক। ২টা আঘাত) :—

```
০            ১          ২
|    |   |    |   |     |      |    +
তিন তিন তাক  ধিন ধাগে  ধিন  ধাগে | তিন ॥
```

(ট) পোস্তা :—(৫টা মাত্রায় গঠিত। ১টা তাল বা আঘাত। ১টা অনাঘাত বা ফাঁক) :—

```
+             ০
|    |      |    |    |     +
তা  ত্রেকে   ধিন  ধাধা  তিন  | ধা ॥
```

অনেকে এই তালটাকে ৭ মাত্রার তাল বলেন। ৭ মাত্রার তাল হলে এইভাবে

```
             |    |       |    |  |  |    |     +
মাত্রা বসবে :—তা  ত্রেকে   ধিন — ধা ধা  তিন  |  ধা ॥
```

আঘাত এবং ফাঁকের কোন তারতম্য হবে না।

(ঠ) তেওরা বা তেওট :—(৭টা মাত্রায় গঠিত। ৩টা তাল বা আঘাত। ফাঁক বর্জিত) :—

```
+               ১         ২
|    |    |     |    |    |    |   +
ধিন  ধা  ত্রেকে  ধিন  ধা  কৎ   তা | ধা ॥
```

(ড) **আড়াপঞ্চম তাল :**—(১৮টী মাত্রায় গঠিত। ৪ তাল। ৩টী ফাঁক) :—

+ ৩ ০ ৪ ০ ৫ ০
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | +
ধিন তেরেকেটে না, ধি ধি না, নাতুনা কং তে তেরেকেটে ধি না ধি ধি না | ধা ॥

(ঢ) **লছমী তাল :**—[১৫টী তাল ও ৩টী অনাঘাত বা ফাঁক। তালটী ১৮ মাত্রায় গঠিত।]

+ ১ ২ ০ ৩ ৪ ৫ ০ ৬ ৭ ৮ ৯
| | | | | | | | | | - | |
ধা কেটে ধা ধা কেটে তাগ ধা কেটে তাগে নেনা আন্ থুন্

১০ ১১ ১২ ১৩ ১৫ ০
| | | | | | | +
ক্রেধেন তা ঘে - এ গে তেটে গদীঘেনে | ধা ॥

(ণ) **খেমটা তাল :**—(৬টা মাত্রায় গঠিত। ১টী তাল বা আঘাত। একটা অনাঘাত বা ফাক) :—

+ ০
| | | | | | +
ধা গে কং ঘা ধাগে ধিন ধা | ধা ॥

তৃতীয় অধ্যায়

তবলায় উত্থিত বোল-বাণী বা শব্দ

তবলার বোল-বাণী কাল্পনিক। এর কোন অর্থ নেই। তবু, একথা স্বীকার করতে হবে যে, এজাতীয় আদি বোল বাণী হলো সংখ্যায় বারোটা। যথা :—

(১) তাক্কা	(৪) নাংগা	(৭) থুং	(১০) ঘিৎ
(২) ধিক্কা	(৫) তাক্	(৮) নাং	(১১) ঘুং
(৩) থুংঙ্গা	(৬) ধাক্	(৯) তা	(১২) না

এই ১২টা আদি বাণী থেকে অসংখ্য বোলের সৃষ্টি হয়েছে।

সঙ্গীতশাস্ত্রে একথা লেখে—'পরা' 'পশ্যন্তা', 'মধ্যমা' ও 'বৈখরী'—এই চার রকম শব্দ সঙ্গীত বিদ্যায় প্রয়োজন। সঙ্গীত বিদ্যা 'বর্ণাত্মক ও স্বরাত্মক' উভয় সংযুক্ত। পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা আর বৈখরী ঐ দুটো নাদের অন্তর্গত। নাদ্ ব্রহ্ম এবং এই নাদই হলো সঙ্গীতের প্রাণকেন্দ্র। ঐ নাদকে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়েছে ('বর্ণাত্মক' ও 'স্বরাত্মক')। কণ্ঠ, তালু প্রভৃতির অভিঘাত-জনিত নাদ বা শব্দকে 'বর্ণাত্মক' নাদ বা শব্দ বলে। যেমন পুস্তকাদি পাঠ করা। আর বস্তুতে অন্য বস্তুর অভিঘাতে যে নাদ বা শব্দ উৎপন্ন হয়, তাকে বলে 'স্বরাত্মক'। কাজেই দেখা যাচ্ছে, সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করতে হলে, সঙ্গীত সম্বন্ধে পুস্তকাদি অধ্যয়ন করাও বিশেষ প্রয়োজন। বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে স্বর (শব্দ) যোগে সাধনা করে যন্ত্রের সঙ্গে ঐক্য বা সমতা স্থাপন করলে বা স্বরের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিলে গেলে তাকে স্বরাত্মক সাধনায় সিদ্ধ বলা হয়। এই হলো আমাদের সঙ্গীত শাস্ত্রের কথা।

আমাদের দেশে বহু খ্যাতিমান তবলার ওস্তাদ জন্মেছেন, যাঁরা ঐ দুটি নাদ্‌কে একনিষ্ঠভাবে সাধনা ক'রে তবলা বাদ্যযন্ত্রের এক গৌরবময় ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছেন। বর্ত্তমানেও এমন সব খ্যাতিমান ওস্তাদ আছেন, যাঁরা তাঁদের পূর্বপুরুষদের সাধনার পথকে অনুসরণ ক'রে, তবলার ক্রিয়াত্মক এবং ঔপপত্তিক্ ধারাকে অধিকতর উজ্জ্বল করে তুলেছেন। এই ক্রিয়াত্মক ভূমিকার মধ্যে আছে—তবলার জন্যই নির্দিষ্ট বহুসংখ্যক 'বাণী' বা বর্ণ। তবলার নূতন বোল সৃষ্টি করতে গেলে সেই নির্দিষ্ট বাণী বা বর্ণের সহায়তা অপরিহার্য। পাখোয়াজেরও বহু বাণী তবলায় গ্রহণ করা হয়েছে। এটা করা হয়েছে তবলারই উন্নত ধরনের বাদনশৈলীর জন্য।

নিম্নে কতকগুলি বাণী বা বর্ণ লিপিবদ্ধ করছি, যেগুলি তবলার হাতে বাজাতে অপরিহার্য। অর্থাৎ এইগুলি একক বা পৃথক পৃথক ভাবে তবলার বিভিন্ন বোলের মধ্যে থাকেই :—

(১) ধা, (২) ধিন, (৩) তা, (৪) তিন, (৫) না, (৬) তেরে, (৭) তিটে, (৮) তেরেকেটে, (৯) তেটে, (১০) তিটে, (১১) তিরকিট্, (১২) ঘে, (১৩) ধিন্, (১৪) দিন, (১৫) দিংনাড়ানে, (১৬) ঘেন্ নেড়ানে, (১৭) ঘেন্ তেনান, (১৮) ঘেন্ তেনানে, (১৯) দেৎ, (২০) কত্তানে, (২১) কত্তান, (২২) দেৎ কত্তানে, (২৩) তাংঘড় ধা, (২৪) দীংঘড় ধা, (২৫) তাকিটি ধা, (২৬) তাকেটে, (২৭) তাকেটে ধা, (২৮) ঘেন্, (২৯) ঘেরেঘেরে, (৩০) ঘেরেঘেরে কেটেতাক, (৩১) থুন্ (৩২) থুন্ না, (৩৩) দিন্ না, (৩৪) কেটেতাক, (৩৫) তাক, (৩৬) তাকক্রাণ, (৩৭) ক্রাণ, (৩৮) ঘেড়ান্ বা ঘ্রাণ (৩৯) কেড়ান ধা ক্রাণ, (৪০) ধাগে, (৪১) তাগে, (৪২) নাগে, (৪৩) ঘেটে, (৪৪) ঘেটেঘেটে, (৪৫) ঘেটেতেটে, (৪৬) গদীগুতা, (৪৭) গেদেৎতাঁড়, (৪৮) নাংঘড়, (৪৯) গদীঘেনে (৫০) কত্তা, (৫১) তেটেকত্তা, (৫২) কত্তাকত্তা, (৫৩) কত্তাক, (৫৪) দীকৃকিট্, (৫৫) তাধা, (৫৬) কৎ, (৫৭) ঘেরে-ঘেরে কৎ, (৫৮) তাকিটি তাকিটি কিট্, (৫৯) দুমকেটে তাক, (৬০) দুমাকেটে, (৬১) গদীতেটে, (৬২) তেৎ, (৬৩) তিৎ, (৬৪) ক্রেধিন্, (৬৫) ঘেড়ে, (৬৬) ধাধিন ধা, (৬৭) কা, (৬৮) ধিনা, (৬৯) গেদেৎ তাঁড়, (৭০) ধাগৎ, (৭১) ধাড়, (৭২) ধাগেনে, (৭৩) ধাগে না, (৭৪) ধাতি, (৭৫) তাতি, (৭৬) ঘেনা, (৭৭) ধিনা, (৭৮) তিনা, (৭৯) কিনা ধা কেনা, (৮০) ক্রেধা, (৮১) ক্রেধাতেটে, (৮২) কেড়েনাগ ধা কেড়েনাক, (৮৩) তিগনাগ, (৮৪) দেনেতাগ, (৮৫) দেনেতাক, (৮৬), তিরি ধা (৮৭) তিরি ধা তেরে, (৮৮) ধানে, ধা ধা-আনে, (৮৯) ধান্, (৯০) ঘেটে, (৯১) কঘেটে, (৯২) তাকেড়েনাগ, (৯৩) নাতেটে, (৯৪) দীন্ নাগেতেটে, (৯৫) ক্রেধাতেটে, তাগেতেটে, (৯৬) কেটেতাক থুন্, (৯৭) কেটেতাক থুন্ তা তেরেকেটে তাক, (৯৮) নাগড়, (৯৯) তাঘেন্নে, (১০০) ঘেৎঘা বা দেৎঘা, (১০১) ক্রেঘেৎ, (১০২) ঘেরান্নে, (১০৩) তেরেন্নে, (১০৪) তান্, (১০৫) তা আনে, (১০৬) ঘেরেঘেরে কৎ, (১০৭) ঘেনাগ্ ধা ঘেনাক্, (১০৮) ঘেঘে, (১০৯) কেকে, (১১০) তাকৎ, (১১১) তাক্কা, (১১২) দিড়িতাক, (১১৩) দিংরড় ধা, (১১৪) ধাদীংরড়, (১১৫) ধাতেৎ, (১১৬) তাতেৎ, (১১৭) ঘেনেনে, (১১৮) ঘেনে, (১১৯) নানা নানা, (১২০) ক্রেঘেৎ, (১২১) তেনে, (১২২) কেনে, (১২৩) নাগেনা বা নাগেনে, (১২৪) ক্রিমিন্, (১২৫) তাকিটি ধা বা তাকিটি ধাড়, (১২৬) ত্রেকে, (১২৭) তাঁগা, (১২৮) নাগড়, (১২৯) কত্তাক্ ঘেৎতা, (১৩০) তিক্ ঘেনান, (১৩১) ধিনাগ, (১৩২) তিনাগ, (১৩৩) দেন দেন, (১৩৪) নাকেটে নাকেটে, (১৩৫) নাগদেৎ, (১৩৬) কেটেতাক তাঁ, (১৩৭) তাধা, (১৩৮) কেড়ে থুন্ না, (১৩৯) ঘেনেঘেনে, (১৪০) তেকে কেনে, (১৪১) কতেটে তাগেনে, (১৪২) ক্রেধানে ধানে ধা, (১৪৩) ধাকেটে তাকধিন, (১৪৪) কত্তাকতিন, (১৪৫) তিন, তা কেনেতিন, (১৪৬) ঘেনাগ ধাধিন না, (১৪৭) ত্রেকে দেৎ, (১৪৮) তেরেকেটে দেৎ, (১৪৯) দেৎ দেৎ ত্রেকেটে তাক,

(১৫০) কেড়েধেৎ ধা, (১৫১) কেড়ে গদীঘেনে, (১৫২) ত্রেকে ধেৎ বা ধেরেকেটে ধেৎ, (১৫৩) ঘিন্-ধেধা, (১৫৪) তিতাক ধিন, (১৫৫) ধিধিনা, (১৫৬) নাগেতিটে ক্রাণ, (১৫৭) তিটে ক্রাণ, (১৫৮) কত্তি কেড়েনাক, (১৫৯) ধাত্তেরেকেটে ধেত্তেটে, (১৬০) ধা ত্তেরেকেটে তাক ধেরেধেরে কেটেতাক, (১৬১) ধাত্তেরেকেটে ধেরে—ধেরেধেরে ঘেড়েনাগ, (১৬২) ঘেড়েনাগ দেনেতাক, (১৬৩) ধেরেধেরে কৎ, (১৬৪) কৎ ধেরেধেরে কৎ, (১৬৫) কৎ কৎ ধেরে ধেরেকেৎ, (১৬৬) তধা, (১৬৭) ঘেনাড় ধাড় ধা, (১৬৮) ঘেড়েনাগ ঘেনেতাগ, (১৬৯) তাক্ থু—নাকেটে তাক, (১৭০) তাধা, ইত্যাদি।

তবলার উপরি-উক্ত বাণীগুলি তবলিয়াদের পক্ষে খুবই দরকার। এছাড়া আরো বহু বাণী আছে। সেসব এখানে লিপিবদ্ধ করা চলে না। করতে গেলে তিন খণ্ডে একখানা পুস্তক রচনা করতে হয়। সেটা যখন সম্ভব নয়, সেইজন্য এই বাণী নিয়ে আর অগ্রসর হওয়া সমীচীন নয়। আর উপরি-উক্ত সমস্ত বাণীর যদি হস্তপাড় এখানে দেখাতে হয়, তাহলেও এরজন্য শতাধিক পৃষ্ঠা লাগবে। কাজে কাজেই, সেটাও এখানে সম্ভব নয়। তবে যেসব বাণীর 'হস্তপাড়' তবলা শিক্ষার্থীর পক্ষে অপরিহার্য, সেইগুলি বিবেচনা করে এখানে যথাসাধ্য লিপিবদ্ধ করছি। ভাষার সাহায্যে তবলা-পাখোয়াজের বোল-বাণীর ছন্দ ঠিকঠিক বোঝানো দুরূহ ব্যাপার। বিশেষ করে সুকঠিন চৌপল্লী এবং চক্রদার বোলগুলি এই গণ্ডীর মধ্যে পড়ে। তবলা বাজানোর ছন্দ শুনে সোজা কিছু কিছু বোল-বাণী নকল করা যায়। কিন্তু নানাপ্রকার ছন্দ মিলিয়ে যেসব বোল আছে, তা শুনে নকল করা একরকম অসম্ভব। এইজন্য পুস্তকের সঙ্গে সঙ্গে গুরুরও প্রয়োজন হয় বলেই আমার ধারণা। আর যাঁরা সুদীর্ঘ কাল ধরে তবলা বাজিয়ে আসছেন, তাঁদের পক্ষে নূতনত্বের সন্ধানে এই বিষয়ে পুস্তক পড়া নিতান্তই দরকার।

যাহ'ক, তবলার প্রথম শিক্ষার্থীদের জন্য যতটুকু দরকার, ততটুকুই এখানে উল্লেখ করছি। ভাষার মাধ্যমে তবলার 'হস্তপাড়' নির্ণয় করা রীতিমত কঠিন কাজ। তবু যথাসাধ্য প্রচেষ্টা করছি।

তবলা এবং বাঁয়ার হস্তপাড়

ছোট ধা, তা, তাক এবং বড় ধা ও তা:—দক্ষিণ হস্তের তর্জনীর উপরিভাগের সাহায্যে তবলায় এবং বামহস্তের মধ্যমা বা তর্জনীর উপরিভাগের সহায়তায় বাঁয়ায় এক সঙ্গে আঘাত করলে ছোট "ধা" বাণীটী বাজবে। তবলার সাদা স্থানটীর সংলগ্ন নিচের দিকে যে সরু পটী থাকে, তাকে কিনারে বা কাণি বলে। মাঝখানে থাকে কালো রঙের গাব। তবলায় দক্ষিণহস্ত রাখার একটা নিয়ম আছে। হাতটা এমনভাবে রাখতে হবে, যাতে দক্ষিণহস্তের মধ্যমাটী ঈষৎ উঁচু হয়ে থাকে। অনামিকা এবং কনিষ্ঠা-অঙ্গুলি

কখনোই তবলা থেকে উঠবে না বা ফাঁক হয়ে কনিষ্ঠ অঙ্গুলি তবলা থেকে বেরিয়ে আসবে না। অনামিকার অগ্রভাগে ঈষৎ চাপ দিলেই দক্ষিণ হস্তের তর্জনী আপনা থেকেই ঈষৎ উঁচু হয়ে থাকবে। দক্ষিণ হস্তের তর্জনীর মাথা দিয়ে তবলার কাণিতে আঘাত করলে এবং সঙ্গে সঙ্গে বামহস্তের মধ্যমা বা তর্জনীর অগ্রভাগ দিয়ে (নখ না লাগে) আঘাত করলেই ঐ ছোট "ধা" বাণীটা বাজবে। ছোট ধা-র আওয়াজ কম ও মোলায়েম। কায়দা, রেলা, চলন, পেস্কার প্রভৃতিতে এই ছোট "ধা"-র ব্যবহার খুব বেশী হয়। ছোট "তা" তবলায় তুলতে হলে উপরি-উক্ত পদ্ধতিতে তুলতে হবে, শুধু এতে বাঁয়ার সহযোগিতার প্রয়োজন হয় না। ছোট "তাক" তবলার হাতে তর্জনীর সাহায্যে শুধু কাণিতে বাজবে।

এবার বড় "ধা" এবং বড় "তা"-র কথায় আসছি। বড় "ধা" এবং বড় "তা" সাধারণতঃ "গৎ", "গৎ-পরণ", "পাল্লাদার-গৎ", "চক্রদার" এবং "টুকরাদিতে" প্রয়োজন হয়। বড় "ধা" তবলায় তুলতে হলে উপরি-উক্ত প্রণালীতে তুলতে হবে। শুধু দক্ষিণ হস্তের (তবলার হাত) তর্জনীর অগ্রভাগের স্থানে তর্জনীর দ্বিতীয় পর্বের উপর দিয়ে আঘাত করতে হয়। এছাড়া দক্ষিণ হস্তের অনামিকা এবং তর্জনীর অগ্রভাগের সামান্য একটু স্পর্শে বড় "ধা" তবলায় শোনা যায়। বড় "তা"-এর ক্ষেত্রে ঐ একই প্রণালী। শুধু বাঁয়া বাজবে না। তবলায় "না" এবং "না-না" ও "না-না-না-না" বাজাতে হলে, ছোট "তা" যেমন করে তুলতে হয়, ঠিক সেই ভাবেই তুলতে হবে।

ধিন, ধী, ধেন, ঘেন, তিন, ঘে, তেন, ঘিন, ছোট "**ধিন**" ও ছোট "**তিন**" :—দক্ষিণ হস্তের তর্জনীর দ্বিতীয় পর্বের সংস্পর্শে তবলায় এবং বাম হস্তের তর্জনী বা মধ্যমার অগ্রভাগের সাহায্যে বাঁয়ার উপর একসঙ্গে আঘাত করলে "ধিন" বা "ধী" এবং "ধেন" বাণী বাজবে। "তিন" ও "তেন" বাজাতে হলে তবলার হাতেই বাজাতে হবে এবং সেক্ষেত্রে বাঁয়ায় কোন আঘাত করা হবে না। অর্থাৎ বাঁয়া বাজবে না। তবলার হাতে শুধু বাজাতে হবে—যেমন বড় "তা" বাজানো হয়। "ঘেন্" বা "ঘিন্" বাজবে শুধু বাঁয়ায়-মধ্যমা বা তর্জনীর অগ্রভাগের সাহায্যে। "ঘেন" ও "ঘিন" বাজাবার সময় বাঁয়ার রেশ টানতে হবে। শুধু "গুপ্" করে একটা আওয়াজ বার করলেই চলবে না। "ঘে" বাণীটাও বাজবে ঐ ভাবে। ছোট "ধিন" বাজবে তবলার হাতে তর্জনীর অগ্রভাগের সাহায্যে এবং বাঁয়ার হাতে মধ্যমা বা তর্জনীর অগ্রভাগের সাহায্যে দক্ষিণ হস্তটা তখন তবলার ডানদিকে ঈষৎ ঘুরিয়ে বাজাতে হবে। এবং তখন দক্ষিণ হস্তের তর্জনীর অগ্রভাগ তবলার গাবের কিনারায় স্পর্শ করে যাবে।

ধে, তেরেকেটে, তেরেকেটে, তিরকিট্ বা তিরকিট্ বড় তাক্, কৎ, কা, তাগে, ধাগে ও ঘেঘে :—তবলায় দক্ষিণ হস্তের তর্জনীর অগ্রভাগের সাহায্যে গাবের মধ্যস্থলে ধা

কিনারায় এবং সেই সঙ্গে বাঁয়ার উপর বাম হস্তের তর্জনী বা মধ্যমার দ্বারা আঘাত করলে "ঘে" বাণীটা উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ হস্তের মধ্যমার সাহায্যে তবলার গাবের উপরিভাগে (মধ্যস্থলে) আঘাত করলে "তে" বাণী উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ হস্তের তর্জনীর দ্বারা তবলার গাবের উপরে (মধ্যস্থলে) আঘাত করলে "রে" বা "টে" বাণী উৎপন্ন হয়। বামহস্তের সাহায্যে বাঁয়ায় মোড়া অর্থাৎ বামহস্তের চেটো খুলে দিয়ে এবং বাঁয়ার গাব স্পর্শ করে আঘাত করলে "কে" বা "কৎ" বা "কা" বাণী উৎপন্ন হয়। ঐভাবে "তেটেকেটে" বাণীটাও উৎপন্ন হবে। "তেরকিট্" বাজাতে হলে "তেরে" বা "তেটে ঘে" যেভাবে বাজাবার পদ্ধতি উপরে দেখিয়েছি, সেই ভাবেই বাজবে। "তিরকিট"ও তাই। "তাগে" বাণীটা উৎপন্ন হয় তবলার হাতে, তর্জনীর দ্বারা তবলার কিনারায় আঘাত করলে। এর সঙ্গে বাঁয়ার হাতের (বাম) মধ্যমা বা তর্জনীর অগ্রভাগ দিয়েও আঘাত করতে হবে। "ধাগে" বাণীটা উৎপন্ন করতে গেলে উপরি-উক্ত প্রণালীতে তবলা এবং বাঁয়ায় যুগপৎ শব্দ করতে হবে। "গে" বাজবে, যেমন "ঘে" বাণীটা বাজাতে হয়। বড় "তাক" উৎপন্ন করতে গেলে শুধুমাত্র দক্ষিণ হস্তের পাঁচটা আঙুল সংলগ্ন করে তবলার গাবের উপর আঘাত করা দরকার। "ঘেঘে" বাণীটা বাজাতে হ'লে বাঁয়ার হাতে বাজাতে হয়। তখন প্রথমে ব্যবহার করা হবে বামহস্তের তর্জনী এবং পরেই ঐ হস্তেরই মধ্যমা।

ধেরেধেরে, তেরেতেরে, তেটেতেটে, ধেটেধেটে, ক্রেধা, তেটেকতা, গদীঘেনে, ক্রেধিন: —"ধেরেধেরে" বাণীগুলি বাজাতে হলে তবলা এবং বাঁয়ার একসঙ্গে ব্যবহার হয়। দক্ষিণ হস্ত (চেটো) তবলার গাবের উপর দিয়ে আস্তে আস্তে সর্পিল গতিতে ঘোরাতে ঘোরাতে একেবারে তবলার কিনারার (উপর দিকে) নিয়ে যেতে হয়। এর সঙ্গে বাঁয়ার সাহায্য দরকার। মাত্র একটা গুপোর আওয়াজ দরকার। গুপো বলে বাঁয়ার খোলা আওয়াজকে। এখানে ২টী ধেরেধেরে আছে। ৪টী "ধেরেধেরে"-র ক্ষেত্রেও মাত্র একটা বাঁয়ার গুপোর কাজ হবে। "তেরেতেরে" বাণীটা বাজাতে গেলে ধেরেধেরে-র মতোই হাতে বাজাতে হবে। তবে সেক্ষেত্রে বাঁয়া বাজবে না। ছোট "ধেরেধেরে" বাজবে তবলার গাবের মাঝখানে দক্ষিণ হস্তের চারটী-যুক্ত আঙুলের সাহায্যে। একটী মাত্র বাঁয়ার গুপো ব্যবহৃত হবে। "তেরেতেরে" বাণীটাও দু'ভাবে বাজানো যায়। "ধেরেধেরে"-র মতো, —শুধু বাঁয়া বাজবে না। ছোট "তেরেতেরে" বা "তেটেতেটে" তবলার হাতে শুধু তবলায়ই বাজবে। তবলার গাবে তবলার হাতে "তাক" তারপর তবলার হাতের তর্জনীর অগ্রভাগ দিয়ে গাবেই আঘাত করতে হবে। তখন বাজবে "টে" বাণীটা। দু'-আঙুলেও "তেরেকেটে" বা "তেটেকেটে" বাজানো হয়। তখন তবলার গাবের উপর দক্ষিণ হস্তের প্রথমে মধ্যমা, পরে তর্জনীর আঘাত, পরে বাঁয়ায় বামহস্তের সাহায্যে "কে" তারপর আবার মধ্যমার

সাহায্যে তবলার গাবে আঘাত। এই ভাবে ছোট "ঘেরেঘেটে" বা "ভেটেঘেটে" বাজবে। "ধেটেধেটে" বাজবে তবলায় "ধেরেধেরে"-র মতো। ছোট "ধেরেধেরে" যেভাবে বাজানো হয়, সেই ভাবেই বাজবে। "ক্রেধা" অর্থাৎ "কেটে+ধা"। বাঁয়ায় "কে" তবলায় "টে" তারপর কাণি বা সুরের বাবড় "ধা"। "কত্তা" = বাঁয়ায় "কৎ" তবলায় সুরে "ত্তা" বা কাণিতে ছোট "ত"। "গদী ঘেনে" = বাঁয়ার গুপোয় "গ" তবলায় দক্ষিণ হস্তের যুক্ত আঙুলে তবলার খোলা জায়গায় "দীন" বা "ধিন"। তারপর বাঁয়ায় গুপোতে "ঘে" এবং পরেই তবলায়, তবলার গাবে "নে"। "নে" বাজাতে হলে, দক্ষিণ হস্তের দ্বারা "ত্তাক"-এর মতোই তবলার গাবে আঘাত করতে হবে। "ক্রেধিন" = "কেটে + ধিন"। "কেটে" ও "ধিন" যে পদ্ধতিতে বাজাতে হবে, তা পূর্বেই উল্লেখ করেছি পৃথকভাবে।

বড় থুন্নাকত্তা, ছোট থুন্নাকত্তা, তিৎ, তেৎ, তিট্, কিট্, ক্রেধানে, ধানে, ধাত্তি, ধাগেনে, ধুমাকেটে, ঘেনাত্তেটে, ঘেনে, ঘেনে, ত্তেনে, কেনে, ঘেড়েনাগ, দেনেত্তাগ, তিগনাগ, ঘিনত্তেড়ান, বা ঘেনতেলান :—"বড় থুন্নাকত্তা" = তবলার হাতে (ডান হাতে) "দীন"-এর মতো প্রথমে, পরে তর্জনীর অগ্রভাগের সাহায্যে "না", তারপর বাঁয়ায় কৎ (ক) এবং পরে তবলায় (ডান হাতের) তর্জনীর সাহায্যে "ত্তা"। "ছোট থুন্নাকত্তা" = তবলায় ডান হাতের তর্জনীর সাহায্যে সুরে "থুন্" এবং পরে ঐ তর্জনীর সাহায্যে তবলার কাণিতে "না"। "তিৎ" = তবলার গাবের মধ্যভাগে ডান হাতের মধ্যমার সাহায্যে আঘাত করলে এই বাণী বাজবে। "তেৎ" = তবলার গাবের নিচের কিনারায় ডানহাতের চারিটী আঙুল যুক্ত করে আঘাত করলে "তেৎ" বাণী উৎপন্ন হবে। "কিট্" বাণীটাও ঐভাবে উৎপন্ন হবে। "তিট্"ও ঐ প্রকার। "ক্রেধানে" = কেটে + ধানে। বাঁয়ায় "কৎ", তবলার গাবে "টে", পরে সুরের "ধা" তবলায় এবং এর পরে তবলায় গাবের উপরে "নে"। "ধা-নে" = তবলায় সুরে "ধা" ও গাবে "নে"। "ধাত্তি" = ধা + ত্তি = তবলায় ডান হাতের তর্জনীর সাহায্যে কিনারায় আঘাত করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে বাঁয়ায় বাম হাতের মধ্যমার সাহায্যে গুপোর কাজ। একসঙ্গে তবলা ও বাঁয়ায় ঐভাবে আঘাত করলে "ধা" বাণীটী উত্থিত হবে। "ত্তি" = ডানহাতের মধ্যমার দ্বারা তবলার গাবে আঘাত করতে হবে। "ধাগেনে" = ধা + গে + নে। তবলায় "ধা", বাঁয়ায় "গে" ও তবলার গাবে ডানহাতের মধ্যমার আঘাতে "নে"। "ত্তাগেনে" বাজাতে হ'লে প্রথমে শুধু তবলার সুরে ডানহাতের দ্বারা বড় "ত্তা" পরে আগের মতোই হাত ফেলার পদ্ধতি। "ধুমাকেটে" = ঘেনা + ত্তেটে। "ঘেনাত্তেটে" বাজাতে হলে যেমনভাবে তবলা ও বাঁয়ায় হাত ফেলা দরকার, সেইভাবে হাত ফেলতে হবে।

"ঘেনে"—ঘে+নে। তবলা ও বাঁয়ার সংযোগে "ঘে", পরে শুধু তবলায় "নে"। "তেনে"—তবলার গাবে তেটের মতো। তবলার কিনারায় "তেনে" ও "ঘেনে" বাজে। তখন সূক্ষ্ম হাত দরকার হয়। "ঘেনে"—ঘে+নে। বাঁয়ার গুপোতে "ঘে" এবং তবলার গাবে "নে"। "কেনে"=কে+নে। বাঁয়ায় "ক" (কৎ) এবং তবলার গাবে "নে"।

"ঘেড়েনাগ"=ঘে+ড়ে+না। বাঁয়ার গুপোতে "ঘে", তবলার গাবে ডানহাতের যুক্ত আঙ্গুলে "ড়ে" এবং পরে আবার তবলার কাণিতে "না"। "দেনেতাগ"=দে+নে+তা। তবলার ও বাঁয়ার একত্র সংযোগে বাজবে। ডানহাতের তর্জনীর আঘাত প্রথমে পড়বে তবলার গাবের কিনারায়, পরে ডানহাতের মধ্যমা ও অনামিকা একযোগে পড়বে তবলার গাবে। এরপর ছোট "তা"।

তিগনাগ=তি+না। ছোট থুন্নার মতো বাজবে। "ঘিন তেড়ান"=ঘিন্+তে+না। "ঘিন" বাজবে বাঁয়ার গুপোতে। "তে" বাজবে তবলার গাবে। "ড়া" বাজবে তবলার কাণিতে। "নে" বাজবে তবলার গাবে পুরো হাতে। "ঘেন্‌তেলান="ঘিন্‌তেড়ান"= "ঘিন নেড়ান" বা "ঘেন নেড়ানে"।

"ক্রাণ" বা "কেড়ান", "ধ্রাণ" বা ঘেড়ান, "ধাগৎ" "দীকৃকিট", "তাকিটি ধাড়" বা "তাকিটি ধা", "গদেৎ", "তাঁড়", "দিং নেড়ান" :—"ক্রাণ"=কেড়ান। তবলা ও বাঁয়ার একসঙ্গে খোলা আঘাতে (কৎ+বড় তা) ঐ বাণী বাজবে। "ধ্রাণ"="ঘেড়ান"। ঘে+বড় তা। বাঁয়ায় "ঘে" এবং তবলায় সুরে "তা"। "ধাগৎ"="ধা"+"গে" (জোরে আঘাত)। "দীকৃকিট্"="তাক"+"ঘে"। তবলার গাবে সজোরে "তাক্" বাজিয়ে পরে (সঙ্গে সঙ্গে) বাঁয়ার গুপোর সাহায্যে "ঘে" বাজাতে হবে। "তাকিটি ধাড়" বা "তাকিটি ধা"। "তাক"+"কৎ"+তাক" তবলার সুরে "ধা" (বড় "ধা")। "গদেৎ"="ঘে"+"তাক" +বড় "তা"। "তাঁড়"=তবলায় বড় বা সুরের "তা"। "দিং নেড়ানে"=তবলার গাবে "দিং", গাবে নে এবং ড়ানে। এর সঙ্গে বাঁয়াও বাজবে।

চতুর্থ অধ্যায়

তবলার বাণীর পরিভাষা

তবলায় বাজে, সেরকম কিছু কিছু বিশেষ ধরনের বোল অর্থাৎ বাণীর বিভিন্ন প্রকার নাম আছে। সেগুলোকে তবলার পরিভাষা বা টেক্‌নিক্যাল নাম বলা যেতে পারে। যেমন, (১) পেস্কার, (২) চলন, (৩) কায়দা, (৪) গৎ (বিস্তার সহ), (৫) গৎ (যার বিস্তার নেই), (৬) উঠান, (৭) সেলামী, (৮) নিকাশ, (৯) ঠেকা, (১০) টুক্‌রা (১১) মুখোড়া (১২) মহড়া, (১৩) তোড়া (১৪) পাল্লাদার গৎ (ত্রিপল্লী, চৌপল্লী), (১৫) রিলা, (১৬) লগনা (১৭) লগনা রেশ, (১৮) দ্বিপদী গৎ, (১৯) ত্রিপদী গৎ, (২০) চতুষ্পদী গৎ, (২১) চক্রদার, (২২) ঠেকার বাট (ঠেকার পালট), (২৩) দম্‌খম্ টুক্‌রা (যে টুকরার তেহাইয়ে ধা মারার পর দম নিতে হয় বা থামতে হয়), (২৪) বেদম টুক্‌রা (যে টুক্‌রার তেহাইয়ে ধা মারার সময় কোনো রকম বিরাম চলে না), (২৫) বেগর কিটি (যে বোলে "কেটে" থাকে না), (২৬) বিলকুল তিটে (যে টুক্‌রা বা গৎ-এর বোলে "তিটে" বাণীর প্রাধান্য থাকে) (২৭) সাৎ (যা সঙ্গে সঙ্গে যায় সঙ্গত করবার সময়), (২৮) দুধারা (যে বোলের মধ্যে দুটি বোল আছে), (২৯) ফরদ্ (৩০) নিরল ধা (যে বোলে অনাঘাতে "ধা"-এর প্রাধান্য) ইত্যাদি।

অপরাপর পারিভাষিক শব্দ, যা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে সর্বদা প্রয়োজন :

(ক) সম—তালের ৪টা গ্রহের মধ্য 'সম' গ্রহই আসল। 'সম' থেকেই ঠেকা ইত্যাদি ধরতে হয়। 'সম' অর্থে বিরাম। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে 'সম'-ই হ'লো প্রধান।

(খ) তাল বা তালি—লয়ের এবং মাত্রার সমষ্টিগত ভাগ।

(গ) ফাঁক বা অনাঘাত বা খালি—কোনো আঘাত বা তাল পড়ে না।

(ঘ) মাত্রা—তালের মধ্যে সময় বা কালের মাপ।

(ঙ) লয়—সঙ্গীতে গতির সমতা রক্ষা করা। লয় সাধারণতঃ তিন প্রকার—ঠায়, মধ্য ও দ্রুত।

(চ) আবর্তন বা আর্ত্তন—একটা "সম" ঘুরে এসে আর একটা "সম"। অর্থাৎ নির্দিষ্ট তালের ঠেকার সব ক'টা মাত্রা ঘুরে এসে এক 'সম' থেকে অন্য 'সমে' আসা। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে 'সম' হলো আসল। ঠিকমতো 'সম' দেখালে সঙ্গীতের মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। অনেক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী আছেন, যাঁরা 'সম' ছাপিয়ে যান। এটা কোনো

কাজের কথা নয়। এর মধ্যে কোনো সম্মান বৃদ্ধির কারণ নেই। উপরন্তু 'সম' ছাপিয়ে গেলে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।

(ছ) পদ—তালের ভাগ।

(জ) জাতি—তালের বিভাগ।

তবলা ও বাঁয়ার অবয়বের বিবরণ

সপ্ত সুর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে আছে। তবলায়ও ঐ সপ্ত সুর আছে। তবে সেই সুরের যে কোনো সুরে তবলা বেঁধে নিতে হয়। তবলার সুর বাঁধার কয়েকটা প্রচলিত নিয়ম আছে। সেই নিয়মগুলি পরে বলছি। কিন্তু তার আগে তবলার বিভিন্ন অংশের কোন্‌টাকে কি বলে, তা একেবারে নূতন শিক্ষার্থীর জানা দরকার বলেই আমার ধারণা।

তবলার খোল আগে যে ধরনের ছিল, আজকাল তার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আগে তবলার খোলের খাড়াই যেমন একটু বেশী ধরনের ছিল, মুখও ছিল সেই অনুপাতে বড়। প্রায় ৬ ইঞ্চি—সাড়ে ৬ ইঞ্চির মতো। তখন তবলা পঞ্চমের সুরে বাঁধা হ'ত, এখনকার মতো সি সার্পের সুরে, ডি সার্পের সুরে বাঁধা হ'ত না। তবলা নানারূপ কাঠের তৈরী হয়। মানে, খোল হয় কাঠের। নিম, কাঁঠাল, খয়ের, চন্দন, আম, শিশু এবং আসামী চন্দন কাঠে তবলার খোল তৈরী হয়। এছাড়া বিজয়সার গাছের খোলও হয়।

যা হ'ক তবলার চেহারা হ'ল এই রকম :—

(১) কাঠের খোল, (২) মুখ গোল করে কাটা, (৩) কাটা মুখের উপর ছাউনী, (৪) ছাউনী আজকাল বোম্বাই। ৪৮ ঘাটে ছাওয়া। পাকড়ীতে বাঁধা ছাউনী। (৫) মাঝখানে কালো রঙের গাব। (৬) সমস্ত ছাউনীকে বলে "ভালা", ছাউনী হয় ছাগলের চামড়ার। সাদা চামড়ার ছাউনী। আলাতালার ছাউনীও হয়। এ ছাউনী সাদা হয় না। মোটা চামড়া। রেওয়াজের পক্ষে ভালো। কানিকে বলে কিনারে। ছাউনীর সঙ্গে যুক্ত থাকে ছোড়্‌ এবং গুলি। গুলি থাকে ৮টা। আগে সুঁন্দরী কাঠের গুলি হ'তো। এখন পেয়ারা কাঠের গুলি দেওয়া হয়। কখনো বা এই সব কাঠের অভাবে অন্য কাঠেরও গুলি তৈরী করা হয়।

তারপর বাঁয়ার কথা বলছি। বাঁয়া থাকে সাধারণতঃ বাঁ দিকে। এইজন্য একে বাঁয়া বলে। তবলা থাকে সাধারণতঃ ডানদিকে। এজন্য একে ডাইনেও বলে। অনেকে আবার বাঁ হাতে তবলা বাজান, আর বাঁয়া বাজান ডান হাতে। তবে সেটা ব্যতিক্রম। সাধারণের মধ্যে পড়ে না।

বাঁয়া মাটির হয় খুব বেশী। তামার ও নিকেল করা বাঁয়াও হয়। তবে মাটির বাঁয়াই আওয়াজের দিক দিয়ে সবচেয়ে ভালো। বাঁয়াতেও ছোড়্‌ লাগানো থাকে। বাঁয়ারও

গাব থাকে। আলাতালার বাঁয়া রেওয়াজের পক্ষে ভালো। এখন তবলার সুর বাঁধার মোটামুটি কয়েকটা নিয়ম বলছি।

তবলার সুর বাঁধার নিয়ম

তবলার সুর বাঁধতে হ'লে সবচেয়ে বড় জিনিস হলো কান। যে পর্দার সুরে তানপুরা, সেতার, স্বরোদ বা অন্যান্য যন্ত্রের সুরের সঙ্গে তবলা বাঁধতে হয়, সেই সুরের সঙ্গে পরিচিত হওয়া সর্বাগ্রে প্রয়োজন। কান ঠিক না হ'লে, তবলা বাঁধতে অসুবিধা হয়। সেইজন্য, যাঁরা সুরে—মানে সপ্ত সুরে কানকে বেঁধে ফেলেছেন, তাঁদের পক্ষে অল্প প্রয়াসেই তবলা বাঁধা সম্ভব।

এখন তবলা বাঁধার সাধারণ কতকগুলি নিয়ম হ'লো :—

(ক) যখন তবলায় সুর বাঁধবেন, তখন তবলাটিকে বিঁড়ে থেকে নামিয়ে নেবেন।

(খ) তবলার ঘাটে (পাকড়ীর উপর) হাতের মাপ বা ওজন মতো হাতুড়ীর আঘাত করবেন। আঘাত যেন খুব জোরে করবেন না। আঘাত জোরে করলে অনেক সময় বেশী আঘাত পড়ায় তবলার ঘাট, বেঘাট হয়ে যায় এবং তখন তবলা সুরের সঙ্গে মেলাতে খুবই বেগ পেতে হয়। তবলার পাকড়ীর সঙ্গে লাগানো ছোড়ের উপর আঘাত করবেন না। অনেক তবলা আবার Sentimental হয়। Sentimental তবলা একটু বেশী আঘাতেই বিগড়ে যেতে পারে। আবার বেঘাটে প্রচণ্ড আঘাত করলে তবলা ফেঁসেও যায়।

(গ) তবলা মেলাবার সময় কম আওয়াজ করে তর্জনীর সাহায্যে সুরে 'তা' বা কানিতে 'তা' বা 'না' শব্দ তুলবেন। তবলা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘাটগুলি দেখে নেবেন, সুর একরকম হচ্ছে কি না। না হ'লে, আস্তে আস্তে হাতুড়ীর আঘাত করে (পাকড়ীতে) সব ঘাট সমান সুরে করে নেবেন। তবলা যদি চড়া সুরে বাঁধতে হয়, তাহ'লে গুলিগুলো একে একে মাপমতো নামিয়ে দেবেন নীচের দিকে। অনেক সময় তবলা কিছুতেই নির্দিষ্ট সুরে মিলতে চায় না। তখন বিপরীত ঘাটে আঘাত করলেও সহজেই সুর মিলে যায়। তবলা যে সুরে বাঁধা আছে, তার থেকে যদি "চড়ে" যায় তাহলে হাতুড়ীর আঘাতে পাকড়ীর নীচের দিকের ঘাট উপর দিকে তুলে দিতে হয়। আর যদি নরম বলে, অর্থাৎ নির্দিষ্ট সুরের থেকে কম বলে, তাহলে হাতুড়ীর আঘাতে সুর চড়িয়ে দিতে হয়। সেক্ষেত্রে পাকড়ীর উপরিভাগে হাতুড়ীর আঘাত করতে হয়। তবলা চড়ানো মানে হাতুড়ীর আঘাতে তবলার ঘাট নীচের দিকে নামিয়ে দেওয়া, তবলা নামানো মানে হাতুড়ীর আঘাতে ঘাট উপর দিকে তুলে দেওয়া।

বাঁয়া চড়া বাজানো ভালো নয়। চড়া বাঁয়ার রেশ থাকে না, আর তাতে বাঁয়ার গম্ভীর আওয়াজ লুপ্ত হয়ে যায়। বাঁয়ার চামড়া যতো মোলায়েম হবে, ততোই বাঁয়া বলবে ভালো। অনেকে আবার বাঁয়ার উপর এমনভাবে হাত ঘষেন, তাতে মনে হয় ছুতোর মিস্ত্রী বুঝি কাঠের কাজ করতে র‍্যাদা ঘষছে। বাঁয়ার কাজে অনেকে পায়রার ডাক ডাকান। এই পায়রার ডাক বাঁয়াতে ডাকাতে হ'লে, সুষ্ঠু কায়দা আয়ত্ব করা চাই। এবং সেই কায়দা আয়ত্ব করাটা বই পড়ে আসে না। এর জন্য সৎ-গুরু দরকার। তবলায় পাউডার মাখিয়ে বাজাবার অভ্যাস অনেকের আছে। বেশী পাউডার মাখালে তবলার গাব নষ্ট হয়ে যায়।

হস্ত সাধনার নিয়ম বা পদ্ধতি

তবলায় হস্ত সাধনার বা হাত সাধার কতকগুলি সাধারণ নিয়ম বা পদ্ধতি আছে। এর জন্য কয়েকটা বিশেষ-বিশেষ বোল-বাণীও আছে। প্রথম শিক্ষার্থীর হস্ত সাধনার নিয়ম আর অনেকদিন যাবৎ তবলা বাজাচ্ছেন, এরকম ব্যক্তির হস্ত সাধনার নিয়ম এক হতে পারে না। যাই হোক, এখানে প্রথম শিক্ষার্থীর হস্ত সাধনার কথাই বলবো :—

যে কোনো 'বোল' তবলায় রেওয়াজ করবার সময় প্রথমে একহারা লয়ে (বিলম্বিত বা ঠায় লয়) বাজাতে হয়। তবলায় যেন হাত বেশ ঠাস্ হয়ে বসে থাকে। হাত হাল্কা করে তবলা রেওয়াজ করলে ভবিষ্যতে হাতের ভার থাকে না। এদিকে বিশেষ নজর রাখা উচিত।

যে কোনো 'বোল' এক-এক লয়ে অন্তত: পক্ষে বিশ-ত্রিশ মিনিট ধীরে ধীরে বাজাতে হয়। তারপর একটু একটু করে লয় বাড়িয়ে দিয়ে ঐ বোলটা বাজানো দরকার। এইসব লয়েও অন্ততঃ বিশ-ত্রিশ মিনিট একভাবে বাজানো চাই। এইভাবে একটু একটু করে লয় বাড়িয়ে হাত সাধতে সাধতে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে দেখতে পাবেন—ঐ জিনিসটা খুব দ্রুতগতিতে আপনা হতেই বাজছে। তখন নিজের কানেই বোলটা শুনে আপনার খুব ভালো লাগবে। হস্তসাধনা বা রেওয়াজ করার মধ্যে নিষ্ঠা, অধ্যবসায় এবং নিজের উপর দৃঢ় প্রত্যয় থাকা চাই। আত্মবিশ্বাসটা সমস্ত প্রকার সাধনার পক্ষে পরম মূল্যবান বস্তু। এই জিনিসটার অভাব হলে সাধনা সফল হতে পারে না। কাজে-কাজেই, তবলার শিক্ষার্থীদের আত্মপ্রত্যয় যাতে আসে, তারজন্য যথারীতি সংযম এবং শৃঙ্খলা পালন করতে হবে। সংযম এবং শৃঙ্খলাবোধ এমনিতেই আসে না, এরও অনুশীলন করতে হয়। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে সাফল্য কামনা করতে হ'লে, গভীর নিষ্ঠা এবং বিনয় থাকা চাই। উদ্ধত-আচরণ বা হামবড়াই ভাব থাকলে নিজেকেই তুষ্ট করা চলে, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রাণকেন্দ্রের দ্বারেও উপনীত হওয়া যায় না। আত্মপ্রত্যয় ও হামবড়াই-ভাব এক কথা নয়। এ দুটোর মধ্যে

অনন্ত ব্যবধান। যেমন অপার অনন্ত ব্যবধান আকাশ আর পাতালের মধ্যে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত অপার। এর কোনো মাপকাঠি নেই। আমরা যতটুকু শিখতে পারি, জানতে পারি, সেটুকু এই সঙ্গীতের অনন্ত পরিধির তুলনায় তুচ্ছ। তবু একথা বলতে বাধা নেই —যতটুকু শিখবো আমরা, ততটুকুই যেন সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়।

তবলা বাদ্যযন্ত্রটা সম্পূর্ণ আঙুলের বাজনার উপর নির্ভর করে। বড় "ধেরেধেরে" বড় "তেরেতেরে" আর বড় "ধেরেকেটে"—"তেরেকেটে" ছাড়া সবই প্রায় আঙুলের সাহায্যে বাজে। সূক্ষ্ম কাজ তবলায় করতে হ'লে, তর্জনী ও মধ্যমার ব্যবহার হয় অধিক মাত্রায়। দিল্লী, ফরাক্কাবাদ (প্রববাজ) প্রভৃতি ঘরাণার তবলা বাজনা এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। কাজেই বিকৃতভাবে আঙুল চালনা করলে, হস্ত সাধনার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। এবং ভবিষ্যতে সেই বিকৃত ভাবটা আর সংশোধন করা সম্ভব হয় না। তবলার উপর দক্ষিণ হস্তের চারটা আঙুল এমনভাবে আয়ত্বের মধ্যে রাখতে হবে, যাতে ক'রে, কোনো মতেই 'অনামিকা' আর 'কনিষ্ঠা' আঙুল দুটা তবলা থেকে উঠে না যায়। 'মধ্যমা' তবলা থেকে ঈষৎ উপর দিকে থাকবে। সুষ্ঠুভাবে এবং ধৈর্যের সঙ্গে মাস তিনেকের সতর্কতায় ধীরে ধীরে হস্ত সাধনায় একহারা লয়ে (বিলম্বিত বা ঠায়ে) বোল বাজালে হাতের আঙুল ঠিকমতো বসে যায় তবলায়। তবলায় হস্ত সাধনার প্রধান বস্তু হলো—'কায়দা'। এই কায়দা ঠিকমতো বাজালে তবলায় সুষ্ঠুভাবে হাত বসতে বাধ্য। 'কায়দা" আবার ভাঙতে হয়—মানে পাল্‌টা করতে হয়। "কায়দা" ভাঙা খুব ভালভাবে অভ্যাস করলে' হাত সুন্দররূপে তৈরী হয়ে যায়। বাঁয়া বাজানো তবলার থেকে শক্ত। বাঁ হাত বাঁয়ার উপর কব্জির চাপ দিয়ে বুলিয়ে বাজাতে হয়। আঙুলগুলি সাপের ফণার মতো থাকবে। বাঁয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ছাড়া অন্য চারটা আঙুলেও বাজে। তবে এতে সবচেয়ে বেশী প্রয়োগ হয় মধ্যমা ও তর্জনী।

হস্ত সাধনার বোল-বাণী

কায়দা:

(১)

+				৩			
ধা	ধা	তেটে		ধা	ধা	থুন্‌-না	

০				১				+
তা	তা	তেটে		ধা	ধা	থুন্	না	ধা ॥

[ত্রিতাল। ১৬ মাত্রা। ৩টা আঘাত, ১টা ফাঁক। ৪ মাত্রা নিয়ে এক-একটা তাল ও ফাঁক। ছোট 'ধা' তবলায় ২ আঙুলের সাহায্যে তেটে। প্রথমে তবলায় মধ্যমার

আঘাত, পরে তবলায় তর্জনীর আঘাত। 'ধা'-র ক্ষেত্রে বাঁয়া ব্যবহার করা হবে। ছোট 'থুন্ না' তবলায় বাজবে।]

```
          +                    ৩
          |   |   |   |        |   |   |   |
(২)       ধা  ধা  তেরে কেটে     ধা  ধা  থুন্ না

          ০                    ১
          |   |   |   |        |   |   |   |   +
          তা  তা  তেরে কেটে     ধা  ধা  থুন্ না | ধা ॥
```

[ত্রিতাল। ১৬ মাত্রা। ৩টা আঘাত, ১টা ফাঁক। ৪ মাত্রা নিয়ে এক-একটা তাল ও ফাঁক। ছোট "ধা" তবলায়। 'ধা'-এর ক্ষেত্রে বাঁয়ায় মধ্যমা বা তর্জনী ব্যবহার করা হবে। পুরো হাতে 'তেরে কেটে'। ছোট 'থুন্ না' তবলায় বাজবে।]

```
          +                    ৩
          |   |   |   |        |   |   |   |
(৩)       ধিন  ধা  তেরে কেটে    ধা  ধা  তেরে কেটে

          ০                    ১
          |   |   |   |        |   |   |   |
          ঘেড়েনাগ ঘেড়েনাগ       তেরেকিট্ তেরেকিট্,

          +                    ৩
          |   |   |   |        |   |   |   |
          তেরেকেটে তাক তেরে      কেটে তাক তেরেকেটে

          ০                    ১                 +
          |   |   |   |        |   |   |   |     |
          ধেরে ধেরে ধেরে ধেরে     ঘেড়েনাগ তেরেকেটে | ধা ॥
```

[ত্রিতাল। ৩২ মাত্রা। ৪ মাত্রা নিয়ে এক-একটা তাল ও ফাঁক। বড় "ধিন", ছোট "ধা", পুরো হাতে "তেরেকেটে"। বাঁয়ায় "ঘে", তবলায় "ড়ে" পরে তবলার কানিতে "নাগ"। "তেরেকিট্" "তেটে ঘে", পুরো হাতে তবলায় "ধেরে ধেরে ধেরে ধেরে"-৪টা "ধেরে"। এক বাঁয়া, মানে শুধু বাঁয়ায় একটা "ঘে"।]

```
          +                    ৩
          |   |   |   |        |   |   |   |
(৪)       তেরে কেটে তাক তাক     তেরে কেটে তাক তাক

          ০                    ১
          |   |   |            |   |   |   |   |     +
          তেরে কেটে তাক          তেরে কেটে তাক তাক তাক  | ধা ॥
```

[ত্রিতাল। ১৬ মাত্রা। ৪টা করে মাত্রা নিয়ে এক-একটা তাল। ৩টা আঘাত। ১টা ফাঁক। পুরো হাতের "তেরেকেটে" এবং "তাক"। "তাক" বাজবে তবলার গাবে দক্ষিণ হস্তের যুক্ত আঙ্‌লের আঘাতে।]

+ ৩
(৫) ধা তেরে কেটে ধে তেটে ঘেনা থুন্‌না কে তা

০ ১ +
তা তেরে কেটে ধে ধাতি ঘেনা থুন্‌না কেতা | ধা ॥

[ত্রিতাল। ১৬ মাত্রা। ৪টা ক'রে মাত্রা নিয়ে এক-একটা তাল। ৩টি আঘাত। ১টি ফাঁক। মাত্রার ডবল করে বাজালে ১ মাত্রার মধ্যে ২ মাত্রা, ছোট 'ধা' পুরো হাতের 'তেরেকেটে', তবলায় দক্ষিণ হস্তের তর্জনীর অগ্রভাগের সাহায্যে গাবে এবং বাঁয়ায় বাম হস্তের গুপোর সাহায্যে একযোগে আঘাত করলে যে-বাণী বাজবে—ঘে+না='ঘেনা'। ধা+তি='ধাতি' ছোট 'থুন্‌না' এবং ছোট 'কতা'। বাঁয়ায় 'কেৎ' এবং তবলার কানিতে তর্জনীর অগ্রভাগ দিয়ে আঘাত করলে ছোট কতা বাজবে।

[ত্রিতাল। ১৬ মাত্রা। ৪টা করে মাত্রা নিয়ে এক-একটা তাল। ৩টা তাল বা আঘাত। ১টা অনাঘাত বা ফাঁক। ছোট 'ধাগে'; ছোট 'তাগে', ছোট 'ঘেড়েনাগ', 'কেড়েনাগ' এবং 'থুন্‌না'।]

\+ ৩
| | | | | | |
(৭) ধা তেরে কেটে ধা ঘেড়েনাগ তেৎ — ধা ধা ঘেড়েনাগ থুন্‌না কেড়েনাগ
০ ১
| | | | | | | | +
তা তেরে কেটে ধা ঘেড়েনাগ তেৎ — ধা ধা ঘেড়েনাগ থুন্‌না কেড়েনাগ। ধা ॥

[ত্রিতাল। ১৬টা মাত্রা। ৪টা করে মাত্রা নিয়ে এক একটা তাল। ৩টা তাল বা আঘাত। ১টা ফাঁক। 'তেৎ' তবলার গাবে 'তাক্‌' শব্দের মত।]

\+ ৩
| | | | | | | |
(৮) ধা তেরেকেটে ধিনাগ ধেনে কতাকে ধেনে কতাক
০ ১
| | | | | | | |
ধা তেরেকেটে ধিনাগ ধেনে ধেরে ধেরে কেটেতাক তাতেরে কেটেতাক।
\+ ৩
| | | | | | | |
তা তেরেকেটে ধিনাগ ধেনে কতাকে ধেনে কতাক
১
| | | | +
ধেরেধেরে কেটেতাক তাতেরে কেটে তাক্‌। ধা ॥

[ত্রিতাল। ৩২টা মাত্রা। মাত্রার ডবল করে বাজালে ১৬ মাত্রা হবে। ৪টা করে মাত্রা নিয়ে এক একটা তাল। ৩টা তাল। ১টা ফাঁক। 'ধিনাগ' = ধি + নাগ। 'ধি' বাজবে তবলায় দক্ষিণ হস্তের তর্জনীর অগ্রভাগ এবং বাঁয়ায় বামহস্তের গুপোর সাহায্যে। তবলার গাবের কিনারায় আঘাত করতে হবে।

হস্ত সাধনার বিভিন্ন প্রকার খেলা

\+ ৩
| | | | |
(১) ধা তেটে ঘেড়েনাগ তিগনাগ ধা তেটে ঘেড়েনাগ
০
| | | | |
তিগ নাগ ধা তেটে ঘেড়েনাগ। তা তেটে কেড়েনাগ

১
। । । । ।
তিগ নাগ ধা তেটে ঘেড়েনাগ তিগ নাগ ধা তেটে

। +
ঘেড়েনাগ । ধা ॥

[ত্রিতাল। ১৬ মাত্রা। ৪টা করে মাত্রা নিয়ে এক-একটা তাল। ৩টা তাল, ১টা ফাঁক।]

+ ৩
। । । । । । । ।
(২) ধেরে ধেরে ধেরে ধেরে ঘেড়েনাগ তিগ্‌নাগ্‌ ধা তেরে কিট্‌ ধা ঘেড়েনাগ তিগনাগ

০ ১
। । । । । । ।
ঘেড়েনাগ তাগতেরে ঘেড়েনাগ তিগনাগ তেরেকেটে তাক তেরে কেটে তাক

। +
তিগনাগ । ধা ॥

[ত্রিতাল। ১৬ মাত্রা। পূর্বের মতোই তাল ও ফাঁক।]

+ ৩
। । । । । । । ।
(৩) ধা তেরে কেটে ধা তেরেকেটে ধেনে ধা তেরে কেটে তাক তা তেরে কেটে তাক

০ ১
। । । । । । । । +
তা তেরে কেটে ধা তেরেকেটে ধেনে ধা তেরে কেটে তাক তা তেরে কেটে তাক । ধা॥

[ত্রিতাল। ১৬ মাত্রা। পূর্বের মতোই তাল ও ফাঁক।]

+ ৩
। । । । । । । ।
(৪) ধেনে ঘেঘে নাগ ধেনে ঘেঘে নাগ ধেনে ঘেঘে

০ ১
। । । । । । । ।
নাগ ধেনে ধাগে তেরেকেটে থুন্‌না কত্তা তাক তাক,

+
। । ।
তেনে কেকে নাগ

৩
। ।
তেনে কেকে নাক ধেনে ঘেঘে

০ ১
। । । । । । । । +
নাগ ধেনে ধাগে তেরেকেটে থুন্‌না কতা তাক তাক। ধা ॥

[ত্রিতাল। ৩২ মাত্রা। ডবল করে বাজালে ১৬ মাত্রা। ছোট 'থুন্‌না কতা' ও 'তাক তাক বাজবে তবলার গাবে।]

+ ৩
। । । । । । । ।
(৫) তা তেরে কেটে তাক ধা তেরে কেটে তাক ধা তেরে কেটে তাক থুন্‌না কেটেতাক

তা তেরে কেটে তাক তা তেরে কেটে তাক ধা তেরে কেটে তাক থুন্‌না
। +
কেটে তাক। ধা ॥

[ত্রিতাল। ১৬ মাত্রা। পূর্বের মতোই তাল ও ফাঁক।]

+ ৩
। । । । । ।
(৬) ধেরেধেরে কেটেতাক ধেরেধেরে কেটেতাক ধেরেধেরে কেটেতাক

থুন্ না কেটে তাক
০
।
তেরেতরে কেটেতাক তেরেতেরে কেটেতাক
১
। ।
ধেরেধেরে কেটেতাক
। । +
থুন্ না কেটে তাক | ধা ॥

+
।　　　　　।　　　　　।　　　　　।
(৭) ধেনে ঘেড়ে নাগ তাক ঘেড়ান্ ধেনেঘেনে ধাগে তেরেকেটে থুন্ না কতা

৩
।　　　　　।　　　　　।　　　　　।
ধেনে ঘেনে ধেনেঘেনে ধাগ তাগ ধেনেঘেনে ধাগে তেরেকেটে থুন্ না কতা। |

০
।　　　　　।　　　　　।　　　　　।
তেনে কেড়ে নাক্ তাক্ কেড়ান্ তেনেকেনে তাগে তেরেকেটে থুন্ না কতা

১
।　　　　　।　　　　　।　　　　　।　　　　　+
ধেনে ঘেনে ধেনে ঘেনে ধাগ তাগ ধেনে ঘেনে ধাগে তেরেকেটে থুন্ না কতা | ধা ॥

+　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　৩
।　　　　　।　　　　　।　　　　　।　　　　　।
(৮) ঘেঘে নাগ ধেনে ধা ঘেড়ান্—ঘেঘে নাগ ধেনে তাগে তেরেকেটে ধাগেধাগে তেটে

ধাগে তেটে ধাগ নাগ ধাগে তেটে ধাগে তেরেকেটে থুন্ না কতা |

০　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　১
।　　　　　।　　　　　।　　　　　।　　　　　।
কেকে নাক তেনে তা কেড়ান্—কেকে নাক তেনে তাকে তেরেকেটে ধাগে, ধাগে

।　　　　　।　　　　　।　　　　　+
তেটে ধাগে তেটে ধাগ নাগ ধাগে তেটে ধাগে তেরেকেটে থুন্ না কতা | ধা ॥

দ্রষ্টব্য : [প্রত্যেক কায়দা, রেলা, চলন, পেস্কার,—খুলী / মুদী ক'রে বাজাতে হয়। খুলা=বাঁয়া খোলা অর্থাৎ গুপোর আওয়াজ। মুদী=বাঁয়া মোড়া=বাঁয়ার হাত 'কৎ'-এর মতো বাজবে। 'তা' বাণীটা মুদীর কাজ বলা যায়।]

পঞ্চম অধ্যায়

তাল ও মাত্রাসহ বিভিন্ন বোল বাণী

(১) পেস্কার :—[ত্রিতাল। ১৬ মাত্রা সংক্রান্ত। খুব দ্রুত বাজানো হয় না। সাধারণতঃ ঢিমা বা বিলম্বিত লয়ের চৌদুন পর্যন্ত করা চলে। পেস্কার পরদুনে বাজালে তার রূপ বদলে যায়। তখন সেটা রেলাতে পরিণত হয়।]

৩
। । । । । । । ।
(ক) খুলী—ধিন্ ধিনা তেরেকেটে ধিনা ঘেঘে নাগ ধিনা ঘিনা
০ ১
। । । । । । । । +
মুদী—তিন তিনা তেরেকেটে ধিনা ঘেঘে নাগ ধিনা ঘিনা | ধা ॥

পালটা বা বিস্তার :—

+ ৩
। । । । । । । ।
(খ) খুলী—ধিন ধিনা তেরেকেটে ধিনা, ধিনা ধিনা তেরেকেটে ধিনা,
০ ১
। । । । । । । ।
ধিন ধিনা তেরেকেটে ধিনা ঘেঘে নাগ ধিনা ঘিনা |
+ ৩
। । । । । । । ।
মুদী—তিন তিনা তেরেকেটে তিনা, তিন তিনা তেরেকেটে তিনা,
০ ১
। । । । । । । । । +
ধিন ধিনা তেরেকেটে ধিনা ঘেঘে নাগ ধিনা ঘিনা | ধা ॥
+ ৩
। । । । । । । ।
(গ) খুলী—ধিন ধিনা তেরেকেটে ধিনা-আ-আ তেরেকেটে ধিনা
০ ১
। । । । । । । । । +
ধিনা ধিনা তেরেকেটে ধিনা ঘেঘে নাগ ধিনা ঘিনা | ধা

+ ৩
| | | | | | | |
মুদী—তিন তিনা তেরেকেটে তিনা আ আ তেরেকেটে তিনা

০ ১
| | | | | | | | +
ধিন্ ধিনা তেরেকেটে ধিনা ঘেঘে নাগ ধিনা ঘিনা | ধা।

+ ৩
| | | | | | | |
(ঘ) খুলী—ধিন ধিনা তেরেকেটে ধিনা ধা তেরেকেটে ধিনা ধা,

০ ১
| | | | | | | | +
ধিন ধিনা তেরেকেটে ধিনা ঘেঘে নাগ ধিনা ঘিনা | ধা।

+ ৩
| | | | | | | |
মুদী—তিন তিনা তেরেকেটে তিনা তা তেরেকেটে তিনা তা,

০ ১
| | | | | | | | +
ধিন ধিনা তেরেকেটে ধিনা ঘেঘে নাগ ধিনা ঘিনা | ধা।

+ ৩
| | | | | | | |
(ঙ) খুলী—ধিন ধিনা ধিন ধিনা, ধিন ধিনা তেরেকেটে ধিনা,

০ ১
| | | | | | | |
ধিন ধিনা তেরেকেটে ধিনা ঘেঘে নাগ ধিনা ঘেনা।

+ ৩
| | | | | | | |
মুদী—তিন তিনা তিন তিনা তিন তিনা তেরেকেটে তিনা,

০ ১
| | | | | | | |
ধিন ধিনা তেরেকেটে ধিনা ঘেঘে নাগ ধিনা ঘিনা।

(চ) তেহাই—(তিন "ধা")

৩
| |
ধিন ধিনা তেরেকেটে ধিনা ঘেঘে নাগ ধিনা ঘিনা

+
| | |
তিন তিনা তেরেকেটে ধিনা ঘেঘে নাগ ধিনা ঘিনা ধা—

| | |
তে - টে ধিন ধিনা তেরেকেটে ধিনা ঘেঘে নাগ ধিনা ঘিনা

১
| | | | +
ধা— তে - টে ধিন ধিনা তেরেকেটে ধিনা ঘেঘে নাগ ধিনা ঘিনা | ধা ॥

[ত্রিতালের ঢিমা লয়ের ৩য় তাল থেকে উঠবে।]

(২) কায়দা—

+
| | |
(ক) খুলী—ধা ধা তেরেকেটে ধা ধা থুন্ না

৩
| | | |
মুদী—তা তা তেরেকেটে ধা ধা থুন্ না।

খুলী—ধা ধা তেরেকেটে ধা ধা থুন্ না

১
| | | +
মুদী—তাতা তেরেকেটে ধা ধা থুন্ না। ধা ॥

+
| | | |
(খ) খুলী—ধাধা তেরেকেটে তেরেকেটে তেরেকেটে

৩
| | | |
ধাধা তেরেকেটে ধাধা থুন্ না

০
| | |
মুদী—তাতা তেরেকেটে তেরেকেটে তেরেকেটে

১
| | | | +
ধাধা তেরেকেটে ধাধা থুন্ না | ধা ॥

```
         +
         |         |     |         |
(গ)  খুলী—তেরেকেটে  ধাধা  তেরেকেটে  ধাধা

         ৩
         |   |       |    |
        ধাধা  তেরেকেটে  ধাধা  থুন্ না

         ০
         |   |       |    |
     মুদী—তাতা  তেরেকেটে  ধাধা  তেরেকেটে

         ১
         |   |       |    |     +
        ধাধা  তেরেকেটে  ধাধা  থুন্ না । ধা ॥

         +
         |        |        |        |
(ঘ)  খুলী—তেরেকেটে  তেরেকেটে  তেরেকেটে  ধাধা

         ৩
         |   |       |    |
        ধাধা  তেরেকেটে  ধাধা  থুন্ না

         ০
         |   |       |    |
     মুদী—তাতা  তেরেকেটে  ধাধা  তেরেকেটে

     ১
     |   |       |    |     +
    ধাধা  তেরেকেটে  ধাধা  থুন্ না | ধা ॥

         +                              ৩
         |      |       |      |    |    |        |
(ঙ)  খুলী—ধা তেরেকেটে  ধা  তেরেকেটে  ধাগে  ধাগে  তেরেকেটে  ধা ধা

                ০                                    ১
          |     |         |     |      |              |
         থুন্ না   তেরেকেটে  ধাগে  ধাগে  তেরেকেটে  ধা ধা

          |          |      |     +
         তেরেকেটে   ধা ধা   থুন্ না | ধা ।
```

+ ৩
| | | | | | |
মুণ্ডী—তা তেরেকেটে তা তেরেকেটে তাগে তাগে তেরেকেটে ধা ধা

০ ১
| | | | | | |
থুন্ না তেরেকেটে ধাগে ধাগে তেরেকেটে ধা ধা তেরেকেটে

| | +
ধা ধা থুন্ না | ধা ॥

+ ৩
| | | | | | |
(চ) ধা ধা ধা তেরেকেটে ধা তেরেকেটে ধা ধা তেরেকেটে ধা ধা

০ ১
| | | | | | |
থুন্ না তা তা তা তেরেকেটে ধা তেরেকেটে ধা ধা তেরেকেটে

| | +
ধা ধা থুন্ না | ধা ॥

+
| | | | |
(ছ) খুলী—ধা ধা তেরেকেটে তেরেকেটে ধা ধা ধা ধা তেরেকেটে

| |
ধা ধা থুন্ না |

০ ১
| | | | | |
মুণ্ডী—তা তা তেরেকেটে তেরেকেটে তা তা ধা ধা তেরেকেটে

| | +
ধা ধা থুন্ না | ধা ॥

+ ৩
| | | | | |
(জ) খুলী—ধা ধা তেরেকেটে তেরেকেটে তেরেকেটে ধা ধা তেরেকেটে

|
ধা ধা থুন্ না।

০
| | | | | |
মুণ্ডী—তা তা তেরেকেটে তেরেকেটে তেরেকেটে ধা ধা তেরেকেটে

| +
ধা ধা থুন্ না | ধা ॥

+ ৩

(ঝ) তেহাই—ধা ধা তেরেকেটে ধা ধা থুন্ না ধা - আ

৩

ধা ধা তেরেকেটে ধা ধা থুন্ না ধা - আ

১ +

ধা ধা তেরেকেটে ধা ধা থুন্ না | ধা ॥

[উক্ত কায়দাগুলি পৃথক পৃথক ভাবে সঙ্গতে ব্যবহার করা যায়। পৃথক পৃথক ভাবে সঙ্গতে ব্যবহার করতে গেলে, সেক্ষেত্রে কণ্ঠসঙ্গীত বা যন্ত্রসঙ্গীতের লয়ের ডোরার সমতা রক্ষা করে ১টা, ২টা বা আরো কয়েকটা কায়দা বাজিয়ে সর্বশেষে 'ধা' দিয়ে পুনরায় ঠেকা ধরতে হয়। একক বা লহরা বাজাবার ক্ষেত্রে উক্ত কায়দাগুলি 'পালট' বা 'বিস্তার' করে বাজিয়ে শেষে সমের ধা দেওয়া দরকার।]

(৩) চলন ঃ

+ ৩

খুলী—ঘেনান্ না ঘেঘে নাগ তাক ঘেঘে নাগ ধেনে ধাগে

০

তেরেকেটে থুন্না কতা ঘেঘে নাগ ঘেঘে নাগ তাগ ঘেঘে নাগ

১

ধেনে ধাগে তেরেকেটে থুন্নাকতা ঘেঘে নাগ

থুন্না কতা ঘেঘে নাগ থুন্না কতা |

+

মুদা—কেনান্ না কেকে নাক তাক কেকে নাক তেনে

৩

তাগে তেরেকেটে থুন্নাকতা ঘেঘে নাগ ঘেঘে নাগ

০ ১

| | | | | |

তাক্ ঘেঘে নাগ ধেনে ধাগে তেরেকেটে থুন্নাকতা ঘেঘে নাগ থুন্নাকতা

| | +

ঘেঘে নাগ থুন্নাকতা | ধা ॥

(৪) রেলা ঃ

| | |

(ক) খুলী—ধেরে ধেরে কেটে তাক ধেরে ধেরে কেটে তাক ধেরে ধেরে কেটে তাক

৩

| | |

থুন্না কেটে তাক ধেরে ধেরে কেটে তাক ধেরে ধেরে কেটে তাক

| |

ধেরে ধেরে কেটে তাক থুন্না কেটে তাক।

০

| | |

মুদী—তেরে তেরে কেটে তাক তেরে তেরে কেটে তাক ধেরে ধেরে কেটে তাক

| | |

থুন্না কেটে তাক, ধেরে ধেরে কেটে তাক ধেরে ধেরে কেটে তাক

| | +

ধেরে ধেরে কেটে তাক থুন্না কেটে তাক ॥ ধা ॥

পালট বা বিস্তার

+

| | |

(খ) খুলী—ধেরে ধেরে কেটে তাক ধা, ধেরে ধেরে কেটে তাক ধা,

৩

| | |

ধেরে ধেরে কেটে তাক, ধেরে ধেরে কেটে তাক ধা,

| |

ধেরে ধেরে কেটে তাক ধা, ধেরে ধেরে কেটে তাক

০

| | |

মুদী—তেরে তেরে কেটে তাক তা, তেরে তেরে কেটে তাক তা,

১

| | |

তেরে তেরে কেটে তাক, ধেরে ধেরে কেটে তাক

| | +

ধেরে ধেরে কেটে তাক ধা, ধেরে ধেরে কেটে তাক | ধা ॥

\+

| | |

(গ) **খুলী**—ধেরে ধেরে কেটে তাক তেরে কেটে তেরে কেটে ধেরে ধেরে কেটে তাক

৩

| | |

থুন্না কেটে তাক ধেরে ধেরে কেটে তাক তেরে কেটে তেরে কেটে

| |

ধেরে ধেরে কেটে তাক থুন্না কেটে তাক।

০

| |

মুদী—তেরে তেরে কেটে তাক তেরে কেটে তেরে কেটে

১

| | |

তেরে তেরে কেটে তাক থুন্না কেটে তাক ধেরে ধেরে কেটে তাক

| |

তেরে কেটে তেরে কেটে ধেরে ধেরে কেটে তাক

| +

থুন্না কেটে তাক | ধা ॥

\+

| | |

(ঘ) **খুলী**—থুন্না কেটে তাক ধেরে ধেরে কেটে তাক ধেরে ধেরে কেটে তাক

৩

| | |

থুন্না কেটে তাক ধেরে ধেরে কেটে তাক ধেরে ধেরে কেটে তাক

০

| | |

ধেরে ধেরে কেটে তাক থুন্না কেটে তাক থুন্না কেটে তাক

| | |
থুন্না কেটে তাক ধেরে ধেরে কেটে তাক থুন্না কেটে তাক

| |
তেরে তেরে কেটে তাক ধেরে ধেরে কেটে তাক

. .
ধেরে ধেরে কেটে তাক থুন্না কেটে তাক।

\+
| | |
মুখী—তেরে তেরে কেটে তাক তেরে তেরে কেটে তাক ধেরে ধেরে কেটে তাক

৩
| | |
থুন্না কেটে তাক থুন্না কেটে তাক ধেরে ধেরে কেটে তাক

০
| | |
ধেরে ধেরে কেটে তাক থুন্না কেটে তাক ধেরে ধেরে কেটে তাক

| | |
ধেরে ধেরে কেটে তাক ধেরে ধেরে কেটে তাক থুন্না কেটে তাক

১
| |
থুন্না কেটে তাক ধেরে ধেরে কেটে তাক

| |
ধেরে ধেরে কেটে তাক থুন্না কেটে তাক।

\+
| | |
তেহাই—ধেরে ধেরে কেটে তাক ধেরে ধেরে কেটে তাক ধেরে ধেরে কেটে তাক

৩
. . .
থুন্না কেটে তাক ধা - আ, ধেরে ধেরে কেটে তাক

| | |
ধেরে ধেরে কেটে তাক ধেরে ধেরে কেটে তাক থুন্না কেটে তাক

১
| | | |
ধা - আ, ধেরে ধেরে কেটে তাক ধেরে ধেরে কেটে তাক

| | +
ধেরে ধেরে কেটে তাক থুন্না কেটে তাক | ধা ॥

[একক বা লহরা বাজনার সময় ঐ রেলাগুলি সমস্ত বাজিয়ে সমের "ধা" দিতে হয়।]

(৫) গৎ (বিস্তার সহ)

+
| | |
(ক) খুলী--ধা তেৎ - ধা তেরে কেটে ধা তেৎ ধা তেরে কেটে তাক

| | |
তা তেরে কেটে তাক ধা তেৎ- ধা তেরে কেটে ধা তেৎ

| |
ধা তেরে কেটে তাক তা তেরে কেটে তাক।

+
| | |
মুদী—তা তেৎ - তা তেরে কেটে তাতেৎ তা তেরে কেটে তাক

|
ধা তেরে কেটে তাক |

| | |
খুলী—ধা তেৎ - ধা তেরে কেটে ধা তেৎ ধা তেরে কেটে তাক

|
তা তেরে কেটে তাক |

+
| | |
(খ) খুলী—ধা তেৎ -ধা তেরে কেটে ধা তেৎ ধা তেরে কেটে তাক

৩
| | |
তা তেরে কেটে তাক তেরে কেটে তাক তা তেরে কেটে ধা তেৎ

| |
ধা তেরে কেটে ধা তেধা তেরেকেটে।

০
। । ।
মুদী—তা তেং - অ তেরেকেটে তা তেং ধা তেরেকেটে তাক

।
তা তেরেকেটে তাক ।

১
। । ।
খুলী—ধা-তেং ধা তেরেকেটে ধা তেং ধা তেরেকেটে তাক্

।
তা তেরেকেটে তাক ।

+
। । । ।
(গ) খুলী—ধা তেং - ধা তেরেকেটে ধা তেং ধা তেং ধা তেরেকেটে ধা তেং

৩
। । ।
ধা তেং - ধা তেরেকেটে ধা তেং ধা তেরেকেটে তাক

।
তা তেরেকেটে তাক ।

০
। । ।
মুদী—তা তেং - তা তেরেকেটে তা তেং ধা তেরেকেটে তাক

।
তা তেরেকেটে তাক ।

১
। ।
খুলী—তেরেকেটে তাক তা তেরেকেটে ধা তেং ধা তেরেকেটে ধা

।
তেধা তেরেকেটে ।

(ঘ) তেহাই—পাঁচটি ধা ঃ—

+
। । । ।
ধা তেং ধা তেরেকেটে ধাতে ধা তেরেকেটে তাক তা তেরেকেটে তাক

৩
| | | |
তেরেকেটে তাক তা তেরেকেটে ধা তে ধা তেরেকেটে ধা তেধা তেরেকেটে

০ ১
| | | | | |
ধা - আ,, ধা তেৎ ধা তেরেকেটে ধা তে ধা তেরেকেটে তাক তা তেরেকেটে তাক

+
| | |
তেরেকেটে তাক তা তেরেকেটে ধা তে ধা তেরেকেটে ধা তেধা তেরেকেটে

৩
| | | | |
ধা - আ, ধা তেৎ ধা তেরেকেটে ধাতে ধা তেরেকেটে তাক

০
| | | |
তা তেরেকেটে তাক তেরেকেটে তাক তা তেরেকেটে ধাতে ধা তেরেকেটে ধা

১ +
| | | |
তেধা তেরেকেটে ধা - তেধা তেরেকেটে ধা, তেধা তেরেকেটে । ধা ॥

(ঙ) **গৎ মোরেদার :**—(১৬ মাত্রা)

+
| | |
ধা - ক্রেধিন ধা গদ্দী ঘেড়েনাগ ধাগে তেরেকেটে ধেনে ঘেড়ে নাগ

৩
| | |
দীন নানা কতা ধাগে তিটে ঘেড়ান— ধাগ নাগ দেনে তাগ তিটেকতা

০
| |
কেড়ে নাক তেনে কেনে তাকে তেরেকেটে থুন্ না কতা ধেনে ঘেনে ধাগে

| |
তেরেকেটে থুন্ না কতা, তেনে কেনে তাকে তেরেকেটে থুন্ না কতা ধেনে ঘেনে

১
| | |
ধাগে তেরেকেটে থুন্ না কতা, তেনে কেনে তাকে তেরেকেটে থুন্ না কতা

| +
ধেনে ঘেনে ধাগে তেরেকেটে থুন্ না কতা | ধা ॥

(চ) গৎ-মঞ্জীদার :— (১৬ মাত্রা)

+
দীং দীং তাকেটে তাকেটে ধা তেরেকেটে ধেতেটে কতা গদীঘেনে

৩
ধা তেরেকেটে ধেতেটে কতা গদ্ দীন্ না— দীং দীং তাকেটে তাকেটে

০
ধা তেরেকেটে ধেতেটে কতা গদীঘেনে ধা, কৎ - দীং দীং তাকেটে তাকেটে

১
ধা তেরেকেটে ধেতেটে কতা গদীঘেনে ধা, কৎ - দীং দীং তাকেটে তাকেটে

+
ধা তেরেকেটে ধেতেটে কতা গদীঘেনে | ধা ॥

(ছ) গৎ-পাল্লাদার (১৬ মাত্রা) ত্রিপল্লী গৎ-ও বলে :—

+ ৩
ঘেনাড় ধাড় ধা ঘেড়েনাগ ঘেনেতাগ ধা তেরেকেটে ধেতেটে

০
ঘিন্ নাড়ান্ - তাক থু - না কেটেতাক তেরেকেটে তাক তা তেরেকেটে

১ +
ধা তেটে ঘেড়েনাগ দেনে তাগ তেরেকেটে তাক ধেরে ধেরে কেটে | ধা ।

(জ) গৎ-পাল্লাদার (১৬ মাত্রা) চৌপল্লী গৎ-ও বলে :—

+
কৎ তেটে তেটে ঘেঘে তেটে কতা গদীঘেনে ধা - গদীঘেনে দীঘেনে নাঘেনে

৩ ০
কতা গদী ঘেনে ধা, গদীঘেনে ধা, ক্রাণ, ধা, ক্রাণ- ধেরেধেরে কেটেতাক

তা তেরেকেটে তাক তেটে কতা গদীঘেনে নাগ তেরেকেটে তাক

১
গদীন্ তাঁড় তা তেটেকতা গদীঘেনে ধা, গদীন তাঁড় তা তেটেকতা

\+
গদীঘেনে ধা, গদীন্ তাঁড় তা তেটেকতা গদীঘেনে | ধা ॥

(ঝ) গৎ-আড়ি :—(১৬ মাত্রা)

\+
ধা ঘেনাক তাকিটি ঘেনাক ধা তেরেকেটে ধেতেটে কতা গদীঘেনে

\+
নাগেনে নাগেনে তাকিটি ঘেনাক ধা তেরেকেটে ধেতেটে কতা গদীঘেনে | ধা ॥

(ঞ) গৎ-আড়ি :—(১৬ মাত্রা)

\+
ধাগে তেরেকেটে তাকিটি ধাড় ধাগে তেটে ধাগে তেরেকেটে

থুন্ না কতা, দীংনাড়ানে তাকিটি ধাড়, তাকিটি ধাড় তাগে তেরেকেটে

তেরেকেটে নাগ তাকিটি ধাড়, তাকিটি ধাড় তাগে তেরেকেটে ধাগৎ তাকিটি

\+
তাকিটি তাকিটি তাকিটি ধাড় ধাতেরেকেটে ধেতেটে কতা গদীঘেনে | ধা ॥

(ট) গৎ-আড়ি : —(১৬ মাত্রা —তেহাই সহ)

\+
দেন দেন নাকেটে নাকেটে তাকেটে তাকেটে ধা তেরেকেটে ধেতেটে

৩
কতা গদীঘেনে ধা তেরেকেটে ধেতেটে ধা তেরেকেটে ধেতেটে কতা গদীঘেনে

০ ১
ধা ধা তেরেকেটে ধেতেটে ধা তেরেকেটে ধেতেটে কতা গদীঘেনে ধা,

\+
ধা তেরেকেটে ধেতেটে ধা তেরেকেটে ধেতেটে কতা গদীঘেনে | ধা =

(ঠ) গৎ-আড়ি :—(১৬ মাত্রা)

```
+                              ৩
|    |     |    |    |      |      |    |
ধা, - গদীঘেনে নাগ তেরেকেটে ধা তেরেকেটে ধেতেটে কতা গদীঘেনে

o                              ১
|    |     |     |      |      |    |     +
নাগ নাগ নাগ, নাগ তেরেকেটে ধা তেরেকেটে ধেতেটে কতা গদীঘেনে | ধা ॥
```

(ড) বিভিন্ন টুক্‌রা :—(১৬ মাত্রা—তেহাই সহ)

```
    +                                    ৩
    |       |        |        |          |        |
(১) কৎ তেটে ঘেঘে তেটে ক্রেধা তেটে ঘেঘে তে  ক্রেধানে ধা,

                          o
  |                       |                |       |
গদ্‌দী কতে ধা, কেটে তাক ধিন ধা কেটে তাক তাক ক্রাণ ধা,

                            ১
           |                |
কেটে তাক ধিন ধা কেটে তাক তাক ক্রাণ ধা, কেটে তাক
|              |     +
ধিন ধা কেটে তাক তাক ক্রাণ | ধা ॥

    +                                        ৩
    |                 |          |      |
(২) ঘিন তেরেকেটে তাক তাগে তেটে কতাক ধিনাগ ধা থুন্ না

                              o
|      |       |        |       |      |     |
ঘেন্ না ধাথুনা ধাথুনা ধাথু - না, কতা ঘেনা থুনা ধাথুনা

           ১
|          |       |       |        |        +
ধাথুনা ধাথু - না, কতা ঘেনা থুন্ ধাথুনা ধাথুনা ধা থু | না ॥

    +
    |                |             |         |
(৩) ধেরেধেরে কেটে তাক তা তেরে কেটে তাক তাঁয়ড় ধা, দীংয়ড় ধা
```

৩
। । । ।
তাঁংয়ড় ধা ; কেৎ তা ধেরেধেরে কেটে তাক তা তেরে কেটে তাক

০ ১
। । । । ।
তাঁংয়ড় ধা দীংয়ড় ধা তাঁংয়ড় ধা ; কৎতা ধেরেধেরে কেটে তাক
। । । +
তা তেরে কেটে তাক তাঁংয়ড় ধা, দীংয়ড় ধা তাঁংয়ড় | ধা ॥

\+ ৩
। । । । । ।
(৪) ক তেরে কেটে তাক তিন নাগ ধেৎ ধা ; ক্রাণ ধা গদ্ দী কতে ধা

\+ ০
। । । ।
কেড়ে নাক তেরেকেটে তিগতা তেরেকেটে ধা ক্রাণ ধা, কেড়েনাক

১
। । ।
তেরেকেটে তিগতা তেরেকেটে ধা, ক্রাণ ধা কেড়ে নাক তেরেকেটে

। । +
তিগতা তেরেকেটে ধা ক্রাণ | ধা ॥

\+ ৩
। । । । ।
(৫) ধাগে তেরেকেটে তাগ তাগে তেটে তাগে তেটে গদীঘেনে

০
। । । । । । ।
তাগে তেটে তাঁংয়ড় ধা ; ধেরে ধেরে কেটে তাক তা তেরে কেটে তাক

১
। । । । +
কেটে ধেন ধা, কেটে ধেন ধা, কেটে ধেন | ধা ॥

\+ ৩
। । । । ।
(৬) ধেটে ধেটে ধাগেনে ধাগে দীঘেনে নাগে নাগে ঘিন তেরেকেটে তাক

|　　|　　|
তাগে তেটে, তাকেটে তাকেটে তাক থুন্ থুন্ কেটে তাক

০
|　　|　　|
তেটে কতা গদীঘেনে ধা, তাকেটে তাকেটে তাক থুন্ থুন্

১
|　　|　　|　　|
কেটে তাক তেটে কতা গদীঘেনে ধা, তাকেটে তাকেটে তাক

|　　|　　+
থুন্ থুন্ কেটে তাক তেটে কতা গদীঘেনে | ধা ॥

\+　　৩
|　　|　　|　　|　　|
(৭) তেরে কেটে দেৎ তেটে তেটে ধাগে তেটে তাগে তেটে ধাগে না

০
|　　|　　|　　|　　|
ধাগে না ধাগে দীন্ দীন্ নেড়ানে— কতেরে কেটে ধেতেটে কতা ধা

|　　|　　|　　|　　|　　+
ক্রেধান্নে কতে ধা, ক্রেধান্নে কতে ধা, ক্রেধান্নে কতে | ধা ॥

|　　|　　|　　|
(৮) নাগদী কেটেতাক তা তেরেকেটে তাক ধেরেধেরে কেটেতাক তা তেরেকেটে তাক

৩　　০
|　　|　　|　　|　　|
ঘেঘে নানা ঘেঘে তেটে ধা ক্রেধানে কৎ - কেড়েনাক তেরেকেটে

কৎ ধেরেধেরে কেটে ধা, কৎ কেড়েনাক তেরেকেটে কৎ ধেরেধেরে কেটে ধা,

|　　|　　+
কৎ কেড়েনাক তেরেকেটে কৎ ধেরেধেরে কেটে | ধা ॥

\+
|　　|　　|　　|
(৯) ধেরেকেটে তাক ধেরেকেটে তাক ধেৎধা ধেরেধেরে কেটেতাক নাকতাক ত্রাণ

৩ ০
। । ।
তাকত্রাণ তা দিন্ তা কেটেতাক, তেরেকেটে কত্তি কেড়েনাক - ধাঘেনে

১
। । । । ।
ধেরেধেরে কেটেতাক ধা, ক্রাণ, ধাঘেনে ধেরেধেরে কেটেতাক ধা, ক্রাণ,

। । +
ধাঘেনে ধেরেধেরে কেটেতাক - ধা ॥

+
। । । ।
(১০) ধা ঘেড়েনাগ ধেরেধেরে কেটে ধাতি ত্রাণ ধাধা ঘেড়েনাগ তেরেকেটে

। । । । ।
নাগদেৎ থুং- গা ধেটে - ধেরেধেরে কেটেতাক ধা, ক্রাণ তাগেনে

১
। । । । ।
ধেরেধেরে কেটেতাক ধা, ক্রাণ তাগেনে ধেরেধেরে কেটে তাক ধা,

। +
ধেরেকেটে তাক ধা, ধেরেধেরে কেটে তাক | ধা ॥

+ ৩
। । । । । ।
(১১) দুমাকেটে কতান - তা কেড়েনাক তেরেকেটে নাগেতেটে ক্রাণ—

। । । । ।
তেরেকেটে তাক তা—আন তা কতা ঘেঘে নানা ঘেঘে তেরেকেটে ধা,

১
। । । ।
কতা ঘেঘে নানা ঘেঘে তেরেকেটে ধা, কতা ঘেঘে নানা

। +
ঘেঘে তেরেকেটে | ধা ॥

(৭) ত্রিতালের বিভিন্ন উত্থান সেলামী ঃ—

(ক) তাঁ কেকে তেৎ তাঁ তেরেকেটে তেৎ-

৩
। । । ।
তাঁ কেকে তেৎ তাঁ তেরেকেটে তেৎ -

০
। । ।
তেরেকেটে তেৎ তেরেকেটে তেৎ - ধা তেরেকেটে তাক

। । ।
ধেরেধেরে কেটেতাক ধেরেধেরে কেটেতাক ধা

+
ধেরেধেরে কেটেতাক ধা ধেরেধেরে কেটেতাক | ধা ‖

[তাঁ = তবলার সুরে। তেৎ = তবলার গাবে। সমস্ত "ধা" বড় হাতের বা সুরের। বড় হাতের "ধা"-কে সুরের "ধা" বলে।]

+
। । । ।
(খ) ধাগে দেৎ তাগে দেৎ ধাতেরেকেটে তাকা—

৩ ০
। । । । ।
দেৎতা কেড়েনাক ধেনেনে ধেনেনে ধেনে ধেৎ ধেনে

১
। । । । ।
নানা নানা ক্রেধেৎ ক্রেধেৎ ক্রাণ— তাক ক্রাণ তা ধা,

। । +
তাক ক্রাণ তা ধা, তাক ক্রাণ তা | ধা ‖

[ধাগের "ধা", তাগের "তা" এবং অন্যান্য "ধা" তবলার সুরে বা বড় হাতের বাজবে।]

+ ৩
। । । । ।
(গ) ধা ধিন ধা ধিন নাগতেৎ নাগতেৎ কতাকতা

৩ ০
। । । । । । ।
কেড়েনাক ধা ধিন ধা ধিন কৎতা থুংগা ধেৎ - ধা—

১ +

| | | | | |

কেড়েনাক তেরেকেটে ঘেঘেনাগ ঘেড়েনাগ তাক ক্রাণ তা—

৩ ০

| | | | | | | |

কেকে কেকে তাক ক্রাণ তা কেকে কেকে, তাক ক্রাণ তা

১

| | | | | | +

কেকে কেকে ঘিন্ তেড়ান দেৎ কতাকতা কেড়েনাগ | ধা ॥

["ধাধিন" বাজবে তবলার বড় হাতে বা সুরে। "কত্তাকত্তা" বাজবে তবলার এবং বাঁয়ার গাবে। "কৎতা"র "তা" তবলার সুরে বা বড় হাতে বাজবে। "থুংগা" = বড় দীন্ + বাঁয়ার গুপোতে "গা"।]

+ ৩ ০

| | | | | | | | | |

(৬) ধেৎ ধেৎ ধেটে ধেটে ঘেঘে তেটে গদী ঘেনে কতেরেকেটে

| | | | | +

ধেৎকেটে ধেটে ঘেঘেত্বা— ঘেঘে তেরেকেটে | ধা ॥

["ত্বা" বাজবে তবলায়। বড় "তা" বা সুরের "তা"।]

(৭) **মুখোড়া, মহড়া বা জোড়া :—**

০ ১

| | | | | |

(এক) তাকে থুন্না কেটেতাক তাতেরেকেটে তাক তেরেকেটে

| | +

তাক তা তেরেকেটে | ধা ॥

০ ১

| | | | | |

(দুই) ধেরেধেরে কেটেতাক তাতেরে কেটে তাক তেরেকেটে তাক তা

| | +

তেরেকেটে ঘেড়ান— | ধা ॥

০ ১

| | | | | | | | +

(তিন) তাগে তেটে ধাগেনে ধাতেটে ধাগেনে ধাতেটে | ধা ॥

o
| | | | | |
(চার) তাক - তিন তিন তাতা তিন তিন তাকেটে নাঘেনে
| | +
নাঘেনে নাঘেনে | ধা ॥

o
| | | |
(পাঁচ) তেরেকেটে তাক তেরেকেটে তাক তাতেরেকেটে তাক
| | | +
তেরেকেটে তাক তা তেরেকেটে | ধা ॥

o
| | | |
(ছয়) তাক - থুনা কেটেতাক তেরেকেটে তাক তাতেরেকেটে
১
| | | | +
ঘেনাগ ধা থুনা ঘেনাগ ধ থুনা | ধা ॥

o ১
| | | | | |
(সাত) দেৎ কতানে ঘেন্ দীকেড়ে থুন্ না তেটেকতা ঘেন্ —
| | +
তেটেকতা ঘেন্ - তেটেকতা | ঘেন্ ॥

[দ্রষ্টব্য :—"মুখোড়া", "মহড়া" বা "তোড়া", সাধারণতঃ ত্রিতালের বিলম্বিত, মধ্যলয়ের এবং মধ্যলয়ের একটু উপরের লয়ের ঠেকার ফাঁক থেকে (ন' মাত্রা থেকে অর্থাৎ আট মাত্রা বাজাবার পরের থেকে) কখনো কখনো দ্রুত ত্রিতালের 'সম' থেকে এবং ফাঁক থেকেও বাজানো চলে। সাধারণ নিয়ম এই যে—অন্য কোন বোল বাজাবার আগে "মুখোড়া", "মহড়া" বা "তোড়া" বাজিয়ে অন্য বোল বাজানো হয়। এই নিয়মেরও ব্যতিক্রম হয় সঙ্গত করবার সময়।]

(৯) **বিভিন্ন চক্রদার** [সমস্ত চক্রদার বোল তিনবার করে বাজাতে হয় সমস্ত ধা সহ।]:

+
| | | |
(এক) ধেরে ধেরে কেটেতাক তাকিটি ধা, ধেরে ধেরে কেটেতাক তাকিটি ধা,
৩
| | | |
তাকিটি ধা, তাকিটি ধা, ধেরেধেরে কেটেতাক ধা,

০

ধেরেধেরে কেটেতাক ধা, ধেরেধেরে কেটেতাক, ধেরেধেরে কেটেতাক

১ +

তাক ক্রাণ ধা কৎ ধা, ধেরেধেরে কেটেতাক, তাক ক্রাণ ধা কৎ ধা,

ধেরেধেরে কেটেতাক তাক ক্রাণ ধা কৎ ধা—

[উপরের বোলটা চক্রদার বোলের মুখ। এই বোলটা তিনবার ত্রিতালের সম থেকে বাজাতে হয়। ঐ মুখটা ২১ মাত্রায় গঠিত। ১০ মাত্রার অন্তর্গত ঝাঁপতালে "সম" থেকে ১ বার বাজালেও চলবে। সঙ্গতের সময় ঐ বোলটা ১ বার বাজানোই ভালো। চক্রদার বোলগুলি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দীর্ঘ হয়। সেইজন্য সঙ্গতে ব্যবহার করা উচিত নয়। বিশেষ করে কণ্ঠ সঙ্গীতে। সেতার বা স্বরোদে ব্যবহার করলে অসমীচীন হয় না। তবে এই চক্রদার জাতীয় দীর্ঘ বোলগুলি একক বা লহরা বাজানোর সময় ব্যবহার করাই যুক্তিসঙ্গত। উপরের বোলটা (চক্রদার) ত্রিতালের যে কোনো প্রকার লয়ে "সম" থেকেই উঠবে। এই চক্রদারে ৯ ধা-র তেহাই আছে।

\+

(দুই) দীং দীং নাংয়ড় নাংয়ড় তাকেটে তাকেটে ধাতেরেকেটে ধেতেটে

৩

ঘেড়ে নাগ দীন্ নানা কত্তা - ধেরেধেরে কেটেতাক তাতেরে কেটেতাক

০

তাতেরে কেটেতাক তাক ক্রাণ ধা, ধেরেধেরে কেটেতাক

তাতেরে কেটেতাক তাতেরে কেটেতাক তাক ক্রাণ ধা,

১

ধেরেধেরে কেটেতাক তাতেরে কেটেতাক

| |
তাতেরে কেটেতাক তাক ক্রাণ ধা॥

[উপরের বোলটা চক্রদার বোলের মুখ। দুনী ত্রিতালের সম থেকে পুরো বোলটা তিনবার বাজাতে হবে। ঝাঁপতালেও সম থেকে বাজানো যায়। সঙ্গতে ব্যবহার না করাই ভালো। তারের যন্ত্র বা লহরায় অনায়াসে ব্যবহার করা যাবে। এই মুখটা তিনবার বাজালে সর্বসমেত ৯টি ধা পড়বে। এটাকে ন'ধার চক্রদার বোলও বলা যেতে পারে।]

+
| | | |
(তিন) ধা তেরেকেটেতাক তাতেরে কেটেতাক দীন্ দীন্ ধেটে ধেটে

৩ ০
| | | | | |
ক্রেধা তেটে কৎ - ক্রেধা তেটে ধা ধা, ক্রেধা তেটে ধা ধা

১ +
| | | | | | |
ক্রেধা তেটে ধা ধা ধা ; ক্রেধা তেটে ধা ধা ক্রেধা তেটে ধা ধা

৩
| | | | | | |
ক্রেধা তেটে ধা ধা ধা ; ক্রেধা তেটে ধা ধা ক্রেধা তেটে ধা ধা

০
| | | |
ক্রেধা তেটে ধা ধা ধা ; (১)- ধা তেরেকেটেতাক

১ +
| | | | |
তা তেরেকেটেতাক দীন্ দীন্ ধেটে ধেটে ক্রেধা তেটে কৎ-

৩
| | | | | |
ক্রেধা তেটে ধা ধা ক্রেধা তেটে ধা ধা, ক্রেধা তেটে ধা ধা ধা ;

০
| | | |
ক্রেধা তেটে ধা ধা, ক্রেধা তেটে ধা ধা,

১ +
| | | | | | |
ক্রেধা তেটে ধা ধা ধা ; ক্রেধা তেটে ধা ধা ক্রেধা তেটে ধা ধা,

৩
| | | | |
ক্রেধা তেটে ধা ধা ধা ; (২) ধাতেরে কেটেতাক তাতেরে কেটেতাক

০ ১
| | | | | |
দীন্ দীন্ ধেটে ধেটে ক্রেধা তেটে কৎ - ক্রেধা তেটে ধা ধা,

+
| | | | | |
ক্রেধা তেটে ধা ধা ; ক্রেধা তেটে ধা ধা ধা ; ক্রেধা তেটে ধা ধা,

৩ ১
| | | | | |
ক্রেধা তেটে ধা ধা, ক্রেধা তেটে ধা ধা ধা, ক্রেধা তেটে ধা ধা,

| | | | +
ক্রেধা তেটে ধা ধা, ক্রেধা তেটে ধা ধা | ধা ॥

[উপরের চক্রদার বোলটা মোট ৮১ মাত্রার। ত্রিতালের যে কোনো লয়ে "সম" থেকে এবং ঝাপতালের যে কোনো লয়ে "সম" থেকেই উঠবে। এই চক্রদার বোলটাতে মোট ৬৪টি ধা আছে।]

+
| | |
(চার) ধা ধিন্ ধা কিট্ তাকিটি তাকিটি কিট্ দুমকেটে তাকিটি

৩
| | |
তাকিটি কিট্ তাকদুম কেটেতাক গদীঘেনে ধা, - (১) ধাধিন্

০
| | |
ধা কিট তাকিটি তাকিটি কিট্ দুমকেটে তাকিটি তাকিটি কিট্

| | |
তাক্ দুম কেটেতাক গদীঘেনে ধা, - (২) ধাধিন ধাকিট্

১
।　　　　।　　　　।
তাকিটি তাকিটি কিট্　দুমকেটে তাকিটি　তাকিটি কিট্

।　　　　+
তাকদুম কেটেতাক গদীঘেনে | ধা ॥ (৩

(১০) **মধ্য ও দ্রুত লয়ের একতালার ১২ এবং ২৪ মাত্রা সংক্রান্ত বিভিন্ন তেহাই সহ টুকরা ঃ**

+　　　　৩　　　　০
।　　　　।　　　　।
(এক) কৎ তেটে　তেটে　কতেটে　ঘেতেটে　কতাগ　ঘেনাগ

১　　　　+
।　　　　।
ঘেঘে　নাগ　নাগ　তেরেকেটে তাক　তেরেকেটে তাক

৩　　　　০　　　　১　　　　+
।　　　　।　　　　।　　　　।
তা তেরেকেটে তাক, -　তাতা কতা　কতা গদীঘেনে ধা

০
।　　　　।
তাতা কতা　কতা গদীঘেনে　ধা,　তাতা　কতা

১
।　　　　+
কতা গদীঘেনে | ধা ॥

+　　　　০　　　　১
।　　।　　।　　।　　।　　।
(দুই) তাগেন্না　ধেৎন্না　দেৎ ধেৎ তা ধুমাকেটে তাকা গদীঘেনে ধা

+　　　　৩
।　　।　　।　　　　+
ধুমাকেটে　তাকা　গদীঘেনে　ধা ধুমাকেটে তাকা গদীঘেনে ধা ॥

+　　৩　　০　　１
।　　।　　।　　।
(তিন) **কৎত্তা ধা, দীঘেনে না— তেরেকেটে তাক তা - না কত্তা**

+　　৩　　০　　১
।　　।　　।　　।
ঘেঘে তেটেকেটে তাক　ঘেড়ান তা ধাত্তা - ঘেঘে তেটেকেটে

+ ৩ ০ ১ +
তাক ঘেড়ান তা ধাতা, ঘেঘে তেটেকেটে তাক ঘেড়ান্ তা | ধা ॥

+ ৩ ০ ১
(চার) নাগদেৎ - নাগদেৎ কেটেতাক নাগতেরেকেটে তাক তাতেরেকেটে তাক

+ ৩ ০ ১
গদীন্ তাড়ে ধেরেধেরে কেটেতাক দেৎ দেৎ দেৎ দেৎ দেৎদেৎ ঘেড়েনাগ

+ ৩ ০ ১ +
কেড়েনাগ তিনতা ঘেন্নাড়্ ধা ক্রেধা দিন তা কতিটে ধা, কেটেতাক

৩ ০ ১ +
ধেরেধেরে কেটেতাক কেড়েনাক তিনতা ঘেন্নাড় ধা ক্রেধা দিন্তা

৩ ০ ১ +
কতিটে ধা, কেটেতাক ধেরেধেরে কেটেতাক কেড়েনাক দিনতা

৩ ০ ১ +
ঘেন্নাড় ধা ক্রেধা দিন্ তা কতিটে | ধা

+ ৩ ০ ১ + ৩
(পাঁচ) ধাগেতেটে তাগেতেটে তাকদিন নাগেতেটে ক্রেধাতেটে তাগেতেটে

০ ১ + ৩ ০ ১
গদীঘেনে নাগতেটে দেৎ দেৎ ধেটেধেটে কতান্ আন্তা কেড়েনাক

+ ৩ ০ ১ + ৩
তাগেতেটে কতা ঘেঘেতেটে কতা ঘেঘেতেটে ঘেঘেতেটে গদীঘেনে

০ ১ + ৩ ০ ১ +
ধা, কতা ঘেঘেতেটে গদীঘেনে ধা, কতা ঘেঘেতেটে গদীঘেনে | ধা ॥

+
।
(ছয়) তা ধা তাকিট ধা ধেরেধেরে কৎ ধেনে ধেড়ান্ ধিন

+
।
ধাগে তেরেকেটে থুন্না কত্তা ধেরে ধেরে কৎ - ধেরে ধেরে কৎ

৩
। ।
ধেরে ধেরে কেটে তাক তা তেরে কেটে তাক ধে - ড়ে - নাকে ধিন

ধাধিন ধা ধাধিন ধা ক্রেধিন ধা ক্রেধিন ধা

১
। +
ধা তেরেকেটে ধেত্তেটে কত্তা গদীঘেনে। ধা।।

\+ ৩ ০ ১
। । । ।
(সাত) ত্রেকেটে তাগেনে ধাগে ধাগে ত্তেটে কৎ ত্তেটে ত্তেটে তাগেনা থুঙান্

\+ ৩ ০ ১
। । । ।
ত্রেকেটে ধেৎত্তা ধাধা থুনা, ঘেনা ঘেনা ঘেনা কত্তেটে ক্রান্—

\+ ৩ ০
। । ।
তাধান্ ত্তেটে, কত্তেরেকেটে ধেকেটে দীঘেনে নাগেনে

১ + ১
। । ।
তেরেকেটে তাক তান— ক্রান্ ত্তেটে, ধাধা ত্তেটে ঘেনা

০ ১ ৩
। । + ।
ধাধা ত্তেটে ঘেনা, ধাধা ত্তেটে ঘেনা ধা, ধাধা ত্তেটে ঘেনা

০ ১ + ৩
। । । ।
ধাধা ত্তেটে ঘেনা ধাধা ত্তেটে ঘেনা ধা, ধাধা ত্তেটে ঘেনা

০ ১
। । +
ধাধা ত্তেটে ঘেনা ধাধা ত্তেটে ঘেনা। ধা।।

(১১) ঝাঁপতালের কায়দা (১০ মাত্রা সংক্রান্ত) ঃ

(ক) খুলী—ধাগে নাধা তেরেকেটে ধাধা তেরেকেটে

মুদী—তাগে নাধা তেরেকেটে ধাধা তেরেকেটে।

(খ) খুলী—ধাগে নাধা তেরেকেটে ধাগে নাধা তেরেকেটে ধাধা তেরেকেটে

মুদী—তাগে নাধা তেরেকেটে ধাগে নাধা তেরেকেটে ধাধা তেরেকেটে।

(গ) খুলী—ধাগে নাধা ঘেন্ - ধাধা তেরেকেটে

মুদী—তাগে নাধা ঘেন্ ধাধা তেরেকেটে।

(ঘ) খুলী—ধাধা ঘেন্ ধাগে নাধা তেরেকেটে

ধাধা ঘেন্ ধাগে নাধা তেরেকেটে

মুদী—তাতা কেন্ ধাগে নাধা তেরেকেটে

ধাধা ঘেন্ ধাগে নাধা তেরেকেটে

(ঙ) খুলী—ধা তেরেকেটে ধা তেরেকেটে ধা ধা তেরেকেটে

তেরেকেটে ধা ধা তেরেকেটে ধা ধা তেরেকেটে

মুদী—তা তেরেকেটে ধা তেরেকেটে ধা ধা তেরেকেটে

তেরেকেটে ধা ধা তেরেকেটে ধা ধা তেরেকেটে।

(চ) খুলী—ধিনা ধিনা ধাগেনা ধা তেরেকেটে

মুদী—তিনা ধিনা ধাগেনা ধা তেরেকেটে

(ছ) খুলী—ধাগে নাধা তেরেকেটে ধিনা ঘেনা

মুদী—ধিনা ঘেনা তেরেকেটে তেরেকেটে তেরেকেটে।

(জ) খুলী—তেরেকেটে ধিনা ধাগেনা ধা তেরেকেটে তেরেকেটে ধিনা ধিনা

তেরেকেটে ধিনা ধাগেনা ধা তেরেকেটে তেরেকেটে ধিনা ধিনা

মুদী—তেরেকেটে তিনা তাগেনা ধা তেরেকেটে তেরেকেটে ধিনা ধিনা

ধিনা ঘেনা ধিনা ঘেনা ধাগে নাধা তেরেকেটে ধাগে নাধা তেরেকেটে।

(ঝ) খুলী—ধাধা তেরেকেটে ধিনা ধা ধিনা

মুদী—তাতা তেরেকেটে ধিনা ধ ধিনা

খুলী—ধাঘে নাধা তেরেকেটে ধাগে ধিনা

মুদী—তাগে নাধা তেরেকেটে ধাধা তেরেকেটে

(ঞ) খুলী—ধিনা ঘেনা ধাগেনা ধা - আ

ধিনা ধাধা তেরেকেটে ধিনা ঘেন

মুদী—তিনা কেনা তাকে না তা - আ

ধিনা ধাধা তেরেকেটে ধিনা ঘেনা।

(ট) তেহাই—ধাঘে নাধা তেরেকেটে ধিনা ধা আ আ - আ

ধাঘে নাধা তেরেকেটে ধিনা ধা আ - আ - আ

ধাঘে নাধা তেরেকেটে ধিনা । ধা

(১২) ঝাঁপতালের টুকরা

(ক) ধাধিন ধাকিটি তাকিটি তাকিটি কিট্

দূমকেটে তাকিটি তাকিটি কিটু তাকদুম কেটেতাক গদীঘেনে । ধা

তেহাই যুক্ত (খ) দীন্ দীন্ ধেটে ধেটে ক্রেধাতেটে কৎ তেটে কেড়েনাক

তেরেকেটে ধা. কেড়েনাক তেরেকেটে ধা ধা. কেড়েনাক

তেরেকেটে ধা ধা । ধা

(গ) তেরেকেটে তাকতেরে কেটেতাক ধাতি ধা,

ধাতি ধা, তেরেকেটে তাকতেরে কেটেতাক

ধাতি ধা, ধাতি ধা, তেরেকেটে

তা তরে কেটেতাক ধাতি ধা, ধাতি । ধা

(ঘ) ক্রেধেৎতা কেটেতাগে দীংনাগে তেটেকেটে তাঁড়ে ধা

ধেটে ধা কতা গদীঘেনে ধেরেধেরে কৎ - ধেরেধেরে কৎ

তাক্তা ধিন্ ধিন্. ধেরেধেরে কৎ - ধেরেধেরে কৎ—

তাক্তা ধিন্ ধিন্. ধেরেধেরে কৎ- ধেরেধেরে কৎ—

তাক্তা ধিন্ ধিন্ । ধা

(১৩) ঝাঁপতালের রেলা

(ক) ধাতেরেকেটে ধাগেনে ধাগে থুন্না কতা তাগে ত্রেকে থুন্না কতা

ধাতেরেকেটে ধাগেনে ধাগে থুন্না কতা ।

(খ) ঘেড়েনাগ তেরেকেটে ঘেড়েনাগ ঘেড়েনাগ তেরেকেটে

কেড়েনাগ তেরেকেটে ঘেড়েনাগ ঘেড়েনাগ তেরেকেটে।

(গ) ধেরেধেরে কেটেতাক ধেরেধেরে ধেরেধেরে কেটেতাক

তেরেতেরে কেটেতাক ধেরেধেরে ধেরেধেরে কেটেতাক।

(ঘ) ধেনেঘেনে ধাগেত্রেকে ধেনেঘেনে ধেনেঘেনে ধাগেত্রেকে

তেনেকেনে তাগেত্রেকে ধেনেঘেনে ধেনেঘেনে ধাগেত্রেকে

(ঙ) ধাতেটে ঘেড়েনাগ তিগনাগ ধাতেটে ঘেড়েনাগ তিগনাগ ধাতেটে

ঘেড়েনাগ তাতেটে কেড়েনাগ, তাতেটে কেড়েনাগ তিগনাগ ধাতেটে

ঘেড়েনাগ তিগনাগ ধাতেটে ঘেড়েনাগ তাতেটে ঘেড়েনাগ।

(১৪) কণ্ঠ এবং যন্ত্রসঙ্গীতে তবলার সঙ্গত করার সাধারণ নিয়ম

'সংগত' অর্থে 'সমগত'। কণ্ঠসঙ্গীত এবং যন্ত্রসঙ্গীতে গতি অনুযায়ী তবলা সঙ্গতের গতি হওয়া দরকার। কণ্ঠসঙ্গীত বা যন্ত্রসঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গতের সময় তবলা-শিল্পীকে একথা সর্বদা মনে রাখতে হবে, গায়ক বা বাদক যেন অযথা তাঁদের সঙ্গীত পরিবেশনে ব্যাহত না হন। অনেক তবলা-শিল্পী নিজের গুণপণা প্রদর্শন করবার অভিপ্রায়ে অসঙ্গত এবং নিষ্প্রয়োজনভাবে দীর্ঘ 'বোল' বাজিয়ে থাকেন। এতে সঙ্গীতের আসল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। সঙ্গীতের মূল উদ্দেশ্য হলো রসসৃষ্টি করা। এই রসসৃষ্টি ব্যাহত হতে বাধ্য, যদি তবলা-শিল্পী, গায়ক বা বাদকের সঙ্গীত পরিবেশন ক্ষেত্রে পূর্ণ সহযোগিতা না করেন। উদাহরণস্বরূপ আমার গুরু, ওস্তাদ মসীদ খান-সাহেবের সুযোগ্য পুত্র ওস্তাদ কেরামৎ খান-সাহেবের কথা ধরা যাক। গোটা ভারতে এমন সঙ্গতকার আর দ্বিতীয়টা পাওয়া যায় না। তিনি কখনো কোনো গায়ক বা বাদককে ছাপিয়ে সঙ্গত করেন না। যেখানে যেটুকু প্রয়োজন, ঠিক সেখানে মাপ মতো ততটুকুই বোল-বাণী প্রয়োগ করেন। তবলায়

জবাবী সঙ্গত বলে একটা কথা আছে। কণ্ঠসঙ্গীতের চেয়ে যন্ত্রসঙ্গীতেই এর পরিধি বিস্তৃত। জবাবী-সঙ্গতেও দেখা গেছে-ওস্তাদ কেরামৎ খান-সাহেবের জুড়ি নেই।

জবাবী সঙ্গত খুবই কঠিন। বিশেষ করে "তত" জাতীয় (তারের যন্ত্র) বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সঙ্গত করাটা নানা রকম ছন্দের বোল-বাণী জানার উপর নির্ভর করে। অবশ্য এটা ঠিক যে, সেতার, সরোদ, প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রে উত্থিত সমস্ত প্রকার ছন্দের এবং লয়কারীর উপযুক্ত প্রত্যুত্তর বা জবাব তবলায় দেওয়া যায় না। আবার তবলায় যে প্রকার ছন্দের এবং লয়কারী দেখানো হয়, তারও সমস্ত প্রকার উপযুক্ত প্রত্যুত্তর সেতার, সরোদে দেখানো সম্ভব নয়। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই জবাব দেওয়া সম্ভব হয়।

সাথ-সঙ্গত বলেও একটা কথা আছে। এটা কণ্ঠসঙ্গীতেও চলে, আবার যন্ত্রসঙ্গীতেও চলে। তবে সাথ-সঙ্গত করতে হলে দু' পক্ষকে লয়ে এবং তালে অত্যন্ত সজাগ থাকতে হয়। একটু এদিক-ওদিক হলেই লয়ে ও ডেরায়-ঠিক থাকলেও বেতালা হতে হয়। সাধারণতঃ ছোট ছোট কাজগুলির সাথ-সঙ্গত হয়। বড় কাজের সঙ্গে সাথ-সঙ্গত (ঢিমালয়ে দু-তিন আবর্দা ঘুরে আসা) করাটা বিপদ-জনক। এটা পারতপক্ষে না করাই ভালো।

(১৫) লহরা বাজাবার (একক্তালে বাজানো)
সাধারণ নিয়ম

(ক) উঠান, (গ) পেস্কার (ঙ) কায়দা (ছ) টুকরা (ঝ) পাল্লাদার গৎ
(খ) ঠেকা, (ঘ) চলন (চ) গৎ (জ) রেলা (ঞ) বিভিন্ন চক্রদার।

সারেঙ্গী, হারমোনিয়াম ও বেহালায় লহরার যে কোনো তালে গৎ-এর মুখ দেওয়া চলে। বেশীর ভাগ ত্রিতালায় তবলা লহরা বাজানো হয়। ত্রিতালায় ঢিমা লয়ে চন্দ্রকোষ রাগের গৎ লহরায় বাজানো হয়। যিনি লহরায় গৎ-এর 'মুখ' দেবেন, তিনি শুধু "মুখ-ই" বাজিয়ে যাবেন। কোনো "তান" ইত্যাদি করবেন না। ক্রমশঃ গৎ-এর লয় তবলাশিল্পীর সঙ্কেত অনুযায়ী বাজিয়ে যাবেন। লহরা বাজানোর সময় সাধারণতঃ আজকাল ছোট মুখের তবলা ব্যবহৃত হয় এবং তবলা সি সার্পের সুরে বেঁধে নিতে হয়।

সঙ্গীতশাস্ত্রে শিল্পীদের নানা রকম মুদ্রাদোষ

এখানে তবলিয়াদের কথাই বলছি। তাঁদের প্রথম থেকেই সতর্ক হওয়া দরকার। মুদ্রাদোষ যথা :—

(১) তবলা বাজাবার সময় ঘন ঘন শরীর দোলানো।

(২) "সম" দেখাতে গিয়ে নাটকীয় ভঙ্গীতে হাত ছোঁড়া এবং মুখভঙ্গী করা।

(৩) তবলা বাজাতে বসে শ্রোতাদের দিকে চেয়ে অকারণ হাস্য করা এবং মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে মাথার চুল পিছন দিকে আনবার চেষ্টা করা।

(৪) তবলা বাজানো কালে বিড় বিড় করে বোল-বাণী উচ্চারণ করা।

(৫) ডান বা বাঁদিকে ঘাড় কাৎ ক'রে তবলা বাজানো।

(৬) জিব্ বের ক'রে তবলা বাজানো।

(৭) "সমের" স্থানে একটা বিশ্রী হুঙ্কার ক'রে "সম" নির্দেশ করা।

(৮) তালু ও জিবের সংযোগে মুখে "চিক-চিক" করে শব্দ করা।

(৯) পা দিয়ে আঘাত করে "সম" দেখানো।

(১০) ঊর্ধ্ব নেত্রে তবলা বাজানো।

(১১) ডন-কুস্তি করার ভঙ্গীতে বাঁয়া র‍্যাদার মত ঘষা।

(১২) "সমের" স্থানে তবলার হাত (ডান বা বাঁ-হাত) প্রায় কপালের সমান তুলে তবলায় একটা বড় চাপড় মেরে অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করা।

এই সব বিশ্রী এবং হাস্যকর মুদ্রাদোষগুলি যাতে প্রকাশ না পায়, তার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে তবলা শিল্পীদের তবলায় রেওয়াজ করা উচিত। সাধনার বস্তুকে এমনি ভাবে মুদ্রাদোষ ক্লিষ্ট করা কোনো তবলা শিল্পীর উচিত নয়।

ত্রিতালের আরও কয়েকটি বোল-বাণী

[এই পুস্তকের ১১ পৃষ্ঠায় এই তালের ঠেকা এবং মাত্রাদির বিবরণ দেওয়া হয়েছে]

মহড়া—(তেহাই যুক্ত) :

০
| | | |
(১) তাকে থুন্ তেরেকেটে তেক্তাক্ তাক্ তেরেকেটে তাক্ কেটেতাক্ তেরেকেটে।

১
| | | | +
কেটেতাক্ তেরেকেটে ধা কেটেতাক্ তেরেকেটে ধা কেটেতাক্ তেরেকেটে | ধা

| | | |
(২) ধাগেনে ধা তেরেকেটে ঘেনে ধাগনাগ ধেনে ঘেনে।

৩
| | | |
তা তেরেকেটে তা তেরেকেটে ঘেনে ধাগনাগ ধেনে ঘেনে।

৪ ১

ধা তেরেকেটে ধা তেরেকেটে ঘেনে ধা কৎ, ধা তেরেকেটে ধা | তেরেকেটে

+

ঘেনে ধা কৎ, ধা তেরেকেটে ধা তেরেকেটে ঘেনে | ধা

+ ৩

(৩) তাক্ থুনা কেটতাক তেরেকেটে | তাকতেরে কেটে তাক থুন্না কেটেতাক্ |

০ ১ +

থুন্না কেটেতাক ধা, থুন্না | কেটেতাক ধা, থুন্না কেটেতাক | ধা

+ ৩

(৪) তাক্ থুনা কেটেতাক্ তেরেকেটে | তাক্ তেরেকেটে তাক্ ধেরেধেরে কেটেতাক্ |

০ ১ +

ধেরেধেরে কেটেতাক্ ধা, ধেরেধেরে | কেটেতাক্ ধা, ধেরেধেরে কেটেতাক | ধা

একতালার আরও কয়েকটি বোল-বাণী

[এই পুস্তকের ১৬ পৃষ্ঠায় ঠেকা এবং মাত্রাদির বিবরণ দেওয়া হয়েছে]

মহড়া—(তেহাই যুক্ত):

+ ৩ ০

(১) ধিন্ ধিনা কেটেতাক্ | ধাগে থুনা কেটেতাক্ | থুন্ থুনা কেটেতাক্ |

১ +

তেরেকেটে তাক্ দেৎ তেরেকেটে | (এই পর্যন্ত ২ বার বাজিবে) ধিন্ থুনা

৩ ০

কেটেতাক্ তেরেকেটে তাক্ দেৎ তেরেকেটে ধিন্, থুনা কেটেতাক

১ +

তেরেকেটে তাক্ দেৎ তেরেকেটে | ধিন্

+ ৩ ০

(২) ধাগে নেধা তেরেকেটে | ধাগে থুনা কেটেতাক্ | ধা দিন্তা কেটেতাক্

১ + ৩

। । । । । । । ।

তেরেকেটে তাক্ তাক্ তেরেকেটে | ধা থুনা কেটেতাক্ | তেরেকেটে তাক্ তাক্

০ ১

। । । । । । । +

তেরেকেটে | ধা থুনা কেটেতাক্ | তেরেকেটে তাক্ তাক্ তেরেকেটে | ধা

+ ৩ ০

। । । । । । । । ।

(৩) ধ্রান্ থুন্না কেটেতাক্ | ধ্রান্ থুন্না কেটেতাক্ | ধ্রান্ থুন্না কেটেতাক্ |

১ + ৩

। । । । । । । ।

তেরেকেটে তাক্ তাক্ তেরেকেটে | ধা কতা ক্রান্ | তেরেকেটে তাক্ তাক্

০ ১

। । । । । । । +

তেরেকেটে ধা কতা | ক্রান্ তেরেকেটে তাক্ তাক্ তেরেকেটে | ধা

+ ৩ ০ ১

। । । । । । । । । । ।

(৪) ধা ঘেনা থুনা | ধা ঘেনা থুনা | ধা ঘেনা থুনা | কেটেতাক তিক্তাক্

+ ৩

। । । । । । ।

তেরেকেটে | ধা ঘেনা থুনা | কেটেতাক্ তিক্তাক্ তেরেকেটে |

০ ১

। । । । । । +

ধা ঘেনা থুনা | কেটেতাক্ তিক্তাক্ তেরেকেটে | ধা

ঝাঁপতালের আরও কয়েকটি বোল-বাণী

[এই পুস্তকের ১৮ পৃষ্ঠায় ঝাঁপতালের ঠেকার বোল-বাণী দেওয়া হয়েছে]

তাল মাত্রাঙ্ক এবং ছন্দ :—

+ ৩ ০ ১

। । । । । । । । । । ।

১ ২— | ১—২—৩ | ১—২— | ১—২—৩—।

মহড়া—৮মাত্রা তৃতীয় তাল হইতে :—

+ ৩ ০

| | | | | |

(১) (ধিনা) | কেটতাক তেরেকেটে তা | তা তেরেকেটে তাক্ |

১ +

| | | |

তেরেকেটে তাক্ তেরে কেটে তাক্ | ধা

তেহাই—(তৃতীয় তাল হইতে) :—

+ ৩ ০

| | | | | |

(ধাগে) | তেটেকতা গদিঘেনে ধা | তেটেকতা গদিঘেনে |

১ +

| | | |

ধা, তেটেকতা গদিঘেনে | ধা,

তেহাই যুক্ত পরণ :—

+ ৩ ০

| | | | | |

(২) ধুমাকেটে তাক্ তাক্ | ধুমাকেটে ধুমাকেটে তাক্ তাক্ | তাক্ ধুমা

১ + ৩

| | | | | | | |

কেটে তাক্ | ধুমাকেটে তাক্ ধুমা কেটেতাক্ | ধা কৎ | ধুমাকেটে তাক্ ধুমা

০ ১ +

| | | | | | |

কেটেতাক্ | ধা কৎ | ধুমাকেটে তাকধুমা কেটেতাক্ | ধা

+ ৩ ০

| | | | | | |

(৩) ধাগে তেরেকেটে | ধাগে তেরেকেটে তেরেকেটে | ধাগে তেরেকেটে ধা |

১ + ৩

| | | | | | |

ধাগে তেটেকতা গদিঘেনে | ধা তেটেকতা | গদিঘেনে ধা গদিঘেনে |

০ ১

| | | | | +

ধা তেটেকতা | গদিঘেনে ধা গদিঘেনে | ধা

তেওরার বোল-বাণী

[এই পুস্তকের ১৯ পৃষ্ঠায় তেওরার ঠেকার বোল-বাণী দেওয়া হয়েছে]

তাল মাত্রাঙ্ক এবং ছন্দ :—

১´ ২ ৩
। । । । । । ।
১—২ ৩ | ১—২ | ১—২ | (এই তালের প্রথম তাল বা ১ চিহ্নই সোম)

তেহাই যুক্ত পরণ :—

১´ ২ ৩
। । । । । । ।
(১) ধুমাকেটে ধুমাকেটে কেটেতাক্ | তাক্ধুমা কেটেতাক | ধুমাকেটে তাক্তাক্ ।

১´ ২ ৩
। । । । । । ।
তাক্ধুমা কেটেতাক্ গদিঘেনে | ধা কৎ | তাক্ ধুমাকেটেতাক |

১´ ২ ৩ ১´
। । । । । । । ।
গদিঘেনে ধা কৎ | তাক্ধুমা কেটেতাক্ | তেটেকতা গদিঘেনে | ধা

১´ ২ ৩ ১´
। । । । । । । ।
(২) ধাগে তেরেকেটে থুন্না | ধাগে তেরেকেটে | ধাগে তেরেকেটে | তাকে

২ ৩ ১
। । । । । । ।
তেরেকেটে থুন্না | তাকে তেরেকেটে | তাকে তেরেকেটে | ধাগে তেরেকেটে

২ ৩ ১´ ২
। । । । । । । । । ।
থুন্না | ধা ধাগে | তেরেকেটে থুন্না | ধা ধাগে তেরেকেটে | থুন্না ধা ।

৩ ১´
। । ।
ধাগে তেরেকেটে । ধা

১´ ২ ৩
। । । । । । ।
(৩) ধা তেরে কেটেতাক্ তেরেকেটে | ধা তেরে কেটেতাক্ | ধা তেরে কেটেতাক্ ।

১´ ২ ৩
। । । । । । ।
তা তেরে কেটেতাক তেরেকেটে | তা তেরে কেটেতাক্ | তা তেরে কেটেতাক ।

১ ২ ৩ ১
| | | | | | | |
ধা ধা তেরে কেটেতাক | ধা তেরে কেটেতাক্ | ধা কৎ | ধা তেরে
২ ৩ ১´
| | | | | | |
কেটেতাক্ ধা | কৎ ধা তেরে | কেটেতাক তেরেকেটে | ধা

ঝুমরার বোল-বাণী

[এই পুস্তকের ১৭ পৃষ্ঠায় ঝুমরার ঠেকা-র বোল-বাণী দেওয়া হয়েছে।]

তাল মাত্রাঙ্ক এবং ছন্দ :—

+ ৩ ০ ১
| | | | | | | | | | | | | | |
১—২— ৩ | ১—২—৩—৪ | ১—২—৩ | ১—২—৩—৪ |

তেহাই যুক্ত পরণ :—

+ ৩
| | | | | | |
(১) ধা তেরে কেটেতাক্ তেরেকেটে | ধা তেরে কেটেতাক্ ধেরেধেরে কেটেতাক্ ।
০ ১
| | | | | | |
ধা তেরে কেটেতাক্ তেরেকেটে | ধা তেরে কেটেতাক ধেরেধেরে কেটেতাক ।
+ ৩ ০
| | | | | | | | |
ধেরেধেরে কেটেতাক্ তেরেকেটে | ধা ধেরেধেরে কেটেতাক্ ধা | কৎ ধেরেধেরে

| | | | | +
কেটেতাক্ | ধা কৎ ধেরেধেরে কেটেতাক্ | ধা

মহড়া :—(৩য় তাল হইতে অর্থাৎ সমের তিন মাত্রা পরে ধরণ)

০
(১) ধিৎ ধেৎ ধাগে তেরেকেটে | থুন্না কেটেতাক্ তেরেকেটে | কেটেতাক
| | | +
তেরেকেটে তেক্তাক্ তেরেকেটে | ধা বা ধিন

সুরফাঁক্তার বোল-বাণী

[এই পুস্তকের ১৯ পৃষ্ঠায় সুরফাঁক্তার ঠেকা-র বোল-বাণী দেওয়া হয়েছে]

তাল মাত্রাঙ্ক এবং ছন্দ :—

+ 0 ৩ ১ 0
। । । । । । । । । ।
১—২ । ১—২ । ১—২ । ১—২ । ১—২ ।

পরণ :—

+ 0 ৩
। । । । । ।
(১) ধুমাকেটে ধুমাকেটে । কেটেতাগ্ ধুমাকেটে । কেটেতাগ্ তাগ্তেটে ।
১ 0 +
। । । । । ।
তাক্ তাক্ ধুমাকেটে । কেটেতাগ্ তাগ্তেটে । তেটেকতা গদিঘেনে ।
0 ৩ ১ 0
। । । । । । । । +
ধা কং । তেটেকতা গদিঘেনে । ধা কং । তেটেকতা গদিঘেনে । ধা

+ 0 ৩ ১
। । । । । । । ।
(২) কং তা ধাতেটে । ধাত্রেকেটে ধেতেটে । কতা ধুমাকেটে । ধাত্রেকেটে ত্রান্ ।
0 + 0 ৩
। । । । । । । ।
তাগে তেটেতেটে । ধাত্রেকেটে ত্রান্ । ধা, কং । ধাত্রেকেটে ত্রান্
১ 0 +
। । । । ।
ধা, কং । ধাত্রেকেটে ত্রান্ । ধা

+ 0 ৩
। । । । ।
(৩) ধাত্রেকেটে ধা ত্রেকেটে ধা । ধাত্রেকেটে ধা ত্রেকেটে ধা । তা ত্রেকেটে ধা
১ 0 +
। । । । । । ।
ত্রেকেটে ধা । ত্রেকেটে ধাগে থুন্না কতা । ধা কং । ধাগে ত্রেকেটে থুন্না কতা ।
0 ৩ ১
। । । । । ।
ধাগে ত্রেকেটে থুন্না কতা । ধাগে ত্রেকেটে থুন্না কতা । থুন্না কতা ধা থুন্না ।
0
। । +
কতা ধা থুন্না কতা । ধা

ধামারের ঠেকা এবং বোল-বাণী

তাল মাত্রাঙ্ক এবং ছন্দ :—১৪ মাত্রা ৩টি তাল ও ৩টি ফাঁক।

০ ০ ৩ ০

১—২—৩ | ১—২ | ১—২ | ১—২—৩ | ১—২ | ১—২

১´ ০ ২ ০

ঠেকা :—ক ধে টে | ধে টে | ধা আ | গ দি নে | দি নে | তা আ।

পরণ :—(তেহাই যুক্ত)

১´ ০ ২ ০

ধাগে তেটে তেটে | তাগে তেটে | তাগে তেটে | তাগে তেটে তেটে।

৩ ০ ১´ ০

ধাগে তেটে | ধাগে তেটে | তেটেকতা গদিঘেনে ধা | কৎ ধা।

২ ০ ৩ ০

তেটেকতা গদিঘেনে | ধা কৎ তেটেকতা | গদিঘেনে ধা | তেটেকতা গদিঘেনে।

ফোরদস্ত তালের বোল-বাণী

[এই পুস্তকের ১৭ পৃষ্ঠায় এই তালের ঠেকা ও মাত্রাদির বিবরণ দেওয়া হয়েছে]

তাল মাত্রাঙ্ক এবং ছন্দ :—১৪ মাত্রা ৫টি তাল ও ২টি ফাঁক।

\+ ৩ ৪ ৫ ০ ১ ০

১—২ | ১—২ | ১—২ | ১—২ | ১—২ | ১—১ | ১—২ |

পরণ :—(তেহাই যুক্ত)

\+ ৩ ৪ ৫

(১) ধেটে তেটে ধা | ধেটে তেটে ধেটে তেটে | ধা ধা ধেটে তেটে | ধা ধা

০ ১ ০

ধেটে তেটে | ধা ধাগেতেটে | ক্রেধাতেটে ক্রেধাতেটে | ধা কৎ |

ক্রেধাতেটে ক্রেধাতেটে | কেটেতাগ্ তাগ্‌তেটে | ক্রেধাতেটে তাগ্‌তেটে

৫ ০ ১ ০ +

ধা কৎ | ক্রেধাতেটে তাগ্‌তেটে | ধা কৎ | ক্রেধাতেটে তাগ্‌তেটে | ধা

\+ ৩ ৪

(২) ধেং ধেং ধেটেতেটে | ক্রেধাতেটে ক্রেধাতেটে | ঘেড়েনাক্‌ তাগদেনে |

৫ ০ ১

কেটেতাক্‌ তেরেকেটে | ক্রেধাতেটে ক্রেধাতেটে | ঘেড়েনাক্‌ তাগদেনে

০ + ৩ ৪

কেটেতাক তেরেকেটে | ক্রেধান্নে ধা ধা | কিটি ধা ক্রেধান্নে | ধা

৫ ০ ১ ০ +

ক্রেধান্নে | ধা ধা কিটি ধা | ক্রেধান্নে ধা | ক্রেধান্নে ধা ধা | কিটি ধা ক্রেধান্নে | ধা

চৌতালের কয়েকটি পরণ

[এই পুস্তকের ১৬ পৃষ্ঠায় চৌতালের ঠেকা ও মাত্রাদির বিবরণ দেওয়া হয়েছে]

\+ ০ ৩ ০

(১) ধেদ্ধেনে নাক্‌ধে | দ্ধেনে নাক্‌ দ্ধেনে নাক্‌ | ধেত্তা গদিঘেনে | ধা গদিঘেনে

৪ ১ +

ধা | তাকৎ থুন্না ধা | তেটেকতা গদিঘেনে | ধা

\+ ০ ৩

(২) কৎতেটে গেগেতেটে | কেটেতাগ্‌ তাগ্‌তেটে | ধুমাকেটে গেগেতেটে

০ ৪ ১ +

কতাকতা ধুমাকেটে | কতাধুমা কেটেকতা | তেটেকতা গদিঘেনে | ধা

\+ ০ ৩

(৩) ধুমাকেটে ধুমাকেটে | কেটেতাগ্‌ তাগ্‌তেটে | তাগ্‌তেটে ধুমাকেটে |

০ ৪ ১

কেটেতাগ্‌ তাগতেটে | তাক্‌ তাক্‌ ধুমাকেটে | কেটেতাগ্‌ তাগ্‌তেটে

```
+                    0                    ৩
|        |           |          |           |          |
কেটেতাগ্‌ তাগ্‌তেটে | তেটেকতা গদিঘেনে | তেটেকতা গদিঘেনে
0              ৪              ১
|   |          |         |   |          |          +
ধা তেটেকতা | গদিঘেনে ধা | তেটেকতা গদিঘেনে | ধা
```

পরণ গজগতি ছন্দ :—

```
     +                           0
     |                |          |            |
(৪)  তাত্রেকেটে ধেটেতে তাকেটে ধাকেটে | ধাগে থুন্‌ থুন্‌ গ্রেদেন্‌ তা।
     ৩                     0                        ৪
     |                |          |           |           |
     ধাত্রেকেটে ধেটেতে গ্রেদেন্‌ তা | তা ঘেঘেতেটে ধাগে থুন্‌ থুন্‌ | গ্রেদেন্‌ তানে
               ১
     |         |       |          +
     ধা | গ্রেদেন্‌ তানে ধা গ্রেদেন্‌ তানে | ধা
     +                   0                  ৩
     |         |         |        |         |          |
(৫)  ধাগেনাগ্‌ ধেনেঘেঘে | নাকধেনে থুন্নাকতা | তাগেতেটে তাগেতেটে।
     0                   ৪                  ১
     |         |         |        |         |          |
     ঘেড়েনাক্‌ তাগ্‌তেটে | কেটেতাগ্‌ তাগ্‌কেটে | তেটেকতা গদিঘেনে।
     +                   0                  ৩
     |         |         |        |         |          |
     ধাগেতেটে ঘেঘেতেটে | ঘেড়েনাগ্‌ তাগ্‌তেটে | তাক্‌ তাক্‌ ধুমাকেটে।
     0                   ৪                  ১
     |         |         |        |         |          |
     তেটেকতা গদিঘেনে | ধুমাকেটে ধুমাকেটে | তাগ তাগ্‌ ধুমাকেটে।
     +                   0                  ৩
     |         |         |        |                    |
     তাক্‌ তাক্‌ ধুমাকেটে | তেটেকতা গদিঘেনে | তেটেকতা গদিঘেনে।
     0             ৪            ১
     |            |        |     |        |         +
     ধা তেটেকতা | গদিঘেনে ধা | তেটেকতা গদিঘেনে | ধা
```

বিঃ দ্রঃ—ধামার, চৌতাল, ফোরদস্ত, সুরফাঁক্তা প্রভৃতি তালগুলি ধ্রুপদের অন্তর্গত। ইহা সাধারণতঃ পাখোয়াজে সঙ্গত করা হয়। কিন্তু তবলাতেও অনেক সময় এই সকল তাল বাজাবার প্রয়োজন হয়ে থাকে। এইজন্য তবলা শিক্ষার্থীদের পক্ষে ইহা শিখে রাখা একান্ত প্রয়োজন। সেইজন্য এখানে কয়েকটি বিশেষ প্রয়োজনীয় তালের পরণ ইত্যাদি দেওয়া হইল।

এই পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে উপরোক্ত তালসমূহের ঠেকার বোল-বাণী, ছন্দ ও মাত্রাসহ দেওয়া হয়েছে।

লহরার বোল-বাণী

তাল—ত্রিতাল (১৬ মাত্রা)

(ঢিমালয়)

ঠেকা :—

+ ৩
ধা তেটে ধিন্ ধা | তেটে ধিন্ ধিন্ ধা
০ ১
না তিন্ তিন্ তা | তেটে ধিন্ ধিন্ ধা |

মহড়া :—

০ ১
(১) ধা ধা থুন্ থুন্ না না তেটেতেটে | ধা তেরেকেটে তাক্ তাক্ তেরে
+
কেটেতাক্ ধাঘেনে ধাঘেনে | ধা

+ ৩
(২) দেন্ দেন্ তা কেটেতাক্ ধাগে থুন্না কেটেতাক্ | থুন্ থুন্না
০
কেটেতাক্ তেরেকেটে তাক্ দেৎ তেরেকেটে | ধেন্ থুন্ না কেটেতাক্

১
| | | |
তেরেকেটে তাক্ দেৎ তেরেকেটে | ধেন্ ধুন্ কেটেতাক্

| | +
তেরেকেটে তাক্ দেৎ তেরেকেটে | ধা

+ ৩
| | | | | | | |
(৩) ধা তেটে ধাধা তেটে | ঘেড়েনাক ঘেড়েনাক তাকাদেনে নাকাতেটে |

০ ১
| | | | | |
তাকেতেটে গেগেতেটে কেটেতাক্ তেরেকেটে | তাকাতেরে কেটেতাক্

+
| | | | | |
কেটেতাক্ তেরেকেটে | ধাতেটে ধাগেতেটে কেটেতাক্ তেরেকেটে |

৩ ০
| | | | | |
তাক্ তাক্ তেরেকেটে কেটেতাক্ তেরেকেটে | কেটেতাক্ তেরেকেটে

১
| | | | | | +
ধা, কেটেতাক্ | তেরেকেটে ধা, কেটেতাক তেরেকেটে | ধা

তেহাই সহ গৎ :—সম হইতে

+ ৩ ০
| | | | | | | | | | |
(১) ধা তেটে ধেনে ঘেনে | ধাগ্ নাগ্ ধেনে ঘেনে | তা তেটে ধেনে

১ + ৩
| | | | | | | | | | |
ঘেনে | ধাগ্ নাগ্ ধেনে ঘেনে | নাক তেনে নাগ্ ধেনে | ঘেনে নাগ্

০ ১ +
| | | | | | | | | | |
ধেনে ঘেনে | তাক্ ধেনে ঘেনে নাগ | তেনে কেনে তেনে কেনে | ধাতেরে

+ ৩ ০
| | | | | | | | | |
কেটে ধা ধেনে ঘেনে | ধাত্তি ঘেনে ধুনা কত্তা | তাতেরে কেটে ধা তেটে

১ + ৩

ঘেনে | ধাত্তি ঘেনে থুনা কত্তা | ধাত্তেরে কেটেধা তেটে ঘেনে | ধাত্তেরে

০ ১

কেটেধা তেটে ঘেনে | ধাত্তেরে কেটেধা তেটে ঘেনে | ধেনে ঘেনে ধেনে ঘেনে |

+ ২ ৩ ০

তাত্তেরে কেটেধা তেটে ঘেনে | তাত্তেরে কেটেধা তেটে ঘেনে | তাত্তেরে

১ +

কেটেধা তেটে ঘেনে | ধেনে ঘেনে ধেনে ঘেনে | ধেনে ঘেনে তাক্ ধেনে |

৩ ০ ১

ঘেনে তাক্ ধেনে ঘেনে | ধেনে ঘেনে ধা, ধেনে | ঘেনে ধা, ধেনে ঘেনে |

+ ৩ ০

ধেনে ঘেনে ধা, ধেনে | ঘেনে ধা ধেনে ঘেনে | ধেনে ঘেনে ধা, ধেনে |

১ +

ঘেনে ধা, ধেনে ঘেনে | ধা

+ ৩

(২) ধাত্তেরে কেটেতাক্ তাক্তেরে কেটেতাক্ | তাক্তেরে কেটেতাক্ তেরেকেটে

০ ১

তেরেকেটে | তাক্তেরে কেটেতাক্ তাক্তেরে কেটেতাক্ | তাক্তেরে কেটেতাক্

+

তেরেকেটে তেরেকেটে | ধাত্তেরে কেটেতাক্ তাক্তেরে কেটেতাক্

৩

তাক্তেরে কেটেতাক্ তেরেকেটে তেরেকেটে | তাক্তেরে কেটেতাক্

ধাত্তেরে কেটেতাক্ তাক্তেরে কেটেতাক্

o

| | | |

তেরেকেটে তেরেকেটে | ধাতেরে কেটেতাক্ তাক্তেরে কেটেতাক্ তেরেকেটেতাক্

১

| | | |

তেরেকেটেতাক্ তেরেকেটে। তাক্তেরেকেটে তাক্ তাক্তেরেকেটেতাক্ তেরেকেটে

+

| | |

তাক্তেরে কেটেতাক্ তেরেকেটে | তাক্ তাক্তেরেকেটেতাক্ তাক্তেরেকেটে

৩

| | |

তাক্ তাক্ তেরেকেটে কেটেতাক্ তেরেকেটে | তাক্ তাক্ তেরেকেটে

o

| | |

তাক্ তাক্ তেরেকেটে ধা, কৎ তাক্ তাক্ তেরেকেটে | তাক্ তাক্ তেরেকেটে

+

| | | | |

ধা, কৎ তাক্ তাক্ তেরেকেটে তাক্ তাক্ তেরেকেটে | ধা কৎ তাক্ তাক্

৩

| | | |

তেরেকেটে তাক্ তাক্ তেরেকেটে ধা, কৎ | তাক্ তাক্ তেরেকেটে তাক্

o

| | |

তাক্ তেরেকেটে ধা, কৎ তাক্ তাক্ তেরেকেটে | তাক্ তাক্ তেরেকেটে

১

| | |

ধা, কৎ তাক্ তাক্ তেরেকেটে ধা কৎ | তাক্ তাক্ তেরেকেটে

| | | +

ধা, তাক্ তাক্ তেরেকেটে ধা, তাক্ তাক্ তেরেকেটে | ধা

\+ ৩

| | | | | |

(৩) ধা তেটে ক্রেধাতেটে কেটেতাগ্ তাগ্‌তেটে | তাতেটে ক্রেধাতেটে

o

| | | | | |

কেটেতাগ তাগ্‌তেটে | ধাতেটে কেটেতাগ্ তাগ্‌তেটে ক্রে ধাতেটে |

১ +

তাতেটে কেটেতাগ্ তাগ্তেটে ক্রেধাতেটে | ক্রেধাতেটে ক্রেধাতেটে ঘেড়েনাগ

৩ ০

তাগ্তেটে | ক্রেধাতেটে ক্রেধাতেটে তাক্দেনে নাকতেটে | ক্রেধাতেটে

১ +

ক্রেধাতেটে ধা, ক্রেধাতেটে | ক্রেধাতেটে ধা, ক্রেধাতেটে ক্রেধাতেটে | ধা ॥

তেহাই সহ গৎ :—

+ ৩

(৪) ধাগেনেধা তেরেকেটে থুন্না তেরেকেটে ধাগে নেধাতেরেকেটে | তাকেনেতা

০

তেরেকেটে থুন্না তেরেকেটেধাগে নেধাতেরেকেটে | ধাগেনেধা তেরেকেটে থুন্না

১

তেরেকেটে থুন্না কেটেতাক্তেরেকেটে | তাকেনেতা তেরেকেটে থুন্না

+

তেরেকেটে থুন্না কেটেতাক্তেরেকেটে | ধাত্রেকেটে থুন্না ধাত্রেকেটে থুন্না

৩

ধাত্রেকেটে থুন্না কেটেতাক্তেরেকেটে | তাত্রেকেটে থুন্না তাত্রেকেটে থুন্না

০

তাত্রেকেটে থুন্না কেটেতাক্তেরেকেটে | ধাত্রেকেটে থুন্না ধা, ধাত্রেকেটে থুন্না ধা,

১ +

ধাত্রেকেটে থুন্না | ধাত্রেকেটে থুন্না ধা, ধাত্রেকেটে থুন্না ধা, ধাত্রেকেটে থুন্না ধা ॥

+

(৫) ধাগেনেধা তেরেকেটে ধেটে ধাতেরেকেটেতাক্ ধেরেধেরে কেটেতাক্ |

৩

তাকেনেতা তেরেকেটে ধেটে ধাতেরেকেটেতাক্ ধেরেধেরে কেটেতাক্ |

o
।　　　।　　　।　　　।
ধাতেরেকেটেতাক্ ধেরেধেরে কেটেতাক্ তাক্তেরেকেটে তাক্ ধেরেধেরে

১
।　　　।　　　।
কেটেতাক্ | ধেরেধেরে কেটেতাক্ ধেরেধেরে কেটেতাক্ ধাতেরে কেটেতাক্

+
।　　　।　　　।　　　।
ধেরেধেরে কেটেতাক্ ত্রাণ থুন্না কেটেতাক তেরেকেটে তাক্ তেরেকেটে তাক্

৩
।　　　।　　　।　　　।
ধেরেধেরে কেটেতাক্ | ত্রাণ থুন্না কেটেতাক্ তেরেকেটে তাক তেরেকেটে তাক্

o
।　　　।　　　।
ধেরেধেরে কেটেতাক্ | তাক্তেরে কেটেতাক্ ধেরেধেরে কেটেতাক্ ধা কৎ.

১
।　　　।　　　।　　　।
তাক্তেরেকেটে তাক্ | ধেরেধেরে কেটেতাক্ ধা কৎ, তাক্ তেরেকেটে তাক্

।　　　+
ধেরেধেরে কেটেতাক্ | ধা

+　　　৩
।　।　।　।　।　।　।
(৬) ধাত্রেকেটে তাত্রান্ তাত্রেকেটে তাত্রান্ | তাত্রেকেটে তাত্রান্ তাত্রান্

o　　　১
।　।　।　।　।　।　।
তাত্রান্ | তাত্রেকেটে তাত্রান্ তাত্রেকেটে তাত্রান্ | তাত্রেকেটে তাত্রান্

+　　　৩
।　।　।　।　।　।　।　।　।　।
তাত্রান্ তাত্রান্ | ধাত্রেকেটে তাত্রান্ তাত্রান্ তাত্রান্ | ধা কৎ, তাত্রেকেটে তাত্রান্

o　　　১
।　।　।　।　।　।　।　।　+
তাত্রান্ তাত্রান্ ধা কৎ | তাত্রেকেটে তাত্রান্ তাত্রান্ তাত্রান্ | ধা

\+ ৩

| | | | | | | |

(৭) ধিইক্রে ধিন্‌ধা ঘেড়েনাগ্‌ দেনেতাগ্‌ | ধাগেতেটে ত্রান্‌ ধাগেতেটে ত্রাণ।

০ ১

| | | | | | | |

তেরেকেটে তেক্‌তাক্‌ তেরেকেটে ধেনেঘেনে | ধা আ ধেনেঘেনে ধা আ ধেনেঘেনে।

\+ ৩

| | | | | | | |

ধিইক্রে ধিন্‌ধা ঘেড়েনাগ ধেনেঘেনে | ধাগেতেটে ত্রান্‌ ধাগেতেটে ত্রান্‌।

০ ১

| | | | | | | | +

ধাগেতেটে ধেনেঘেনে ধা, ধাঘেতেটে | ধেনেঘেনে ধা, ধাগেতেটে ধেনেঘেনে | ধা

তেহাইযুক্ত গৎ (গজপতি ছন্দ) ঃ—

\+ ৩

| | | | | |

(১) ঘেড়ান্না ধাগেনা কৎতেরেকেটে ধাগেনা | কেটেধা তেরেকেটেতাক্‌

০ ১

| | | | | | | |

তেরেকেটেতাক্‌ ধাগেনা | ধাগেনা ধাতেরেকেটে ধাগেনা থুন্না | ঘেঘেনা-গ্‌তেটে

\+ ৩

| | | | | | | |

ধাগেনা থুন্না | ধেৎধা গেতেটে ঘেঘেনা গ্‌তেটে | তেরেকেটেতাক্‌ তেরেকেটে তাক্‌

০

| | | | |

ধাতেরেকেটে ধাতেরেকেটে | তেরেকেটেতাক্‌ তেরেকেটেতাক্‌ ধা,

১

| | | | | +

তেরেকেটেতাক্‌ | তেরেকেটেতাক ধা, তেরেকেটেতাক্‌ তেরেকেটেতাক্‌ | ধা

তেহাইযুক্ত গৎ (গজপতি ছন্দ) ঃ—

\+ ৩ ০

| | | | | | | | |

(২) ধাড়্‌ ধাতেটে ধাত্রেকেটে ধাতেটে | ঘেনেতে টেঘেনে ধাগেতু না কতা | তাড়্‌

১ +
। । । । । । । ।
তাতেটে তাত্রেকেটে তাতেটে | ঘেনেতে টেঘেনে ধাগেতু নাকতা | ধাড়্
৩ ০
। । । । । । । ।
ধাতেটে ধাগেতে টেতেটে | ধাত্রেকেটে ধেটেতে ধাগেথু না কতা | তাড়্
১ +
। । । । । । । ।
তাতেটে তাতেটে তাতেটে | ধাত্রেকেটে ধেটেতে ধাগে থু নাকতা | ধাত্রেকেটে
৩ ০
। । । । । । । । । ।
ধাতেটে ধাগে থু না | কতা ধা কৎ ধাত্রেকেটে | ধাতেটে ধাগেথু নাকতা ধা ||
১ +
। । । । ।
কৎ | ধাত্রেকেটে ধাতেটে ধাগেথু নাকতা | ধা

তেহাই যুক্ত গৎ (গজগতি ছন্দ) :—

+ ৩
। । । । । । । ।
(৩) ধাতেরেকেটে ধাগেনা ধাগে দিন্ তাকতা | তাতেরেকেটে তাগেনা ধাগেধি না
০ ১
। । । । । । । ।
ঘেনা | ধিন্‌ধা গেতেটে ধাগেনা থুন্না | তিন্‌তা কেতেটে তাকেনা থুন্না।
+ ৩
। । । । । ।
তেরেকেটে তাক্ তা তেরেকেটে ধাত্তিধা ধা তেরেকেটে | ধাত্তিধা ধা তেরেকেটে
০
। । । । । ।
ধাত্তিধা ধা কেড়েনাগ | তেরেকেটে তাক্ তা তেরেকেটে ধাগেতে টেঘেড়ে।
১ +
। । । । । । ।
ধাগেতে টেঘেড়েনাক্ ধাধা থুন্না কেটেতাক্ | তাগেতে টেঘেড়েনাগ্ ধাধা
৩ ০
। । । । । ।
থুন্না কেটেতাক্ | তাগেতে টেঘেড়েনাগ্ ধাধা থুন্না কেটেতাক্ | ধাধা
১ +
। । । । । । ।
থুন্না কেটেতাক্ ধা ধা | থুন্না কেটেতাক্ ধা ধা ধা থুন্না কেটেতাক্ | ধা

তেহাইযুক্ত গৎ—

+ ৩

(১) ধেটেতেটে ক্রেধাতেটে তাক্‌দেনে নাগ্‌তেটে | ক্রেধান্নে ধা, কৎ, ক্রেধান্নে।

০ ১ +

ধাধা কিটি ধা ক্রেধান্নে ধা | ক্রেধান্নে ধাধা কিটিধা ক্রেধান্নে | ধা

ত্রিতালের আড় ছন্দ গৎ :—

+ ৩

(১) ধিক্‌ ধি না ঘেনে ধাগিনা ধাতেরেকেটে | ধাগিনা ধাতেরেকেটে ধাগিনা

০

ধাতেরেকেটে | ধাধা দিন তা কেটেতাক্‌ তেরেকেটে তাক্‌ তাক্‌তেরেকেটে |

১ +

ক্রান্‌ তেটেকতা ধাগে দিন ঘেনে | তেরেকেটে দেন্‌ তা কেটে তাক্‌

৩

তেরেকেটে তাক ধেরেধেরে কেটে | ধা, কৎ, তেরেকেটে দেন্‌ তা কেটেতাক |

০ ১

তেরেকেটে তাক্‌ ধেরেধেরে কেটে ধা, কৎ | তেরেকেটে দেন্‌ তা কেটেতাক্‌

+

তেরেকেটেতাক্‌ ধেরেধেরে কেটে | ধা।

ত্রিতালের চক্রদার :—

৩

(১) ক্রেধাতেটে কৎতেটে কতা কতা ঘেঘেতেটে | কৎ তেটে ধা কৎতা

০ ১

ধা, কৎতা | ধা কৎতা ধা, ক্রেধাতেটে কৎতেটে | কতা কতা ঘেঘেতেটে

+ ৩

কৎ তেটে ধা কৎতা | ধা, কৎতা ধা কৎতা ধা | ক্রেধাতেটে কৎতেটে কতা কতা

০ ১

ঘেঘেতেটে | কৎ তেটে ধা কৎতা ধা, কৎতা | ধা কৎতা ধা কৎতা ধাকৎতা | ধা।

টুক্‌রা – (ফাঁক হইতে ধরণ)

০ ১

(১) ধাগেন্ধে নাগ্‌ধেনে ধাগেতেরেকেটে থুন্না কতা | তেরেকেটে তাক্‌ তাক্‌

কতাঘেনে ধা ঘেনে ধা ঘেনে | ধা।

বিভিন্ন প্রকার তেহাই

ত্রিতাল

০

ফাঁক হইতে—ধাতেরেকেটে তাক্‌ তাক্‌ তেরেকেটে তাক্‌ ধা, ধাতেরেকেটে তাক্‌ |

১ +

তাক্‌তেরে কেটেতাক্‌ ধা, ধাতেরেকেটে তাক্‌ তাক্‌ তেরেকেটে তাক্‌ | ধা

১ +

১ম তাল হইতে—(১) ধেনে ঘেনে ধা, ধেনে ঘেনে ধা, ধেনে ঘেনে | ধা

১ +

(২) ক্রেধাতেটে ধা, ক্রেধা তেটে ধা ক্রেধাতেটে | ধা

+ ৩

সম হইতে—(১) তাক্‌দেনে নাগতেটে কেটেতাক্‌ তাক্‌তেটে | ধা, কৎ তাগ্‌দেনে

০ ১

নাগতেটে | কেটেতাক্‌ তাক্‌তেটে ধা, কৎ | তাকদেনে নাগতেটে

+

কেটেতাক্‌ তাক্‌তেটে | ধা

+ ৩ ০
(২) ধেটেতেটে ক্রেধাতেটে ধাকৎ ধাকৎ | ধা, আ ধেটেতেটে ক্রেধাতেটে | ধাকৎ

১ +
ধাকৎ ধা, আ | ধেটেতেটে ক্রেধাতেটে ধাকৎ ধাকৎ | ধা

৩ ০
৩য় তাল হইতে—ধাগেতেরেকেটে ধেনেঘেনে ধাগ্‌নাগ্‌ ধেনেঘেনে | ধা, ধাগেতেরেকেটে

১ +
ধেনেঘেনে ধাগনাগ | ধেনেঘেনে ধা, ধাগে তেরেকেটে ধেনেঘেনে | ধা।

একতালার তেহাই

৩য় তাল হইতে—

৩ ০ ১ +
(১) ধা | ধাগে তেরেকেটে ধা | ধাগে তেরেকেটে ধা | ধাগে তেরেকেটে | ধা

৩ ০ ১ +
(২) ধা | গদি ঘেনা | ধা গদি ঘেনা | ধা গদি ঘেনা | ধা বা ধিন্‌।

+ ৩ ০
সম হইতে—ধা থুন্না কেটেতাক্‌ | তেরেকেটে তেক্‌তাক্‌ তেরেকেটে | ধা থুন্না

১ +
কেটেতাক্‌ | তেরেকেটে তেক্‌তাক্‌ তেরেকেটে | ধিন্‌।

কয়েকটি অপ্রচলিত তালের ঠেকা ও পরণ

তাল খামসা (৮ মাত্রা, ৫ তাল, ৩ ফাঁক)

২´ ০ ৩ ৪ ০ ৫ ১ ০
ঠেকা—ধা কেটে তিন তাকে থুন্না কেটে ধাগে থুন্না

২´ ০ ৩ ৪ ০ ৫ ১ ০ ২
| | | | | | | | |
পরণ—ধাকেটে ধাধা তেরেকেটে তেরেকেটে তাগ্‌দেৎ ক্রান্‌ ঘেড়েনাগ্‌ তেরেকেটে | ধা

পটতাল—(৪ মাত্রা, ১ তাল, ১ ফাঁক)

১´ ০
| | | |
ঠেকা—ধাধি ন্নাকদিৎ | তেরেকেটে থুন্না

১´ ০ ১´
| | | | | |
পরণ—ধাতেরেকেটেধা কেটেধা তেরেকেটে | ধা তেৎধা | তাতেরেকেটে ধা কেটেধা

০ ১
| | |
তেরেকেটে | ধা তেৎধা | ধা।

মোহন তাল—(১২ মাত্রা, ৭ তাল, ৫ ফাঁক)

২´ ৩ ০ ৪ ০ ৫ ০ ৬ ৭ ০ ১ ০ ২´
| | | | | | | | | | | | |
ঠেকা—ধা ধা কেটে তাক্‌ ধুমা কেটে থুন্‌ তাক্‌ নাগ্‌ দিৎ তেরে কেটে | ধা

২´ ৩ ০ ৪ ০ ৫ ০ ৬
| | | | | | | |
পরণ—তাকতেটে ধুমাকেটে ঘেঘেতেটে গদ্দি ঘেড়েনাগ্‌ তাকৎতা কতাঘেনে ধাগেতেটে

৭ ০ ১ ০ ২´
| | | | |
ধাগেনাগ্‌ ধেনেধাগে ঘেনেনাগ্‌ তেরেকেটে | ধা।

দোবাহার—(১৩ মাত্রা, ৯ তাল, ৪ ফাঁক)

২´ ০ ৩ ৪ ০ ৫ ৬ ৭ ০ ৮ ০ ১ ০ ২´
| | | | | | | | | | | | | |
ঠেকা—ধা দেৎ গদ্দি ঘেনে তা দিৎ থু ন্না তেরে কেটে তাক্‌ দিৎ থুন্না | ধা

* ২´ ০ ৩ ৪ ০ ৫
| | | | | |
পরণ—ধাকেটেধা ঘেঘেতেটে ধুমাকেটে ক্রতাঘেনে তাকেটেধা কতাগেঘে

৬ ৭ ০ ৮ ০
| | | | |
দিন্‌তা ধাতেটেধা ধেটেতেটে ধেরেকেটেতাক্‌ধেরে কেটেতাক্‌তেরেকেটে
১ ০ ২´
| | |
ধাকেটেধা কেটেতাক্‌ধাকেটে | ধা।

ধামার—(১৪ মাত্রা, ৩ তাল, ৩ ফাঁক)

তাল মাত্রাঙ্ক—

১ ০ ২ ০ ৩ ০
| | | | | | | | | | | | | |
১—২—৩ | ১—২ | ১—২ | ১—২—৩ | ১—২ | ১—২ |

১´ ০ ২ ০ ৩ ০
| | | | | | | | | | | | | |
ঠেকা—ক ধে টে | ধে টে | ধা আ | গ দি নে | দি নে | তা আ |

১´ ০ ২ ০
| | | | | | | | | | |
পরণ—ধাগে তেটে তেটে | তাগে তেটে | তা ক্রান্‌ | ধাগে তেটে তেটে |

৩ ০ ১´ ০ ২
| | | | | | | | | |
নাগ্‌দেৎ | কৎ তেটে | ধাগে তেটে তেটে | ধাগে দ্দী | নাগ্‌

০ ৩ ০ ১´
| | | | | | | | | | |
তেটে | ধেরে ধেরে কেটে | গদি ঘেনে | তেটে তেটে | গদি ঘেনে ধা।

০ ২ ০ ৩ ০
| | | | | | | | | | |
গদি ঘেনে | ধা গদি ঘেনে | ধা গদি ঘেনে | ধা কৎ | ধা কৎ।

তবলা সঙ্গতের প্রণালী

এর আগে তবলার বিভিন্ন ঠেকা, ও বোল-বাণী সম্পর্কে বিভিন্ন আলোচনা করা হয়েছে। এবং তাল মাত্রা সহযোগে প্রত্যেকটি বোল-বাণী বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরপৃষ্ঠায় বিভিন্ন রাগের ও বিভিন্ন তালের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের স্বরলিপি ও তৎসহ সঙ্গতের কায়দা স্বরলিপি দ্বারা বোঝানো হলো।

ধ্রুপদ

রাগ—ভৈরব

সময় –দিবা প্রথম প্রহর। জাতি—সম্পূর্ণ। কোমল—ঋ' এবং দ' অর্থাৎ রে ও ধা।

আরোহণ—স ঋ গ ম প দ ন র্স

অবরোহণ—র্স ন দ প ম গ ঋ স

চৌতাল

দীন তারিণী ত্বরিত বারিণি সত্ব রজ তম ত্রিগুণ ধারিণী।
সৃজন পালন নিধন কারিণী সগুণা নিগুণা সর্ব স্বরূপিণী॥
ত্বং হি কালী তারা পরমা প্রকৃতি,
ত্বং হি মীন কূর্ম বরাহ প্রভৃতি,
ত্বং হি জল স্থল অনিল অনল
ত্বং হি ব্যোম ব্যোমকেশ প্রসবিনী॥
সাংখ্য পাতঞ্জল মীমাংসক ন্যায়,
তন্ন তন্ন জ্ঞানে ধ্যানে সদা ধ্যায়,
বৈশেষিক বেদান্ত সদা হয় ভ্রান্ত
তথাপি অদ্যাপি জানিতে পারেনি।
নিরুপাধি আদি অন্তর রহিত,
করিতে সাধক জনার হিত,
গণেশাদি পঞ্চরূপে কাল বঞ্চ
কাল ভয়হরা ত্রিকাল বর্ত্তিনী।
সাকার সাধকে তুমি যে সাকার,
নিরাকার উপাসকে নিরাকার,
কেহ কেহ কয় ব্রহ্ম জ্যোতির্ময়
সেই তুমি নগ তনয়া জননী।
যে অবধি যার অবিসন্ধি হয়,
সে অবধি সে পরব্রহ্ম কয়,
তৎপরে তুরীয় অনির্বচনীয়
সকলি মা তারা ত্রিলোক ব্যাপিনী।

—রাজা শ্রীশচন্দ্র রায়

অস্থায়ী

১´ ০ ২
II ন । | ম র্স | র্স র্স
দী ০ ন তা রি ণী |
ঠেকা—ধা ধা দেন্ তা কৎ তাগে

০ ৩ ৪
ম র্সর্সর্ঋ | র্স ন | দপ দ |
দু রি০০ ত বা রি০ ণী
দেন্ তা তেটে কতা গদি ঘেনে

১ ০ ২
গ ম | প দ | স ম |
স ব্ব র জ ত ম
ধা ধা দেন্ তা কৎ তাগে

০ ৩ ৪
দ দ | প ম | গ গ |
ত্রি গু ণ ধা রি ণী
দেন্ তা তেটে কতা গদি ঘেনে

১´ ০ ২
স স | স ম | গ ম |
সৃ জ ন পা ল ন
টুকরা—ধেৎধেনে নাগধেৎ ধেনেনাগ ধেনেনাগ ধেত্তা গদিঘেনে

০ ৩ ৪
প দ | ন র্স | র্স র্স |
নি ধ ন কা রি ণী
ধা গদি ঘেনে ধা তাকৎ থুন্না ধা তেটেকতা গদিঘেনে

১´ ০ ২
স ম | গ ম | প দ |
স গু ণা নি গু´ ণা
ধেৎধেনে নাগধেৎ ধেনেনাগ ধেনেনাগ ধেত্তা গদিঘেনে

০ ৩ ৪
ন র্স | র্স স | ন র্স II
স র্ব ব্ব ন্ন পি ণী
ধা গদি ঘেনে ধা তাকৎ থুন্না ধা তেটেকতা গদিঘেনে

অন্তরা

১´ ০ ২
I ম ম | ম ন | দপ দ |
ত্বং হি কা লী তা০ রা
রেলা—ধুমাকেটে ধুমাকেটে কেটেতাগ্ তাগ্তেটে কতা কতা ধুমাকেটে

০ ৩ ৪
ন র্স | ন র্স | র্স র্স
প র মা প্র কৃ তি
কেটেতাগ্ তাগতেটে ধুমাকেটে তাক্ তাক্ ধুমাকেটে তাক্ তাক

১´ ০ ২
র্সন র্স | ঋ´ । | র্স র্স |
ত্বং০ হি মী ন্ কু র্ম
ধুমাকেটে ধুমাকেটে তাক্ তাক্ ধুমাকেটে ধুমাকেটে তাক্ তাক্

০ ৩ ৪
র্স র্সর্স ঋ´ | র্স ন | দ দ |
ব রা০ ০ হ প্র ভৃ তি
ধা, ধুমাকেটে তাক্ তাক্ ধা, কৎ ধুমাকেটে তাক্ তাক

১´ ০ ২
I র্স ন | দ প | ম গ |
ত্বং হি জ ল স্থ ল
ঠেকা— ধা ধা দেন্ তা কৎ তাগে

০ ৩ ৪
গ ম | দ ন | র্স র্স |
অ নি ল অ ন ল
দেন্ তা তেটে কতা গদি ঘেনে

১´ ০ ২
র্স ম | গ´ র্ম | ঋ´ র্স
ত্বং হি ব্যো ম ব্যো ম
টুকরা— ধুমাকেটে ধুমাকেটে কেটেতাগ তাগতেটে কতাধুমা কেটেকতা

০		৩		৪		
ন	র্সর্স	ঋ´	র্স´	ন	দপ	II
কে	শ০	০	প্র	স	বিনী	
তেটেকতা গদিঘেনে	গদিঘেনে	ধাগদি	ঘেনে	ধা	গদিঘেনে	

আভোগ

১´		০		২	
প	র্স	ন	র্স	ঋ´	ঋ´
সাং	খ্য	পা	ত	ঞ্জ	ল
ঠেকা—ধাগেন্ধে	ঘেনেনাগ	নাগতেটে	কেটেতাগ্	তেটে তেটে	কেটেতাগ্

০		৩		৪	
ন	র্স	র্স	ন	দ	দ
মি	মাং	স	ক	ন্যা	য়
তাগ্‌তেটে	কেটেতাগ্	ধেরেকেটে	ধেরেকেটে	কৎতেরে	কেটেতাগ্

১´		০		২´	
গ	ম	প	দ	র্স	ন
ত	ত্ত্ব	ত	ত্ত্ব	জ্ঞা	নে
ধা	দেৎ দেৎ	ধেরেকেটে	ধেরেকেটে	কৎতেরে	কেটেতাগ্

০		৩		৪	
দপ	দ	প	ম	গ	গ
ধ্যা০	নে	স	দা	ধ্যা	ত্ত্ব
ধা	দেৎ দেৎ	ধেরেকেটে	ধেরেকেটে	কৎতেরে	কেটেতাগ্

১´		০		২	
স	স	ম	ম	গ	ম
বৈ	শে	ষিক্	বে	দা	ন্ত
ধাঘেনে	ঘেনেধা	ঘেনেধা	ধাঘেনে	ঘেনেধা	ঘেনেধা

০		৩		৪	
প	দ	ন	র্স	র্স	র্স —
স	দা	হ	য়ে	ভ্রা	ন্ত
তাক্‌তাক্	তেরেকেটে	ধেরেকেটে	ধেরেকেটে	তাক্‌তাক্	তেরেকেটে

১		০		২	
ন	র্স |	ঋ´	ঋ´ |	র্স´	র্স´ |
ত	থা	পি	অ	ভ্যা	পি
কেটেতাগ	তেরেকেটে	ধা	কৎ	কেটেতাগ্‌	তেরেকেটে

০		৩		৪	
ন	র্স |	র্স	ন |	দপ	দ II
জা	নি	তে	পা	রে০	নি
ধা	কেটেতাগ	তেরেকেটে	ধা	কেটেতাগ	তেরেকেটে

১´		০		২	
I ম	ম |	ম	ন |	দপ	দ |
নি	ত্ম	পা	ধি	আ০	দি
ঠেকা :—ধা	ধা	দেন্‌	তা	কৎ	তাগে

০		৩		৪	
ন	র্স |	র্স	ন |	র্স	র্স´ |
অ	০	স্তু	র	হি	ত
দেন্‌	তা	তেটে	কতা	গদি	ঘেনে

১´		০		২	
ন	র্স´ |	ঋ´	ঋ´ |	র্স´	র্স´ |
ক	রি	তে	সা	ধ	ক

রেলা :—ধেরেকেটে ধেরেকেটে ধেরেকেটে কেটেতাগ্‌ | তাগ্‌ তেরে কেটেতাক্‌

০		৩		৪	
র্স´	ন |	র্স´	ম |	দ	দ |
জ	না	০	র	হি	ত

তেরেকেটে কেটেতাগ্‌ তেরেকেটে | কেটেতাগ্‌ তেরেকেটে তাক্‌তাক্‌

১´		০		২	
র্স´	ন |	দ	প |	ম	গ |
গ	ণে	শা	দি	প	ক

কেটেতাগ্‌ তেরেকেটে | ধা কেটেতাগ্‌ তেরেকেটে | ধা

০ ৩ ৪
গ ম | দ ন | র্স র্স |
রূ পে কা ল ব ক্ষ
কেটেতাগ তেরেকেটে তেরেকেটে তাক্‌তাক্‌ তাক্‌ধুমা কেটেতাক্‌

১´ ০ ২
র্স র্ম | র্গ র্ম | র্ঋ র্স |
কা ল ভ য় হ রা
কেটেতাগ্‌ তেরেকেটে তাকধুমা কেটেতাগ ধা কেটেতাগ্‌ তেরেকেটে

০ ৩ ৪
ন র্সর্ঋ | র্স ন | দপ দ II
ত্রি কা০ ল ব ন্দি০ নি
ধা কেটেতাগ্‌ তেরেকেটে তাকধুমা কেটেতাগ্‌ ধা তাক্‌ধুমা কেটেতাগ্‌

সপ্তশাস্ত্রী

১´ ০ ২
প র্স | ন র্স | র্ঋ র্ঋ
সা কা র সা ধ কে
ঠেকা ঃ- ধা ধা দেন্‌ তা কৎ তাগে

০ ৩ ৪
ন র্স | র্স ন | দ দ
তু মি সে সা কা র
দেন্‌ তা তেটে কতা গদি ঘেনে

১´ ০ ২
গ ম | প দ | র্স ন |
নি রা কা র উ পা
রেলা ঃ—ধাকেটে তাগ্‌থেরে কেটেতাগ্‌ থেরেকেটে থেরেকেটে থেরেকেটে

৩ ৪
দপ দ | প ম | গ গ |
স০ কে নি রা কা র
থেরেকেটে কেটেতাগ তেরেকেটে কেটেতাগ্‌ তেরেকেটে তাগ্‌তেরে

১		০		২	
স	স	ম	ম	গ	ম
কে	হ	কে	হ	ক	য়
কেটেতাগ্‌	ধি ঘেড়ে	নাগধেরে	কেটেতাগ্‌	ধেরেকেটে	ধেরেধেরে

০		৩		৪	
প	দ	ন	র্স	র্স	র্স
ব্র	হ্ম	জ্যো	তি	র্ম	য়
ধেরেধেরে	ধেনেনাগ	তেরেকেটে	কেটেতাগ	তেরেকেটে	কেটেতাগ্‌

১´		০		২	
ন	র্স	ঋ´	ঋ´	র্স	র্স
সে	ই	তু	মি	ন	গ
দেৎদেৎ	ধা	দেৎদেৎ	কেটেতাগ	তেরেকেটে	কেটেতাগ

০		৩		৪	
ন	র্স	র্স	ন	দপ	দ II
ত	ন	য়া	জ	নo	নি
দেৎদেৎ	ধা	কেটেতাগ	দেৎদেৎ	ধা	কৎ

১		০		২	
I ম	ম	ম	ন	দপ	দ
যে	অ	ব	ধি	যাo	র
ঠেকা :—ধা	ধা	দেন্‌	তা	কৎ	তাগে

০		৩		৪	
ন	ন	র্স	র্স	র্স	র্স
অ	ভি	স	ন্ধি	হ	য়
দেন্‌	তা	তেটে	কতা	গদি	ঘেনে

১		০		২	
ন	র্স	ঋ´	ঋ´	র্স	র্স
সে	অ	ব	ধি	সে	—
রেলা :—ধেরেকেটে	ধেরেকেটে	ধেরেকেটে	কেটেতাগ্‌	তাগ্‌তেরে	কেটেতাগ্‌

০		৩		৪	
র্স	ন	স	ন |	দ	দ
প	র	ব্র	হ্ম	ক	য়
ধেরেকেটে	ধেরেকেটে	কেটেতাগ্	ধেরেকেটে	কেটেতাগ্	ধেরেকেটে
১		০		২	
ধর্স	ন |	দ	প |	ম	গ |
তৎ	প	রে	তু	রী	য়
কেটেতাগ্	তাগ্তেরে	কেটেতাগ্	তাগতেরে	কেটেতাগ্	গদিঘেনে
০		৩		৪	
গ	ম |	দ	ন |	র্স	র্স |
অ	নি	র্ব্ব	চ	নী	য়
ধা	ধেরেকেটে	গদিঘেনে	ধা	ধেরেকেটে	গদিঘেনে
১´		০		২	
র্স	ম |	র্গ	র্ম |	র্ঋ	র্স |
স	ক	লি	মা	তা	রা
ধা	ধেরেকেটে	ধেরেকেটে	ধেরেকেটে	ধেরেকেটে	ধেরেকেটে
০		৩		৪	
ন	র্সর্স |	র্র	ন |	দপ	দ II
ত্রি	লো০	ক	ব্যা	পি০	নি
গদিঘেনে	ধা	ধেরেকেটে	ধা	ধেরেকেটে	গদিঘেনে

(সংগৃহীত)

ধ্রুপদ

রাগ—কেদারা

সময়—রাত্রি প্রথম প্রহর। জাতি—সম্পূর্ণ। দুই 'মধ্যম' 'ম' ও 'হ্ম'

আরোহণ—স র গ ম প ধ ন র্স

অবরোহণ—র্স ন ধ প হ্ম গ র স

তাল—ধামার

বিশ্বনাথ গোপীনাথ মহেশ নারায়ণ,
বাঘাম্বর পীতাম্বর, উমাপতি রাধারমণ।
শেষধারী মালাধারী, ত্রিশূলধারী মুরলীধারী,
গিরিধারী শ্মশানচারী, শঙ্কর মদনমোহন ॥

আস্থায়ী

\+ ০ ২
II র্স ধ প | ক্ষপ ধপ | ক্ষম ম |
বি ০ শ্ব না০ ০০ ০ থ
ঠেকা :—ক ধে টে ধে টে ধা —

০ ৩ ১
স ম গ | প ক্ষ | ধ প |
গো পী ০ না ০ ০ থ
গ দি নে তি নে তা —

\+ ০ ২
ম গ ম | র ন্ | র স |
ম হে ০ ০ ০ ০ শ
পরণ :—ধাগে তেটে তেটে তাগে তেটে কেটে তাক্

০ ৩ ১
সস । ধ্ | প ক্ষ | ধ্ প I
নারা ০ ০ ০ ০ য় ণ
ক্রেকেটে তাগ্ তেটে নাগ্ ধেৎ কৎ তেটে

\+ ০ ২
স র স | ম গ | পক্ষ প |
বা ঘা ০ ০ ০ ম্ব০ র
ধাগে তেটে তেটে ধাগে এব্ধী নাগ তেটে

০ ৩ ১
ক্ষ প ধ | ক্ষম ম | ম ম I
পী তা ০ ০ ০ ম্ব র
ধেরে ধেরে কেটে গদি ঘেনে তেটে কৎ

* + ০ ২
I প ধ প | র্স । | ধ প |
উ মা ০ প ০ ০ তি
ধা ধা গদি ঘেনে ধা আ ধা

০ ৩ ১
ম গ ম র র | র স II
রা ধা ০ র ম ০ ণ
গদি ঘেনে ধা আ ধা গদি ঘেনে

অন্তরা

\+ ০ ২
II প ধ প | র্স া র্স
শে ০ ষ ধ ০ ০ র
ঠেকা ঃ—ক ধে টে ধে টে ধা

০ ১
র্স র্স ন র্র র্স র্স I
মা লা ০ ধ ০ ০ র
গ দি নে তি নে তা

\+ ০
র্স ন র্স | র্ম র্গর্ম | র্র র্স
ত্রি শূ ০ ল ০০ ধ র
পরণ ঃ—ধাতেরে কেটেতাক তেরেকেটে ধাতেরে কেটেতাক্ ধেরেতেরে কেটেতাক্

০ ৩ ১
র্স ন র্স | ধ ধ | প ম I
মু র লী ধ ০ র ০
তাতেরে কেটেতাক তেরেকেটে ধাতেরে কেটেতাক্ ধেরেধেরে কেটেতাক্

\+ ০ ২
স ম গ | প ঋ | ধ প |
গি রি ০ ধা ০ ০ রী
ধেরেতেরে ধেরেতেরে কেটেতাক্ ধাতেরে কেটেতাক ধেরেতেরে কেটেতাক্

০ ৩ ১
ঋ প ধপ | ঋম া | া ম I
শ্ম শা ন০ চা০ ০ ০ রী
তাতেরে কেটেতাক্ তেরেকেটে ধাতেরে কেটেতাক্ ধেরেতেরে কেটেতাক্

+			০		২		
প	ধ	প |	র্স	। |	ধ	প |	
শ	০	০	০	০	ঙ্ক	র	
ধেরেতেরে কেটেতাক্	ধা		কৎ	ধা	ধেরেতেরে কেটেতাক		

০			৩		১		
ম	গ	ম |	র	র |	স	স	II
ম	দ	ন	মো	০	হ	ন	
ধা	কৎ	ধা	ধেরেতেরে কেটেতাক্		ধা	কৎ	

[গান এবং স্বরলিপি ঃ-- স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ]

ধ্রুপদ

রাগ—সুরট

সময়—রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। জাতি- সম্পূর্ণ। দুই নিখাদ 'ণ' 'ন'

[ইহাতে দুই নিখাদের ব্যবহার আছে সাধারণত আরোহণে শুদ্ধ 'নি' ও অবরোহণে কোমল 'নি' ব্যবহার হয়]

আরোহণ—স র গ র্ম প ধ ন র্স

অবরোহণ—র্স ণ ধ প ম গ র স

তাল—ফরদস্ত

দিল চাহত নিত তুআ দিদার
কবহি মিলোগে হো পরবর দিগার।
তুম্ জগকে খুদা তুসে নাহি দুজো,
তুআ নাম সবকো পাওএ নিস্তার॥
দুনিয়াকে লোগ্ যো কামমেঁ ফিরত
ইস্‌মেঁ জিন্দগানি হোয় বিস্তার।
ক্যায়সে খুশাল হরবকত নাম লে
অ্যায়শো করো মোকোঁ হুশিয়ার॥

—খুশাল খান্

আস্থায়ী

+				৩		
II মম	র	ম	। |	প	প	ন
দিo	ল	চা	—	হ	ত	নি
ঠেকা—ধিন্	ত্রেকে	ধিন্	না	ধিন্	ধিন্	না

o				১		
ন	র্স	র্স	র্সর্র |	ণ	ধ	প |
ত	তু	আ	দি	দা	o	র
তিন্	ত্রেকে	তিন	না	তিন্	তিন্	না

+				৩		
ধ	ম	ম	প |	ধ	ণ	ধ |
o	o	ক	ব	হি	o	মি

পরণ :—ধেনেঘেনে ধা ধেনেঘেনে ধেনেঘেনে ধা ধা তেনেকেনে তা তা

o				১		
প	ম	প	ম |	গ	ম	র |
লো	o	o	o	o	o	গে

তেনেকেনে তা তেনেকেনে ধেনেঘেনে ধা ধা ধেনেঘেনে ধাধা ধা ধেনেঘেনে

+				৩		
র	র	র	ম |	প	ন	র্স
o	o	হো	o	o	o	প
ধা	ধা	ধা	ধেনেঘেনে	ধা	ধা	ধা

o				১		
ণ	ধ	প	ধ |	ম	ধ	প II
র	ব	র	দি	গা	o	র

ধেনেঘেনে তেনেকেনে ধেনেঘেনে তেনেকেনে ধা কৎ ধাকৎ

অন্তরা

+				৩		
II ম	প	ন	ন |	র্স	র্স	স
তু	ম	জ	গ	কে	খু	দা
ঠেকা—ধিন্	ত্রেকে	ধিন্	না	ধিন্	ধিন্	না

০				১		
র্স	র্স	র্স	ন ।	র্স	র্র	র্রর্ম ।
০	০	০	তু	০	সে	না
তিন্	ত্রেকে	তিন্	না	তিন্	তিন্	না

+				৩		
র্র	র্স	ন	র্স	র্র	র্স	র্র ।
০	হি	হু	০	০	০	০
রেলা :—ধেটেতেটে	ধা	ধেটেতেটে	ধেটেতেটে	ধাধা	তেটেতেটে	তাতা

০				১		
ণ	ণ	ণ	ধ ।	প	ধ	প ।
০	০	০	০	০	০	জো
তেরেকেটে	তা	তেরেকেটে	তেরেকেটে	ধাধা ধেটেতেটে	ধাধা	ধেটেতেটে

+				৩		
ম	গ	র	ম ।	ম	ম	প ।
তু	আ	০	না	০	ম	স
ধা আ	ধেটেতেটে	ধাধা	ধেটেতেটে	ধাধা	ধা	আ

০				১		
প	ধ	ম	ধ ।	প	প	প
ব	০	০	০	কো	০	০
আ	ধেটেতেটে	ধাধা	ধেটেতেটে	ধেটেতেটে	ধেটেতেটে	ধাকৎ

+				৩		
ম	প	ন	র্স ।	র্র	ণ	ধ II
পা	ও	এ	নি	স্তা	০	র
ঠেকা :—ধিন্	ত্রেকে	ধিন্	না	ধিন্	ধিন্	না

আভোগ

০				১		
ম	প	ম	গ ।	ম	র	ম
হু	নি	য়া	০	০	কে	লো
তিন	ত্রেকে	তিন্	না	তিন্	তিন্	না

+					৩		
ম	প	প	ধ	|	ম	প	প
০	গ	জো	কা		০	ম	মেঁ

পরণ :—ধা ধেনে ত্রেকেটেঘেনে তাতেনে ত্রেকেটেঘেনে ধা ধা ঘেনে ধা কৎ

০					১		
র	ণ	ধ	ণ	|	ধ	প	ম
ফি	র	ত	০		০	০	০

তেরেকেটে তাক্ ধাধা কৎ থুন্না কেটেতাক্ ধা কৎ ত্রেকেটেতাক্ ধা কৎ ধা

+					৩		
ম	র	র	র	|	র	র	ম
০	০	০	ই		স্	মে	জি

ধাগধেনে তাকথুন্না কেটেতাক তেরেকেটে ধাধা ত্রেকেটে তাক্ দেৎ তেরেকেটে ধা কৎ

০					১		
ম	প	ম	গ	|	ম	র	ম
০	ন্দ	গা	০		নি	হো	০

ধিন্ ধাধা থুনা কেটেতাক্ তাক্ ত্রেকেটেতাক্ কেটেতাক্ ত্রেকেটে কেটেতাক্

+					৩		
স	র	প	ধ	|	ম	প	প II
য়	বি	০	স্তা		০	০	র

ত্রেকেটে ধা কেটেতাক্ তেরেকেটে কেটেতাক্ তেরেকেটে ধা কেটেতাক তেরেকেটে

সওয়ারী

	ম	প	ন	ন	|	ন	ন	স´
	ক্যা	য়্	সে	০		খু	শা	০
ঠেকা :—	ধিন্	ত্রেকে	ধিন্	না		ধিন্	ধিন্	না

+					৩		
স´	স´	স´	র	|	ন	স´	স´
ল	হ	র	ব		ক	০	ত
তিন্	ত্রেকে	তিন্	না		ধিন্	ধিন্	ধা

	০					১		
	ন	স´	র´	ম´	|	র´	স´	ন
	না	০	০	০		ম	লে	অ্যা
রেলা :—	ধা	ধেনে	কেটেতাক্	ধা		ধেনে	তাক্	ধা

+				৩		
র্স	র্র	র্স	র্র |	ণ	ধ	প
য়্	সো	০	০	০	ক	রো
কতা	কতা	ধা	ত্রেকেটে	থুন্না	ত্রেকেটে	ধা

০				১			
ম	প	স	ণ |	ণ	ধপ	ধ	II
মো	০	কো	ন্তু	শি	য়া০	র	
থুন্না	ধা	থুন্না	তেরেকেটে	ধা	থুন্না	তেরেকেটে	

[গান ও স্বরলিপি :—সঙ্গীতনায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়]

ধ্রুপদ

রাগ—ভীমপলশ্রী

সময়—দিবা তৃতীয় প্রহর। **জাতি**—সম্পূর্ণ। **কোমল**—গান্ধার (জ্ঞ) ও নিখাদ (ণি)। ইহাতে দুই নিখাদ ব্যবহার হয়।

আরোহণ—স র জ্ঞ ম প ধ ন র্স

অবরোহণ—র্স ন ধ প ম জ্ঞ র স

তাল—সুরফাঁকতাল

পরম গোবিন্দ নাম, সব ত্যজি যেবা সার করে।
কোটি জনম পাপ নিবারে, অনায়াসে যায় তরে
ভব জলধির পরপারে ॥
পঙ্কজদল জল সম, চঞ্চল সত এ জীবন
কেন মন ঘুরি অকারণ, বৃথা দিন করিছ যাপন
এ মোর ধরণী পরে ॥
কৃষ্ণ নামামৃত রসে, অনুরাগভরে চির ভেসে
চল আলোকের দেশে, উল্লাসে শান্তির হাসে,
পাবে সুখ দুখ নিবারে ॥
ভক্ত রসিক জন জানে, কি সুখ নাম সুধা পানে,
ভজন সাধনে ভগবানে, বাঁধি হৃদে ভকতির সনে,
খেল সুখে ভব খেলাঘরে ॥

অন্তরা

```
    +              ০            ২
II  প     প   |   ম     ম   |   জ্ঞ     জ্ঞ   |
    প     র       ম     গো      বি     ০
ঠেকা :—ধা   ঘেড়ে   নাক্   ধি   ঘেড়ে   নাক্

    ৩          ০
    র     স   |   স     স   I
    ন্দ    না      ০     ম
    গ     দ্দি     ঘেড়ে   নাক্

    +              ০            ২
I   ন্     স   |   মজ্ঞ    ম   |   প     প
    স     ব       ত্যo    জি      যে     বা
চুক্‌রা :—ধুমাকেটে  কেটেতাগ  তাগতেটে  ধুমাকেটে  কেটেতাগ  তাগতেটে

    ৩          ০
    ম     প   |   জ্ঞ     ম   I
    সা    র       ক     রে
    গদিঘেনে  ধা গদি  ঘেনেধা  গদিঘেনে

    +              ০            ২
I   প     ণ   |   প     ণ   |   র্স     র্স   |
    কো    ০       টি    জ     ন     ম
পরণ :—তাকা  ধেতেটে  ধাত্রেকেটে  ধেকেটে  কেতাক্  ধাগেনে

    ৩          ০
    র্স     ণ   |   ধ     ধা   I
    পা    ০       প     নি
    ধাত্রেকেটে  ধাগেনে  ধাতেটে  কতাক্

    +              ০            ২
I   প     প   |   ম     প   |   প     প   |
    বা    রে      অ     না      য়া     সে
    ধেটেধা  ত্রেকেটেতাক্  ত্রেকেটেতাক্  ধাত্রেকেটে  ধা  ঘেনাক্
```

৩ ০
ম জ্ঞ | র স I
যা য় ত রে
ধাগেতে টেথুনা ধাতেটে ধাতেটে

+ ০ ২
I ন্ স | ম জ্ঞ | ম প
ভ ব জ ল ধি র
ধা কৎ ধাতেটে ধাতেটে ধা কৎ

৩ ০
গ ম | জ্ঞ ম II
প র পা রে
ধাতেটে ধাতেটে ধা কৎ

অন্তরা

+ ০ ২
II প ম | জ্ঞ ম | প ণ
প ০ ঙ্ক জ দ ল

ঠেকা :—ধা ঘেড়ে নাক্ ধি ঘেড়ে নাক্

৩ ০
পণ ণর্স | র্স র্স I
জ০ ল০ স ম
গ দ্দি ঘেড়ে নাক্

+ ০ ২
I ণ র্স | জ্ঞ´ র´ | র্স ণ
চ ০ ঞ্চ ল স ত

পরণ :—ধাতেরে কেটেতাক্ তাতেরে কেটেতাক্ ধাতেরে কেটেতাক্

* ০
ধ র্স | ধ প I
এ জী ব ন
তাতেরে কেটেতাক ধাতেরে কেটেতাক্

+		0		২	
I ণ	ণ	| প	ণ	| স	স |
কে	ন	ম	ন	ঘু	রি
ধা	ধাতেরে	কেটেতাক	তাতেরে	কেটেতাক্	ধাতেরে

৩		0	
র্ ́	ণ |	র্স ́	র্স ́ I
অ	কা	র	ণ
কেটেতাক্	তাতেরে	কেটেতাক্	ধা

+		0		২	
+ র্স ́	ণ	| ধ	প	| ম	প |
বৃ	থা	দি	ন	ক	রি
ধাতেরে	কেটেতাক্	তাতেরে	কেটেতাক্	ধাতেরে	কেটেতাক্

৩		0	
জ্ঞ	ম |	র	স I
ছ	ঘা	প	ন
তাতেরে	কেটেতাক্	তাতেরে	কেটেতাক্

+		0		২	
I ন্	স	| মজ্ঞ	ম	| প	প |
এ	ম	র০	ধ	র	ণী
ধেরেধেরে	কেটেতাক্	ধাতেরে	কেটেতাক্	ধা	ধাতেরে

৩		0	
ম	প |	জ্ঞ	ম II
প	০	০	রে
কেটেতাক্	ধা	ধাতেরে	কেটেতাক্

আভোগ

	+		0		২	
	II ণ্	গ	| ম	জ্ঞ	| র	জ্ঞ |
	কৃ	০	ষ্ণ	না	মা	০
ঠেকা :—	ধা	ঘেড়ে	নাক্	ধি	ঘেড়ে	নাক্

৩ ০
র সঁ | স স I
ম্ ত র সে
গ দ্দি ঘোড়ে নাক্

\+ ০ ২
I ন্ স | মজ্ঞ ম | প প |
অ নু রা০ গ ভ রে
পরণ :— ধাগেতেটে কেটেতাগ্ তাগতেটে কেটেতাক্ দেন্তা কেটেতাক্

৩ ০
ম প | জ্ঞ ম I
চি র ভে সে
তেরেকেটে তাক্তেরে কেটেতাক্ ধুমাকেটে

\+ ০ ২
I স স | ণ্ ণ্ | ধ্ ণ্ |
চ ল আ লো কে র
ধুমাকেটে ধুমাকেটে কেটেতাগ্ তাগ্তেটে দেন্তা কেটেতাগ্

৩ ০
ধ্ প্ | প্ প্ I
দে শে ০ ০
তেরেকেটে তাক্তেরে কেটেতাক্ তেরেকেটে

\+ ০ ২
I প ম | ম ম | প ণ |
উ ০ ল্লা সে শা ০
ধাগেতেটে কেটেতাক্ তাগ্তেটে কেটেতাক্ দেন্তা কেটেতাক্

৩ ০
ম প | জ্ঞ ম I
স্থি র হা সে
তেরেকেটে তাক্তেরে কেটেতাক তেরেকেটে

\+ ০ ২
I প ণ | ণ ণ | প ণ |
পা বে সু খ ছু ০
কেটেতাক্ তেরেকেটে ধা কৎ কেটেতাক্ তেরেকেটে

৩				০	
র্স	র্স	|	|	র্স	র্স II
খ	নি			বা	রে
ধা	কৎ			কেটেতাক্	তেরেকেটে

সপ্তাব্দী

	+			০			২		
II	প	ম	|	জ্ঞ	ম	|	প	ণ	|
	ভ	০		ক্ত	র		সি	ক	
ঠেকা—	ধা	ঘেড়ে		নাক্	ধি		ঘেড়ে	নাক্	

৩			০		
পণ	ণর্স	|	র্স	র্স	I
জ্ঞ০	ন০		জ্ঞা	নে	
গ	দ্দী		ঘেড়ে	নাক	

	+			০			২		
I	ণ্	র্স	|	র্জ্ঞ	র্র	|	র্স	ণ	|
	কী	সু		খ	না		০	ম	
পরণ—	ধাকেটে	তাগ ধা		কেটেতাক্	তেরেকেটে		তাগদ্ধি	ঘেনেনাক	

৩			০		
ধ	ণ	|	ধ	প	I
সু	ধা		পা	নে	
থুন্না	কেটেতাক্		তেটেকতা	গদিঘেনে	

+			০			২		
ণ	ণ	|	প	ণ	|	র্স	র্স	|
ভ	জ		ন	সা		ধ	নে	
তাক্‌ত্রাণ	তাক্‌ত্রাণ		ধাধা	দেন্‌তা		কেটেতাক্	তেরেকেটে	

৩			০		
র্র	ণ	|	র্স	র্স	I
ভ	গ		বা	নে	
থুন্না	কেটেতাক্		তেটেকতা	গদিঘেনে	

	+		0		২		
I	স	ণ	ধ	প	ম	প̇	|
	বাঁ	ধি	হৃ	দে	ভ	ক্	
	ধাকেটে	তাক্‌ধা	কেটেতাক্	তেরেকেটে	ধাগেদ্ধি	ঘেনেনাক্	

৩		0		
জ্ঞ	ম	র	স	I
তি	র	স	নে	
থুন্না	কেটেতাক্	তেটেকতা	গদিঘেনে	

	+		0		২		
I	ণ্	স	মজ্ঞ	ম	প	প	|
	খে	ল	সু০	খে	ভ	ব	
	তাকত্রাণ্	তাকত্রাণ্	ধাধা	দেন্‌তা	কেটেতাক্	তেরেকেটে	

৩		0			
ম	প	জ্ঞ	ম	II	
খে	লা	ঘ	রে		+
থুন্না	কেটেতাক্	তেটেকতা	গদিঘেনে	|	ধা

[গান ও স্বরলিপি—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ]

ধ্রুপদ

রাগ—ভৈরব

সময়—দিবা প্রথম প্রহর। **কোমল**—ঋ ও দ, শুদ্ধ ন এবং কোমল 'ণ' ব্যবহার। **জাতি**—সম্পূর্ণ।

তাল—তেওরা

পবিত্র উষাকালে উঠি কুতূহলে
বিশ্ব বিধাতারে পূজিব সকলে।
অরুণ কিরণ কিরীট পরিয়ে,
বাল ভানু হাসে উদয়াচলে॥
মলয় শীতল সমীরণ বোয়ে,
ধরিত্রীর বুকে শান্তি ঢালে॥
বন ফুলদল শিশির সলিলে,
সিক্ত কলেবর দানে পরিমলে,
অভিনব ভাবে যেন ডুবি সবে,
সাজায়ে অঞ্জলি হৃদয়ের থালে॥

অনুরাগ সনে বস তাঁর ধ্যানে,
পূর্ণ করি হিয়া ভকতি চন্দনে,
আত্মসমর্পণ করি সে চরণে,
রহ একমনে বিভু পদতলে ॥

আস্থায়ী

+ ২ ৩
II স ন্ দ্ | স ন্ | ঋ স |
প বি ত্র উ ষা কা লে
ঠেকা:—ধা ঘেড়ে নাক্ গ দ্দী ঘেড়ে নাক্

+ ২ ৩
ঋ প ম | গ ম | ঋ স I
উ ঠি কু তূ ০ হ লে
ধা ঘেড়ে নাক্ গ দ্দী ঘেড়ে নাক্

+ ২ ৩
গ ম পম | ণ দ | প ম |
বি ০ শ্ব০ বি ধা তা রে
পরণ:—ধাতেরে কেটেতাক্ তেরেকেটে ধাতেরে কেটেতাক্ ধেরেতেরে কেটেতাক্

+ ২ ৩
গ ম প | গ ম | ঋ স II
পূ জি ব স ০ ক লে
ধাতেরে কেটেতাক্ তেটেকতা গদিঘেনে ধা তেটেকতা গদিঘেনে

অন্তরা

+ ২ ৩
II ম ণ দ | ন । | র্স র্স |
অ রু ণ কি ০ র ণ
ঠেকা:—ধা ঘেড়ে নাক্ গ দ্দী ঘেড়ে নাক্

+ ২ ৩
র্স র্স ন | র্ঋ । | র্স র্স I
কি রী ট প ০ রি য়ে
পরণ:—ধাকেটে ধুমাকেটে কেটেতাক ধুমাকেটে কেটেতাক্ ধুমাকেটে কেটেতাক্

\+ ২ ৩

র্স র্ম র্ম | র্গ র্ম | ঋ´ র্স |

বা ল ভা নু ০ হা সে

ধুমাকেটে ধুমাকেটে কেটেতাক্ ধাতেটে ধাগেতেটে কেটেতাক্ তেরেকেটে

\+ ২ ৩

ন র্স ঋ´ | দ । | প প I

উ দ য়া চ ০ লে ০

ধাগেকেটে কেটেতাগ তেরেকেটে ধুমাকেটে ধুমাকেটে কেটেতাক্ ধুমাকেটে

\+ ২ ৩

প দ র্স | র্স ন | ঋ´ র্স |

ম ল য় শী ০ ত ল

ধাধা কেটেতাক্ তেরেকেটে তাক্তাক্ তেরেকেটে কেটেতাক্ তেরেকেটে

\+ ২ ৩

ন র্স ন | দ । | প প I

স মী র ণ ০ বো য়ে

থুন্না কেটেতাক্ তেরেকেটে ধাধা তেরেকেটে ধাধা তেরেকেটে

\+ ২ ৩

গ ম প | ণ দ | প ম |

ধ রি ত্রী র ০ বু কে

কেটেতাক্ তেরেকেটে ধাধা তেরেকেটে ধাধা তেরেকেটে কেটেতাক্

\+ ২ ৩

গ ম প | গ ম | ঋ স II

শা ০ স্তি ঢা ০ ০ লে

তেরেকেটে ধা কেটেতাক তেরেকেটে ধা কেটেতাক্ তেরেকেটে

সঞ্চারী

\+ ২ ৩

II র্ম ন দ | ন । | র্স´ র্স´ |

অ নু রা গ ০ স নে

ঠেকা :—ধা ঘেড়ে নাক্ গ দ্দী ঘেড়ে নাক্

+ ২ ৩
র্স র্স ন | ঋ´ া | র্স র্স I
ব স ভাঁ র ০ ধ্যা নে
টুক্‌রা :—ধাগেতেরে কেটেতাক তেরেকেটে তাগেতেরে কেটেতাক্ ধাধা তেরেকেটে

+ ২ ৩
র্স র্ম র্ম | র্গ র্ম | ঋ´ র্স |
পূ ০ র্ণ ক র হি য়া
থুন্না কেটেতাক তেরেকেটে থুন্না কেটেতাক্ তেরেকেটে ধা

+ ২ ৩
ন র্স ঋ´ | দ া | প প I
ভ ক তি চ ০ ন্দ নে
থুন্না কেটেতাক্ তেরেকেটে ধা থুন্না কেটেতাক্ তেরেকেটে

+ ২ ৩
প দ র্স | র্স ন | ঋ´ র্স |
আ শ্ব স ম ০ র্প ণ
ঠেকা :—ধা ঘেড়ে নাক্ গ দ্দী ঘেড়ে নাক্

+ ২ ৩
ন র্স ন | দ া | প প I
ক রি সে চ ০ র ণে
টুকরা :—ধুমাকেটে তাক্‌তাক্ ধুমাকেটে তাক্‌তাক্ ধুমাকেটে তাক্‌তাক্ ধুমাকেটে

+ ২ ৩
গ ম প | ণ দ | প ম |
র হ এ ক ০ ম নে
কেটেতাক্ তেরেকেটে তাক্‌ধুমা কেটেতাক্ তেরেকেটে ধা তাক্‌ধুমা

+ ২ ৩
গ ম প | গ ম | ঋ স II
বি ভু প দ ০ ত লে
কেটেতাক ধা তাকধুমা কেটেতাক্ ধা তাকধুমা কেটেতাক্

আভোগ

\+ ২ ৩
II স ঋ ম | প া | প প |
ব ন ফু ল্ ০ দ ল
ঠেকা :—ধা ঘেড়ে নাক্ গ দ্দী ঘেড়ে নাক্

\+ ২
দ দ দ | প ন |
শি শি র স ০
টুকরা :—তাগেতেটে তাগেতেটে কেটেতাক তাগেতেটে কেটেতাক্

৩ +
দ প | ম া ঋ |
লি লে সি ০ ক্ত
ধেরেতেরে কেটেতাক্ ধেরেধেরে ধেরেধেরে কেটেতাক্

২ ৩ +
ম গ | প ম | প গ ম |
ক লে ব ল্ল দা নে প
থুন্না কেটেতাক্ তেরেকেটে ধা থুন্না কেটেতাক্ তেরেকেটে

২ ৩
গ ম | ঋ স I
রি ০ ম লে
ধা থুন্না কেটেতাক তেরেকেটে

\+ ২ ৩
স ন্ দ্ | স ন্ | ঋ স |
অ ভি ন ব ০ ভা বে
ঠেকা :—ধা ঘেড়ে নাক্ গ দ্দী ঘেড়ে নাক্

\+ ২ ৩
ঋ প ম | গ ম | ঋ স I
যে ন ডু বি ০ স বে
টুকরা :—কৎতেটে ক্রেধাতেটে ঘেঘেতেটে কৎতেটে ক্রেধাতেটে কৎতেটে ক্রেধাতেটে

+				২			৩		
গ	ম	প	।	ণ	দ	।	প	ম	।
সা	জা	য়ে		অ	০		গু	লি	
কৎতেটে	ক্রেধাতেটে	ঘেঘেতেটে		কৎতেটে	ক্রেধাতেটে		ধা	কৎতেটে	

+				২			৩		
গ	ম	প	।	গ	ম	।	ঋ	স	II
হৃ	দ	য়ে		র	০		থা	লে	
ক্রেধাতেটে	ধা	কৎতেটে		ক্রেধাতেটে	ধা		কৎতেটে	ক্রেধাতেটে	

খেয়াল

তাল—রূপক

[ইহা ৭ মাত্রার তাল, তিনটি তাল, ফাঁক বা অনাঘাত নাই, প্রথম তালে সম্ ধরা হয়। জাতি—বিষমপদী]

১				২			৩		
।	।	।		।	।		।	।	
ঠেকা—তিন্	তিন্	তাক্	।	ধিন্‌ধিন্	ধাগ্	।	ধিন্‌ধিন্	ধাগ	।

রাগ—জয়ন্তশ্রী

তু ঘড় দেরে বীর বঢ়ইয়া
পালনো রাজ দুলারো ঝলে।
লখান দেহোঁ খঢ়ান্তগুনী
অওর দুখ দালিদ্র সব ভুলে ॥

—জীবন খাঁ

আস্থায়ী

(দ্বিতীয় তালে ধরন)

	২			৩		
II	দপ	ক্ষ	।	প	দ	।
	তু০	০		ঘ	ঢ়	
	ধিন্‌ধিন্	ধাগ		ধিন্‌ধিন	ধাগ	

+ ২ ৩
র্স । র্স | র্সন দন | র্সন দ |
দে ০ রে বাঁ০ ০০ ০০ ০
ঠেকা—তিন্ তিন্ তাক্ ধিন্ধিন্ ধাগ্ ধিন্ধিন্ ধাগ

+ ২ ৩
প প প | প প | ক্ষাপ দ |
০ ০ র ব ঢ় ০০ ০
রেলা :—ধাগেতেটে ধাগেতেটে ধা ধিন্ধিন্ ধা ধিন্ধিন্ ধা

+ ২ ৩
প ক্ষ গ | গক্ষ পদ | ক্ষ দ |
ই য়া ০ পা০ ০০ ০ ০
তাগেতেটে তাগেতেটে ধা তিন্তিন তা তিন্তিন তা

+ ২ ৩
প প । | ক্ষ গ | ঋ গ |
ল নো ০ রা ০ জ হু
ধাতেটে কৎতেটে ধা কৎতেটে ধা কৎতেটে ধাগেতেটে

+ ২ ৩
ঋ । স | স গ | সস ক্ষাপ |
লা ০ রো ঝ লে ০০ ০০
কৎতেটে ধা কৎতেটে ধাগেতেটে ধা কৎতেটে ধাগেতেটে

+ . .
দ ক্ষ প II
০ ০ ০
ধা কৎতেটে ধাগেতেটে

+ ২ ৩
I দপ ক্ষাপ ক্ষ | গ ক্ষ | দ র্স |
লা০ ০০ খ ন দে ০ হোঁ
ঠেকা—তিন্ তিন্ তাক্ ধিন্ধিন্ ধাগ ধিন্ধিন্ ধাগ

+ ২ ৩
র্স র্স । | ন ঋ´ | র্স র্স |
ঘ ঢ়া ০ ০ ০ ও অ নী
ধাতেটে থুন্না কেটেতাক্ ধাতেটে থুন্না কেটেতাক্ তেরেকেটে

+ ২ ৩
ন র্স র্গ | ঋ´ র্স | ন দ |
অ ও র হু খ ০ ০
কেটেতাক তেরেকেটে থুন্না ধাধা থুন্না ধাধা থুন্না

+ ২ ৩
র্স ন দ | প প | জ্ঞ গ |
দা ০ ০ লি ত্র স ব
কেটেতাক্ থুন্না কেটেতাক্ থুন্না কেটেতাক থুন্না কেটেতাক্

+ ২
জ্ঞপ দন র্সঋ´ | র্সন দপ |
ভু০ ০০ ০০ লে০ ০০
থুন্না কেটেতাক্ থুন্না কেটেতাক্ ধা

৩ +
জ্ঞপ র্স | ন দ প II
০০ ০ ০ ০ ০
থুন্না কেটেতাক্ ধা থুন্না কেটেতাক্

জয়জয়ন্তী

জাতি—খাড়ব সম্পূর্ণ। দুই—গ, জ্ঞ। দুই—ন, ণ। র-বাদী, প-সমবাদী। আরোহণে—ধা বর্জিত ও শুদ্ধ নি। অবরোহণে—কোমল জ্ঞ ও ণ ব্যবহৃত হয়।

ত্রিতাল (মধ্যগতি)

জবতেঁ লাগলী আঁখ মোরি,
সোই দিনমে পরদেশ গয়োরে।
ঘড়ি ঘড়ি পলছিন কল ন পরত হ্যায়,
উন বিন ক্যায়সে বিতাই দিন রে॥

—অদারঙ্গ।

আস্থায়ী

০				১				
ণ	ধ	পমগম	া-	গর	জ্ঞ	র	স	
জ	ব	তেঁ০০০	০	লা০	০	গ	লী	
না	তিন্	তিন্	না	তেটে	ধিন্	ধিন্	ধা	

+				৩				
	র	-া	-া	র	র	জ্ঞর	গম	প
	আঁ	০	০	খ	মো	০০	রি০	০
ঠেকা :—	ধা	তেটে	ধিন্	ধা	তেটে	ধিন্	ধিন্	ধা

০				১			
মধ	পণ	ধ	প	ম	গ	রজ্ঞ	র
সো০	০০	ই	দি	ন	০	০	মে
না	তিন্	তিন্	না	তেটে	ধিন্	ধিন্	ধা

+				৩			
র	গ	রগম	পধন	ধপ	মগ	রস	র II
প	র	দে০০	০০০	শ০	গ০	য়ো০	রে
ধা	তেটে	ধিন্	ধা	তেটে	ধিন্	ধিন্	ধা।

অন্তরা

০				১			
ম	প	ন	ন	র্স	র্স	র্স	র্স
ঘ	ড়ি	ঘ	ড়ি	প	ল	ছি	ন
না	তিন্	তিন্	তা	তেটে	ধিন্	ধিন্	ধা

+				৩		
	র্র	র্জ্ঞ	র্র	র্স	নর্স	র্র
	ক	ল০	ন	প	র০	০
মহড়া :—	তাক্	থুন্না	কেটেতাক	থুন্না	কেটেতাক্	তেরেকেটে

		০			
ণ	ধপ	পধ	পধণ	ধ	প
ত	হ্যায়	উ০	ন০০	বি	ন
তাক্‌দেৎ	তেরেকেটে	ধিন্	তেরেকেটে	তাক্‌দেৎ	তেরেকেটে

১
ম গর জ্ঞ র |
ক্যা ০য় সে ০
ধিন্ তেরেকেটে তাক্‌দেৎ তেরেকেটে |

\+ ৩
র ম পনর্স র্জ্ঞর্র্ | র্সণধ পণধ পমগ রসর II
বি তা ই০০ ০০০ দি০০ ০ন০ রে০০ ০০০
ঠেকা :—ধা তেটে ধিন্ ধা | তেটে ধিন্ ধিন্ ধা

তেহাই

[গানের আস্থায়ী একবার গাহিবার পর দ্বিতীয় বারে ফাঁক হইতে তেহাই উঠিবে এবং সমে গিয়া শেষ হইবে।]

০ ১ +
ণ ধ পম গম | গর জ্ঞ র স | র্ -া া- র |
জ ব তেঁ০ ০০ লা০ ০ গ লী আঁ ০ ০ খ
ঠেকা :—না তিন্ তিন্ তা | তেটে ধিন্ ধিন্ ধা | ধা তেটে ধিন্ ধা |

৩ ০ ১
র জ্ঞর গম প | মধ পণ ধ প | ম গ রজ্ঞ র |
মো ০০ রি০ ০ সো০ ০০ ই দি ন ০ ০ মে
তেটে ধিন ধিন্ ধা | না তিন্ তিন্ তা | তেটে ধিন্ ধিন ধা |

\+ ৩
র গ রগম পধণ | ধপ মগ রস র II
প র দে০০ ০০০ শ০ গ০ য়ো০ রে
ঠেকা :—ধা তেটে ধিন্ ধা | তেটে ধিন্ ধিন্ ধা

০ ১
ণ ধ পমগম -া | গর জ্ঞ
জ ব তেঁ০০ ০ লা০ ০
তেহাই :—তিক্‌তাক্ তেরেকেটে ধা, তিক্‌তাক্ | তেরেকেটে ধা,

\+
র স | র া া র |
গ লী আঁ ০ ০ খ
তিক্‌তাক্ তেরেকেটে | ধা তেটে ধিন্ ধা (ঠেকা বাজবে)

স্বরলিপি—সঙ্গীতনায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভৈরবী

জাতি—সম্পূর্ণ। ঋ, জ্ঞ, দ, ণ, কোমল। বাদী—মধ্যম। সম্বাদী—র্স

আরোহণ—স ঋ জ্ঞ ম প দ ণ র্স

অবরোহণ—র্স ণ দ প ম জ্ঞ ঋ স

ভজন—ত্রিতাল

কাহে কো ফিরত মূঢ় মন ধায়ো।
ত্যজি হরিচরণ সরোজ সুধারস রবিকর জল লায়ো॥
ত্রিজগ দেব নর অসুর অপর জগ যোনি সকল ভ্রমি আয়ো,
গৃহ বণিতা সুত বন্ধু ভয়ে বহু মাতু পিতা জিহ্ন জায়ো॥
জাতে নিরয় নিকায় নিরন্তর সোই ইহ্ন তোহি শিখায়ো,
তুয়া হিত হোই কটে ভব বন্ধন কো মন্ত তোহি ন বতায়ো॥
বিষয়হীন দুখ মিলে বিপতি অতি সুখ স্বপনেহুঁ নাহি পায়ো,
বেদ কহত ইস্ সুখমে দুখ হোত সংসার সার নাহি পায়ো॥
ছিন ছিন ছিন হোত জীবন দুরলভ তনু বৃথা গবায়ো,
তুলসীদাস হরি ভজহি আশ ত্যজি কাল উরগ জগ খায়ো॥

—তুলসীদাস

আস্থায়ী

	০					১				
	প	প	দ	পম	|	মজ্ঞ	-জ্ঞ	র	স	|
	কা	হে	কো	০০		ফি০	০	র	ত	
ঠেকা:—	না	তিন্	তিন্	না	|	তেটে	ধিন্	ধিন্	ধা	

৴					৩				
+					৩				
স	ণ	স	ঋ	|	স	-ণসঋ	স	-।	I
মূ	ঢ়	ম	ন		ধা	০০০	য়ো	০	
ধা	তেটে	ধিন্	ধা	|	তেটে	ধিন্	ধিন	ধা	

০					১				
দ্	ণ্	স	স	|	জ্ঞ	জ্ঞ	জ্ঞ	জ্ঞ	|
ত্য	জি	হ	রি		চ	র	ণ	স	
না	তিন্	তিন্	না	|	তেটে	ধিন্	ধিন্	ধা	

\+ ৩
জ্ঞ ম ম ম | ম -া ম ম |
রো o জ সু ধা o র স
ধা তেটে ধিন্ ধা | তেটে ধিন্ ধিন্ ধা

o ১
জ্ঞ প প প | প প প প |
র বি ক র জ ল o o
না তিন্ তিন্ না | তেটে ধিন্ ধিন্ ধা

\+ ৩
মপদ মপ পদ প | মজ্ঞ জ্ঞ ঋ স II
লাoo oo oo o য়োo o o o
ধা তেটে ধিন্ ধা | তেটে ধিন্ ধিন্ ধা

অন্তরা

o ১
দ্ ণ্ স জ্ঞ | া জ্ঞ জ্ঞ |
ত্রি জ গ দে o ব ন্দ র
টুক্‌রা—তাগে তেটে কেটেতাক তেরেকেটে | তাক্ তেরেকেটে তাক্ ধেরেধেরে কেটেতাব

\+ ৩
জ্ঞ ম ম ম | ম ম ম দ |
অ সু র অ প র জ গ
ঠেকা :—ধা তেটে ধিন ধা | তেটে ধিন ধিন ধা

o ১
জ্ঞ প প প | প প প প
জো o নি স ক ল ভ্র মি |
না তিন্ তিন্ না | তেটে ধিন্ ধিন্ ধা

\+ ৩
মপ দ মপ দর্সণ | দ া া া |
আo o oo ooo য়ো o o o
মহড়া :—ধাগে তেটে কেটেতাক তেরেকেটে | তাক্ তেরে কেটেতাক ধেরেধেরে কেটেতাক,

০ ১
প প প প | প া দ প |
গৃ হ ব ণি তা ০ সু ত
ধেরেধেরে কেটেতাক্ ধা ধেরেধেরে | কেটেতাক্ ধা ধেরেধেরে কেটেতাক্

\+ ৩
ম া ম ম | ম া মপ ম |
ব ০ ন্ধু ভ য়ে ০ ব০ হু
ধেরেধেরে কেটেতাক্ ধা ধেরেধেরে | কেটেতাক্ ধা ধেরেধেরে কেটেতাক্

০ ১
জ্ঞ া ঋ স | স ণ স ঋ |
মা ০ তু পি তা ০ জ্ঞি হ্ন
ধেরেধেরে কেটেতাক্ ধা ধেরেধেরে | কেটেতাক্ ধা ধেরেধেরে কেটেতাক্

\+ ৩
স া ণ্স ঋ | স -া -া -া II
জা ০ ০০ ০ য়ো ০ ০ ০
ঠেকা :—ধা তেটে ধিন্ ধা তেটে ধিন্ ধিন্ ধা

সঞ্চারী

০ ১
স স স -া জ্ঞ জ্ঞ জ্ঞ জ্ঞ |
জা ০ তে ০ | নি র য় নি
না তিন্ তিন্ না | তেটে ধিন্ ধিন্ ধা

\+ ৩
মা -া ম ম | ম -া ম ম |
কা ০ য় নি র ০ ন্ত র
মহড়া :—ধাগে -ন্ধে নাক্ ধিনি | ধাগে তেরেকেটে থুন্না কতা

০ ১
* জ্ঞ -প প প | প -া প প
সো ০ ই ই হ্ন ০ তো হি
তেরেকেটে তাক্তাক্ কতা ঘেনে | ধা ঘেনে ধা ঘেনে |

\+ ৩
ঋ মপ দর্স ন | দ -া -া া |
শি খা০ ০০ ০ য়ো ০ ০ ০
ঠেকা :—ধা তেটে ধিন্ ধা | তেটে ধিন্ ধিন্ ধা

০ ১
দ দ দ দ | দপ
তু য়া হি ত হো০
মহড়া :—ধেটেতেটে ধেটেতেটে কেটেতাগ্ তাগ্তেটে | ধেটেতেটে

\+
ণ ম -া | ম ম ম
০ ই ০ ক টে ভ
ক্রেধাতেটে কেটেতাগ তাগ্তেটে ধা ধেটেতেটে ক্রেধাতেটে

৩ ০
ম | ম জ্ঞ প ম | জ্ঞ
ধ ব ০ ন্ধ ন কো
ঘেড়েনাগ্ | তাগ্দেনে নাক্তেটে ক্রেধান্নে ধা | ক্রেধান্নে

১
-া ঋ স | স ন্ স ঋ |
০ ম স্ত তো হি ন ব
ধাধা কিটিধা ক্রেধান্নে | ধাধা কিটিধা ক্রেধান্নে ধাধা |

\+ ৩
স -া ণস ঋ | স -া -া -া II
তা ০ ০০ ০ য়ো ০ ০ ০
ঠেকা :—ধা তেটে ধিন্ ধা | তেটে ধিন্ ধিন্ ধা |

আভোগ

০ ১
স স স জ্ঞ | -া জ্ঞ জ্ঞ জ্ঞ |
বি ব র হী ০ ন দু খ
না তিন তিন্ না | তেটে ধিন্ ধিন্ ধা

+				৩			
জ্ঞ	ম	ম	ম	ম	ম	ম	ম
মি	o	লে	বি	প	তি	অ	তি

টুকরা—তাক্ থুন্না কেটেতাক্ থুন্না | কেটেতাক্ তেরেকেটে তাক্‌দেৎ তেরেকেটে

o				১			
জ্ঞ	প	প	প	প	প	প	প
সু	খ	স্ব	প	নে	হুঁ	না	হি

ধেন্ তেরেকেটে তাক্‌দেৎ তেরেকেটে | ধেন্ তেরেকেটে তাক্‌দেৎ তেরেকেটে

+				৩			
মপ	দসর্ণ	দ	-া	প	-া	-া	া-
পাo	ooo	o	o	য়ো	o	o	o
ঠেকা :—ধা	তেটে	ধিন্	ধা	তেটে	ধিন্	ধিন্	ধা

o				১	
প	-া	প	প	প	প
বে	o	দ	ক	হ	ত

গৎ :—ধাগেন্ধে নাকধেনে ধাগ্‌নাগ্ ধেনেঘেনে | নাকতেনে নাকধেনে

		+		
প	প	প	দ	ণ
ই	স্	সু	খ	মে

ধাগ্‌নাগ ধেনেঘেনে | ধাত্রেকেটেধা তেটেঘেনে ধাগনাগ

	৩				o
ণ	-দ	দ	প	ম	প
দু	o	খ	হো	ত	সং

ধেনেঘেনে | তাত্রেকেটেতা তেটেঘেনে ধাগনাগ ধেনেঘেনে | ধাত্রেকেটেধা

			১			
-া	মজ্ঞ	জ্ঞ	ঋ	স	-া	ণ
o	সাo	o	র	সা	o	র

তেটেঘেনে ধা কৎ ধাত্রেকেটেধা | তেটেঘেনে ধা কৎ ধাত্রেকেটেধা তেটেঘেনে

+				৩			
স	ঋ	স	-া	-ণ্স	-ঋ	স	-া
না	হি	পা	o	oo	o	য়ো	o
ঠেকা :—ধা	তেটে	ধিন্	ধা	তেটে	ধিন্	ধিন্	ধা

০   ১
প   প   প   প | পদ   প   মজ্ঞ   -ম |
ছি   ন   ছি   ন   ছী০   ০   ন০   ০
না   তিন্   তিন্   না | তেটে   ধিন্   ধিন্   ধা |

\+   ৩
ম   প   প   প | প   ।
হো   ০   ত   জী   ব   ০
রেলা :—ধেৎধেৎ দ্ধেটেতেটে ক্রেধাতেটে ক্রেধাতেটে | কৎতেটে গেগেতেটে

০
প   -। | দ   দ   দ   দ |
ন   ০   দু   র   ল   ভ
কেটেতাক্‌ তাগতেটে | কতাকতা গেঘেতেটে কেটেতাগ্‌ তাগতেটে

১
দ   প   প   প |
ত   মু   ০   র্‌
তাগতেটে ধা তাগ্‌ তেটেধা তাগ্‌তেটে |

\+   ৩
প   -।   প   দপ | মপ   নদ   প   -। |
থা   ০   গোঁ   ০০   বা০   ০০   য়ো   ০
ঠেকা :—ধা   তেটে   ধিন্   ধা | তেটে   ধিন্   ধিন্   ধা |

০   ১
দ   দ   দ   দ | -।   প   দ   প |
তু   ল   সী   দা   ০   স   হ   রি
না   তিন্   তিন্   তা | তেটে   ধিন্   ধিন্   ধা |

\+   ৩
ম   ম   ম   ম | -।   জ্ঞ   প   ম |
ভ   জ   হি   আ   ০   শ   ত্য   জি
রেলা :—ধা-ক্রা ধাতেটে তাক্রেকেটে ধাতেটে | ধাক্রে ধাতেটে ধাক্রেকেটে ধা |

০
জ্ঞ   -।   জ্ঞ   জ্ঞ |
কা   ০   ল   উ
তাক্রেকেটে ধাক্রেকেটে ধা তাক্রেকেটে |

১				
ঋ	ণ্‌	স	ঋ	|
র	গ	জ	গ	
ধাত্রেকেটে	ধা	তাত্রেকেটে	ধাত্রেকেটে	|

+					৩				
স	-া	ণ্‌স	ঋ	|	স	-া	-া	-া	II II
খা	০	০০	০		য়ো	০	০	০	
বোল:—ধা	তেটে	ধিন্‌	ধা	|	তেটে	ধিন্‌	ধিন্‌	ধা	|

স্বরলিপি—সঙ্গীত নায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

ছায়ানট

জাতি—সম্পূর্ণ। বাদী—র। সমবাদী—প।

একতালা (দ্রুতলয়)

এ সখি অব ক্যায়সী করুঁ
শ্যামরো মেরো মন হর লিনো।
মার গই নয়ন তীর, তন মন নহি ধরত ধীর,
অ্যায়সে শ্যাম ভয়ে বে পীর
শ্যামরো মেরো মন হর লিনো॥

—অচপল

আস্থায়ী

+				৩				০			
গ	র	গ	|	-া	ম	ধপ	|	ম	গ	র	|
এ	স	খি		০	অ	ব০		ক্যা	য়্‌	সী	
ঠেকা:—ধিন্‌	ধিন্‌	ধা	|	ধা	থুন্‌	না	|	না	তেৎ	ধাগে	|

১				+				৩			
ন্‌	র	স	|	প	-া	প	|	র্স	ন	র্র	|
ক	০	রু		শ্যা	০	ম		রো	০	০	
তেটে	ধিন্‌	তেটে	|	ধিন্‌	ধিন্‌	ধা	|	ধা	থুন্‌	না	|

০				১				+			
স	ন	র্স	|	নর্স	ধ	প	|	র	গর	গ	|
মে	০	রো		ম	০	ন		হ	০০	র	
না	তেৎ	ধাগে	|	তেটে	ধিন্‌	তেটে	|	ধিন্‌	ধিন্‌	ধা	|

৩ ০ ১
ম ধ প | ম গ র | ন্ র স II
লি ০ নো ক্যা য় নী ক ০ রু
তেহাই :—ধা থুন্না কেটেতাক | ধা থুন্না কেটেতাক্ | ধা থুন্না কেটেতাক্

অন্তরা

\+ ৩
প -া প | প র্সধ ন |
মা ০ র গ ই০ ০
রেলা :—ধিন্ ধিন্ ধাগেতেটে | ধিন্ কতেটে ধিন্ |

০ ১
স -া র্স | র্স -া র্স |
ন য়্ ন তী ০ র
ধাগেতেটে ধিন্ ধাগেতেটে | তাগেতেটে কেটেতাগ্ তাগ্‌তেটে |

\+ ৩ ০
র্স ধ ন | ন র্স র্র | র্স ন র্স |
ত ন ম ন ন হি ধ র ত
কত্তেটে ধাগেনে ধা | কৎ কত্তেটে ধাগেনে | ধা কত্তেটে ধাগেনে |

১ +
নর্স ধ প | র গর গ |
ধী ০ র অ্যা ০য় সে
ধা কত্তেটে ধাগেনে | ধিন্ ধিন্ ধা |

৩ ০ ১
ম ধ প | ম গ র | ন্ র স |
শ্যা ০ ম ভ য়ে বে পী ০ র
ধা থুন্ না | না তেৎ ধাগে | তেটে ধিন তেটে |

\+ ৩
প -া প | স ন র্র |
শ্যা ০ ম রো ০ ০
রেলা :—ধাগে নেধা ঘেনে | ধাগে ধাগে তেরেকেটে |

০ ১ +
স ন র্স | নস ধ প | র গর গ
মে ০ রো ম ০ ন হ ০০ র
থুনা কতা তাক্ | তেরেকেটে ঘেনে ঘেনে | ধাগে তেরেকেটে থুনা |

৩				০			
ম	ধ	প	|	ম	গ	র	|
লি	০	নো		ক্যা	য়	সী	
কতা	তেরেকেটে	তাকৃতাক্	|	কতা	ঘেনে	ধা	|

১			
ন্	র	স	II
ক	০	রু	
ঘেনে	ধা	ঘেনে	

	+			
	গ	র	গ	··· [এই ভাবে চলবে]
	এ	স	খি	···
ঠেকা—	ধিন্	ধিন্	ধা	···

স্বরলিপি—সঙ্গীত নায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

ভজন

তাল—ত্রিতাল

প্রভু মেরে অবগুণ চিত না ধরো।
সমদরশি হ্যায় নাম তিহারো,
চাহে ত পার করো॥
এক লোগা পূজামে রাখত,
এক রহত ব্যাধ ঘর পরো,
পারস কে মন দ্বিধা নাহি হ্যায়,
হুঁহু এক কাঞ্চন করো॥
এক নদীয়া এক নহর কহাবত,
ময়লা নীর ভরো,
সব মিলি দোনো এক বরণ ভয়ে,
সুরসরি নাম ধরো॥
এক জীব এক ব্রহ্ম কহাবত,
সুরদাস ঝগরো,
অজ্ঞান সে ভেদ হোবে
জ্ঞানী কাহে ভেদ করো॥

—সুরদাস

আস্থায়ী

\+ ৩
র জ্ঞ র জ্ঞ | স ঋ দ প |
প্র ভূ মে রে অ ব গু ণ
ঠেকা—ধা ধিন্ ধিন্ ধা | ধা ধিন্ ধিন্ ধা |

০ ১
র জ্ঞ স র | স । । । |
চি ত্ত না ধ রো ০ ০ ০
না তিন তিন না | ত্রেকেটে ধিন্ ধিন্ ধা |

\+ ৩
স প প প | প দ প প |
কাহারবার ০ স ম দ র শি হা য়
কায়দা— ধিনি ধাগে তিনি তাক্ | ধিনি ধাগে তিনি তাক্

০ ১
প দ ণ র্স | প ণ দ প |
না ০ ম তি হা ০ রো ০
ধেনাঘেঘে নাতে নাতে নাকতেটে | ধেনাঘেঘে নাতে নাতে নাক্ তেটে |

\+ ৩
-া প দ প | ম প ম র |
০ চা হে ত পা ০ র ক
ধিন্ধাগে ধাগেনানা ধিন্ধাগে ধাগেনানা | ধিক্নানা ধিক্নানা ধিক্নানা ধিক্নানা |

০ ৩
জ্ঞ -া -া -া | -া -া -া -া II
রো ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
তিক্নানা তিক্নানা তিক্নানা তিক্নানা | ধিক্নানা ধা ধিক্নানা ধা ধিক্নানা

অন্তরা

\+ ৩
জ্ঞ ম দ ণ | র্স র্স র্স র্স |
ত্রিতালের এ ০ ক লো হা ০ ০ ০
কায়দা—ধাতেরে কেটেধা কেটেতাক্ তেরেকেটে | ধধা কত্তা কেটেতাক্ তেরেকেটে |

০ ১
স´ ঋ´ ঋ ঋ | সঋ´ জ্ঞ´ র্‌ স´ |
০ পূ জা মে রা০ ০ খ ত
ধাধা কেটেতাক তেরেকেটে তেরেকেটে | কেটেতাক্ তেরেকেটে ধাধা তেরেকেটে

\+ ৩
জ্ঞ´ জ্ঞ´ জ্ঞ´ র´ | জ্ঞ´ জ্ঞ´ জ্ঞ´ জ্ঞ |
এ ০ ক র হ ত ব্যা থ
ধাধা তেরেকেটে কেটেতাক্ তেরেকেটে | ধা কৎ ধাধা তেরেকেটে

০ ১
স´ ঋ´ জ্ঞ´ ঋ´ | স´ স´ স´ স´ |
ঘ ০ র প রো ০ ০ ০
কেটেতাক্ তেরেকেটে ধা কৎ | ধাধা তেরেকেটে কেটেতাক্ তেরেকেটে |

সঞ্চারী

\+ ৩
স´ স´ ঋ´ স | প ণ . দ প |
পা ০ র স কে ০ ম ন
ঠেকা :—ধা ধিন্ ধিন্ ধা | ধা ধিন্ ধিন্ ধা |

০ ১
প দ ণ স´ | প ণ দ .প |
দ্বি ০ ধা ০ না হি হ্যা য়
না তিন তিন্ তা | তেটে ধিন ধিন্ ধা |

\+ ৩
প প প প | প প দ প |
হুঁ ০ হু ০ এ ০ ক কা
ধা তেটে ধিন ধা | তেটে ধিন্ ধি ধ.ন্ |

০ ১
ম প প র | জ্ঞ জ্ঞ জ্ঞ জ্ঞ II
ঞ্চ ০ ন ক রো ০ ০ ০
না তিন্ তিন্ না | তেটে ধিন্ ধিন্ ধা

আভোগ

\+ ৩
জ্ঞ ম দ ণ | র্স র্স র্স র্স |
এ ০ ক ন দী য়া এ ক
কায়দা :—ধিক্ ধিনা তেরেকেটে ধিনা | ধাগি নাধা গিধি নানা |

০ ১
স ঋ´ ঋ´ ঋ´ | স´ঋ´ জ্ঞ´ ঋ´ স´ |
০ ন র ক হা০ ০ ব ত
তিন্ তিনা তেরেকেটে তিনা | ধাগি নাধা গিধি নানা |

\+ ৩
স´ জ্ঞ´ র´ জ্ঞ´ | স´ ঋ´ জ্ঞ´ ঋ´
০ ম য় লা নী ০ র ভ
ধিক্ ধিনা গিধি নানা | তিক্ তিনা গিধি নানা |

০ ১
স´ স´ স´ স´ | স´ স স´ স´ |
রো ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
গিধি নানা ধা গিধি | নানা ধা গিধি নানা |

\+ ৩
স´ স´ ঋ´ স´ | প ণ দ প |
ম ০ ব মি লি ০ দো নো
ঠেকা :—ধা ধিন ধিন ধা | তেটে ধিন্ ধিন্ ধা |

০ ১
প দ ণ স´ | প ণ দ প |
এ ০ ক ব র ণ ত য়ে
না তিন্ তিন্ না | তেটে ধিন্ ধিন্ ধা

\+ ৩
প প দ প | ম প ম র |
সু র স রি না ০ ম ধ
ঠেকা :—ধা ধিন্ ধিন্ ধা | তেটে ধিন্ ধিন্ ধা |

০ ১
জ্ঞ জ্ঞ জ্ঞ জ্ঞ | জ্ঞ জ্ঞ জ্ঞ জ্ঞ |
রো ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
তেহাই :—ধাগে তেরেকেটে ধিন ধাগে | তেরেকেটে ধিন্ ধাগে তেরেকেটে

+ ৩

জ্ঞ ম দ ন | র্স র্স র্স র্স |

এ ০ ক জী ০ ব এ ক

টুক্‌রা ঃ—ধেৎ ধেৎ ত্রেকেটে ধেৎ | ধেৎ ধাগে নানা কৎ |

০ ১

ঋ´ ঋ´ ঋ´ ঋ´ | স ঋ´ জ্ঞ´ ঋ´ র্স |

ব্র ০ হ্ম ক হা০ ০ ব ত

ধাগে নানা কৎ ধাগে | নানা কৎ ধাগে নানা |

+ ৩

র্স জ্ঞ´ জ্ঞ´ র´ | জ্ঞ´ র´ জ্ঞ´ জ্ঞ´ |

০ সু ০ র দা ০ স ঝ

ঠেকা ঃ—ধা ধিন্ ধিন্ ধা | তেটে ধিন্ ধিন্ ধা |

০ ১

স ঋ´ জ্ঞ´ ঋ´ | র্স র্স র্স র্স |

গ ০ ০ ০ রো ০ ০ ০

না তিন্ তিন্ না | তেটে ধিন্ ধিন্ ধা |

+ ৩

র্স র্স ঋ´ র্স | প ণ দ প |

অ ০ জ্ঞা ন সে ০ ০ ০

মহড়া ঃ—ধ্রাণ্ থুন্না কেটেতাক্ থুন্না | কেটেতাক্ ধ্রাণ থুন্না কেটেতাক্ |

০ ১

প দ ণ র্স | প ণ দ

ভে ০ দ ০ হো ০ বে

কেটেতাক তেরেকেটে তাক্‌তাক্ তেরেকেটে | ধ্রান্ থুন্না কেটেতাক্

+ ৩

প | প প দ প | ম প ম র |

০ জ্ঞ নী কা হে ভে ০ দ ক

তেরেকেটে | ধ্রান্ থুন্না কেটেতাক্ তেরেকেটে | ধা কৎ ধ্রাণ্ থুন্না |

০ ১

জ্ঞ জ্ঞ জ্ঞ জ্ঞ | জ্ঞ জ্ঞ জ্ঞ জ্ঞ

রো ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ | +

কেটেতাক্ তেরেকেটে ধা কৎ | ধ্রাণ্ থুন্না কেটেতাক্ তেরেকেটে | ধা

—সমাপ্ত—